NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ উগ্রপন্থীদের গুলি বর্ষণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩

চার বছরের আক্ষেপ মুছে এশিয়াডে রুপো তিলোত্তমার ৭

কলকাতা ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ১০ আশ্বিন ১৪৩৩ সোমবার বিংশ বর্ষ ১০৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.09.2026, Vol. 20 Issue No. 109, 8 Pages, Price 3.00

সরকার ও সংগঠনে সমন্বয়ের নবীন-বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন ৪ মে: রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম বার রাজ্যে এসে রাজ্যের সরকার ও দলীয় সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের ওপর জোর দেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। দু'দিনের সফরে রবিবার একাধিক সাংগঠনিক বৈঠক করেন তিনি। দলের বিভিন্ন স্তরে জনপ্রতিনিধি ও সাংগঠনিক নেতৃত্বের মধ্যে মতপার্থক্য নিয়ে যে অভিযোগ উঠছে, বৈঠকে সেই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বলে দলীয় সূত্রের খবর। রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর, বিধায়ক ও সাংগঠনিক পদাধিকারীদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হলে তার প্রভাব দলের কাজের পাশাপাশি সরকারের ভাবমূর্তিতেও প্রভাব ফেলবে। সেই কারণে সরকার ও সংগঠনকে আলাদা করে না-দেখে একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দেন নীতিন। তাঁর বক্তব্য, আলাদা নয়-একে অপরের পরিপূরক হয়ে কাজ করতে হবে। রবিবারের বৈঠক থেকে জেলা সভাপতি, জেলা পদাধিকারী এবং জেলা নেতৃত্বকে নিজেদের দায়িত্ব আরও সক্রিয় ভাবে পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়। দলের প্রতিটি স্তরে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সংগঠনের মধ্যে অনভিপ্রেত লোকজনের প্রবেশ আটকানোর বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। সাংগঠনিক কোনও সিদ্ধান্ত একক ভাবে না-নেওয়ার জন্য নেতৃত্বকে সতর্ক করা হয়। দলের বিভিন্ন স্তরে কে কী কাজ করছেন, তার ওপর নজর রাখতে হবে বলেও এদিনের বৈঠক থেকে বার্তা দেওয়া হয়। দলের কর্মী এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ করার ক্ষেত্রেও আরও সংবেদনশীল হওয়ার কথা বলা হয়।

রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর থেকেই কয়েকটি এলাকায় বিধায়ক এবং দলের সাংগঠনিক নেতৃত্বের মধ্যে মতবিরোধ প্রকাশ্যে আসে। কোথাও স্থানীয় স্তরে সংগঠনের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের দূরত্ব নিয়েও অভিযোগ ওঠে। এই পরিস্থিতিতে সরকার ও সংগঠনের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার কথাই বৈঠকে সামনে এসেছে। সামনে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচন। একই সঙ্গে পুরসভা নির্বাচন নিয়েও প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

এই দুই নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে সংগঠনকে বুথস্তর পর্যন্ত সক্রিয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়ানো এবং জনসংযোগ কর্মসূচিতে আরও জোর দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এছাড়াও নির্বাচনী কাজে কোনও অনৈতিক পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে না বলেও নেতৃত্বকে সতর্ক করা হয় বলেও বিজেপি সূত্রের দাবি।

জেইউয়ের পর হিংসা-তাণ্ডবে রণক্ষেত্র এসআরএফটিআইও

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এবার শহরের আরও এক প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বহিরাগতদের তাণ্ডব ও চরম হিংসাত্মক ঘটনার অভিযোগ উঠল। রবিবার ঐতিহ্যবাহী সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের চত্বরে অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি তৈরি হয়। অনুষ্ঠান চলাকালীন দু'পক্ষের মধ্যে চলা তীব্র কথা কাটাকাটি শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি, মারধর ও রক্তারক্তিতে গড়ায়। এদিকে সূত্রে খবর, ঘটনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

প্রাথমিক তথ্যে জানা গিয়েছে, এদিন প্রতিষ্ঠানের অডিটোরিয়ামে একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের তরফে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অভিযোগ, অনুষ্ঠান চলাকালীন সাধারণ শিক্ষার্থীরা সেখানে এসে আপত্তি জানান এবং প্রশ্ন তোলেন, কেন এই ধরনের অনুষ্ঠান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে করা হবে তা নিয়ে। আর এই প্রশ্ন ঘিরেই প্রথমে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়।

উদ্যোক্তা ও সংগঠনের লোকজনের তীব্র অভিযোগ, বিনা উসকানিতে ক্যাম্পাসের পড়ুয়ারা এসে তাদের অনুষ্ঠানস্থলে হামলা চালায়। তাদের ব্যানার ও পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং স্বামী বিবেকানন্দের ছবি ভাঙচুর করা হয়।

সংগঠনের এক সদস্যের ক্ষোভ, 'আমরা নির্দিষ্ট টাকা দিয়ে হল বুক করে নিয়মমাফিক অনুষ্ঠান করছিলাম। ওরা এসেই হামলা চালায়। আমাদের চারজন সদস্য বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি। সেখানে উপস্থিত পড়ুয়ারা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল এবং স্বামীজির ছবি পর্যন্ত ভেঙেছে।'

অন্যদিকে, গোটা ঘটনার জন্য বহিরাগতদের আক্রমণকেই দায়ী করেছেন পড়ুয়ারা। ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার প্রতিবাদ করায় তাদের ওপর চড়-থাপ্পড় ও নির্মম শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। এক ছাত্রীর অভিযোগ, 'ওঁরা আমাদের ক্যাম্পাসে ঢুকে আমাদের দেশবিরোধী, নকশাল ও জঙ্গি বলে দাগিয়ে দিচ্ছে। ছাত্রদের মারধর করা হচ্ছে, মেয়েদের গায়ে হাত তোলা হচ্ছে। এমনকি ছুরি দিয়ে আঘাত করার মতো ঘটনাও ঘটেছে। আমাদের বাংলাদেশি বলে আক্রমণ করা হচ্ছে।' পাশাপাশি অপর এক ছাত্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'এদের কোনও লজ্জা নেই। এরা আমাদের চত্বরে ঢুকে আমাদেরই মারধর করেছে এবং হাত ধরে টেনে বের করে দিয়েছে। এটা আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আমরা এখানে পড়াশোনা করি। বাইরে থেকে এসে ওরা তাণ্ডব চালাচ্ছে আর উলটে আমাদের জঙ্গি বলছে!' এমনকী শিক্ষকদের ওপরেও আক্রমণ চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন শিক্ষার্থীরা।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিক একইভাবে বহিরাগতদের প্রবেশ ও উত্তেজনার ঘটনায় রাজ্যজুড়ে শোরগোল পড়েছিল। আর এবার চলচ্চিত্র শিক্ষার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কেন্দ্র সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের অন্দরে এমন রক্তারক্তি ও হিংসাত্মক সংঘর্ষের ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়ায় ছাত্র-শিক্ষক মহলে।

শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা রক্ষা এবং নিরাপত্তা নিয়ে ফের বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হলো। ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থার দাবি তুলেছেন ওয়াকিবহাল মহল।

গীতাপাঠ থেকে গুন্ডাদমন, কড়া সুর মুখ্যমন্ত্রীর

'আর ভয় নেই সাধু-সন্তদের'

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে এখন সময় বদলেছে। তাই ধর্মীয় আচার পালন বা সনাতন ধর্মের প্রচার করার জন্য সাধু-সন্তদের আর ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। তাঁদের অপমান কিংবা ভয় দেখানোর চেষ্টা হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রবিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ১১ হাজার কণ্ঠে গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে গিয়ে এই ভাষাতেই বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

রবিবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গীতাপাঠ, গীতা বিতরণ, হনুমান চালিশা পাঠ কিংবা শঙ্খ, মৃদঙ্গ, খঞ্জনি বাজিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার ক্ষেত্রে কাউকে ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, এখন মন খুলে গীতাপাঠ করুন, গীতা বিতরণ করুন। হনুমান চালিশা পাঠ করুন, শাখ, মৃদঙ্গ, খঞ্জনি বাজান, হরেকৃষ্ণ বলুন। কোনও ভয় নেই। মৌসমও বদলে গিয়েছে, জমানাও বদলে গিয়েছে।

এদিন রাজ্যে সাধু-সন্তদের নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্কের কথাও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। বাগেশ্বর ধামের অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রীর ছবি পোড়ানোর ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের কথা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য, সনাতন ধর্মের প্রচার করা স্বাধীন দেশে যে কোনও সাধু-সন্তের অধিকার। কারও তাঁদের মতামত, বিচার পছন্দ না হলে তিনি তা গ্রহণ করবেন না। কিন্তু কোনও সাধুকে অপমান বা ভয় দেখানোর অধিকার কারও নেই। এমন ঘটনা ঘটলে জেলে যেতে হবে বলেও এদিন স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী।

রবিবারের অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যের শেষে গীতার একটি অধ্যায়ও পাঠ করেন শুভেন্দু। পাশাপাশি আগামী ২৯ ডিসেম্বর কলকাতায় আরও বড় আকারে গীতাপাঠের ঘোষণা করেন তিনি। ওই দিন ১০ লক্ষ মানুষের কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের অনুষ্ঠানে সঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতকে প্রধান অতিথি হিসেবে আনার চেষ্টা করা হবে বলেও জানান তিনি।

রবিবার নিজের বক্তব্যে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সাধু-সন্তদের নিরাপত্তার বিষয়টিই সামনে রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে বিজেপি সরকারের ধর্মীয় পরিচয় নিয়েও স্পষ্ট বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, টিকা, শিখা, ধুতি, তুলসির সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। গো মাতাকে রক্ষা করার সরকার ক্ষমতায়। সাধু-সন্তদের উদ্দেশে তাঁর আবেদন, ভয় না-পেয়ে সবাইকে এক থাকতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ 'গুন্ডাদমন বিল' রাষ্ট্রপতি ফেরত পাঠিয়েছেন, এমন প্রচারকে রবিবার সরাসরি খারিজ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

'এখন মমতার বন্ধু সিপিএম'

হতাশায় গুজব এসআইআরে, তির মুখ্যমন্ত্রীর

■ রাজ্যের এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিরোধীদের লাগাতার প্রশ্নের মুখে রবিবার সরাসরি রাজনৈতিক পালটা আক্রমণে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, বিধানসভা ভোটে পরাজয়ের পর বিরোধী শিবিরের রাজনৈতিক হতাশাই এখন ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরির কারণ। একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে 'একক সিদ্ধান্ত' হিসেবে দেখানোর চেষ্টাও এদিন খারিজ করে দেন তিনি।

রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলায় পরাজয়ের পর বিরোধী দলগুলি হতাশা থেকে এসআইআর নিয়ে গুজব ছড়াচ্ছে। তাঁর যুক্তি, কমিশনের সাম্প্রতিক অবস্থানেই স্পষ্ট যে এসআইআর সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত তিন নির্বাচন কমিশনারের সম্মতিতেই নেওয়া হয়েছে। ২৬ সেপ্টেম্বরের বৈঠকের পর কমিশনও জানিয়েছে, এসআইআর সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং নির্বাচন কমিশনার এসএস সান্ধু ও বিবেক যোশীর অনুমোদনেই নেওয়া হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিরোধীদের সরব হওয়ার পরিস্থিতির মধ্যে রবিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সিপিএমকে একই নিশানায় বিদ্ধ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শ্রীরামপুরে মমতার সভায় 'আজাদি' স্লোগান এবং এসআইআর প্রশ্নে সিপিএমের সঙ্গে তৃণমূলের সমান্তরাল অবস্থান, এই দুই প্রসঙ্গ নিয়েই রবিবার রাজনৈতিক আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, যে সিপিএমকে সরিয়েই একসময় রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছিল, এখন সেই বামেদের সঙ্গেই মমতার শিবির এখন যোগাযোগ করছে। এই প্রসঙ্গে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন সেই সিপিএমেরই হাত ধরেছে মমতা তৃণমূল। এখন সেই মমতার বন্ধু হয়েছে সিপিএম। সিপিএম-তৃণমূলের ভালোবাসা। মমতার সঙ্গে হাত ধরেছে সিপিএম-কংগ্রেসও।

এসআইআর নিয়ে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির মমতাকে চিঠি দেওয়ার ঘটনাকেও এই রাজনৈতিক সমীকরণের সঙ্গেই দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে আপত্তি ও বিরোধিতাকে সামনে রেখে বিরোধী দলগুলি পরস্পরের কাছাকাছি আসার সুযোগ খুঁজছে। শ্রীরামপুরে শনিবারের সভায় মমতার মুখে 'আজাদি' স্লোগান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর বক্তব্য, ওই স্লোগান এবং এসআইআর-বিরোধী অবস্থানকে একসঙ্গে দেখলে তৃণমূলের রাজনৈতিক অবস্থানে পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সিপিএমকে আক্রমণ করতে গিয়ে বিজেপি যে 'টুকরে টুকরে গ্যাং' শব্দবন্ধ ব্যবহার করে, সেই ভাষাই এদিন মমতার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পাশাপাশি তিনি বামেদের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও কটাক্ষ করেন।

২০১১ সালের পর একের পর এক নির্বাচনে সিপিএমের পরাজয়ের প্রসঙ্গ তুলে তাঁর দাবি, বামেরা কার্যত প্রান্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। অন্য দিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরও সাম্প্রতিক নির্বাচনী পরাজয়ের পরে রাজনৈতিক পরিচয় ও সংগঠন নিয়ে নতুন বিরল পরিস্থিতির মুখে পড়েছে বলে দাবি করেন তিনি। ফলে এসআইআর এখন শুধু ভোটার তালিকা সংশোধন করার প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ নেই, রাজ্যের বিরোধী রাজনীতির দলগুলোর রাজনীতির নতুন বিতর্কের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

শনিবার শ্রীরামপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাকে তীব্র কটাক্ষ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে মমতার সভায় লোক হওয়ার হিসাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার সেই সভাকে কেন্দ্র করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, সভাস্থলে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত কম। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানের সভাতে ১৫০ জন লোক, পুলিশ ১৭০, সাংবাদিক ৩০০। তাঁর দাবি, সব মিলিয়ে মাঠে প্রায় ৫০০ জনের মতো মানুষ ছিলেন। সেই হিসাবের মধ্যেই পুলিশ ও সংবাদকর্মীদের বড় অংশ ছিল বলেই দাবি করেন তিনি।

তাঁর দাবি, সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করা মমতা তৃণমূল কংগ্রেস এখন বামেদের সঙ্গে একই সুরে কথা বলছে। এদিন দলের নাম ও প্রতীক পরিবর্তনের প্রসঙ্গও টেনে আনেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, নাম বদলেছে, ঘাসের ওপর জোড়াফুল প্রতীকও বদলেছে এবং দলও একাধিক ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে মানুষের কাছে ওই শিবিরের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

মোদীর 'মনের কথা' জুড়ে সাধারণ মানুষের উদ্যোগ

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর: সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের নীতি থেকে জনগণনায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ, দেশের ঐতিহ্য সংরক্ষণ থেকে স্বচ্ছতা অভিযান, পরিবেশ রক্ষা, নেশামুক্ত যুবসমাজ, খেলাধুলোয় প্রতিভার সন্ধান এবং স্থানীয় পণ্যের প্রসার, একাধিক বিষয় নিয়ে দেশবাসীর সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার 'মন কি বাতে'র ১৩৮তম পর্বে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের উদ্যোগের কথা তুলে ধরে আগামী প্রজন্মের জন্য দায়িত্বশীল নাগরিক অংশগ্রহণের আহ্বানও জানান তিনি।

পর্বের শুরুতেই আসে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের দশ বছর পূর্তির প্রসঙ্গ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৬ সালের ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতীয় সেনার সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিতে অভিযান সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। বালাকোটের বিমান হামলা থেকে 'অপারেশন সিঁদুর';পর পর বিভিন্ন অভিযানের উল্লেখ করে মোদী বলেন, সন্ত্রাসের জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারত তার অবস্থান স্পষ্ট করেছে। ২০০৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লির ধারাবাহিক বিস্ফোরণ এবং ২৬/১১ মুম্বই হামলার কথাও স্মরণ করেন তিনি। একই সঙ্গে ৯/১১ হামলার ২৫ বছর পূর্তির কথা তুলে ধরে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান প্রধানমন্ত্রী।

এর পরেই জনগণনা। মোদীর বক্তব্য অনুযায়ী, দেশের অধিকাংশ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জনগণনার প্রথম ধাপ প্রায় শেষ হয়েছে। ৩২ কোটির বেশি পরিবারের তথ্য নথিবদ্ধ হয়েছে। দুর্গম লাদাখ, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং উত্তরাখণ্ডেও কাজ চলছে। উত্তরাখণ্ডের মানা গ্রাম থেকে জনগণনা শুরু এবং সেখানে ৮৩ বছরের পূর্ণিমা রাওয়াতের তথ্য নথিবদ্ধ হওয়ার ঘটনাও উল্লেখ করেন তিনি।

ডিজিটাল স্ব-গণনার সুযোগের কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী। মোবাইল ফোন থেকেই পরিবারের তথ্য দেওয়া সম্ভব এবং প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে বিশেষ পরিচয়পত্র পাওয়ার কথাও বলেন তিনি। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যে ২ কোটি ৬০ লক্ষের বেশি মানুষ এই পদ্ধতিতে নিজেদের তথ্য নথিবদ্ধ করেছেন। জনগণনাকে কেবল সরকারি প্রক্রিয়া নয়, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে দেখার আহ্বান জানিয়ে সকলকে এতে অংশ নেওয়ার আবেদন করেন মোদী।

এদিনই প্রয়াত বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতা অশোক সিংহলের জন্মশতবর্ষ। তাঁকে স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯২৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর আগ্রায় জন্ম নেওয়া সিংহল রামজন্মভূমি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। একই সঙ্গে সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর কাজের কথাও তুলে ধরেন তিনি। সমৃদ্ধ পরিবারে জন্ম, পরিবারের সদস্যদের উচ্চপদে থাকা এবং নিজে আইআইটি-বিএইচইউর ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও সিংহল সমাজ ও সংস্কৃতির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রসঙ্গে আসে সোমনাথ ও মোতেরার ইতিহাস। মোদীর বক্তব্য অনুযায়ী, ১০২৬ সালে মাহমুদ গজনীর আক্রমণে সোমনাথ মন্দির ধ্বংসের পাশাপাশি মোতেরার সূর্য মন্দিরও আক্রান্ত হয়েছিল। তার আগে ১০২৫ সালে রাজা প্রথম ভীমদেব মোতেরার সূর্য মন্দির নির্মাণ করেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে সেটি পুনর্নির্মাণ করা হয়। আলাউদ্দিন খিলজির আক্রমণের প্রসঙ্গও তোলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, বহু আক্রমণ ও ধ্বংসের পরেও ভারতের ঐতিহ্য বার বার ফিরে এসেছে।

আজকের মোতেরার পরিবর্তিত চেহারার কথাও বলেন তিনি। সৌরশক্তিনির্ভর 'সোলার ভিলেজ' হিসেবে মোতেরার পরিচিতি এবং পর্যটনের প্রসারে সেখানে নৃত্য মহোৎসব-সহ নানা উদ্যোগের উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। ইতিহাসের স্মৃতি, স্থানীয় সংস্কৃতি এবং আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে কী ভাবে একটি জায়গা নতুন পরিচয় পেতে পারে, সেই দিকটিও তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে।

অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগের প্রসঙ্গে তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লীর মনপপাড়াইয়ের একটি উদ্যোগের কথা বলেন মোদী। তামিল স্টাডিজের সঙ্গে যুক্ত এ সেলভারাজ এক ছাত্রের কাছ থেকে প্রাচীন মূর্তির সন্ধান পাওয়ার পর মাঠপর্যায়ে অনুসন্ধান শুরু করেন। পরে বিভিন্ন জায়গায় মূর্তি ও প্রাচীন মন্দিরের সন্ধান মেলে। দেশের অন্যত্রও স্থানীয় ইতিহাস, পুরাকীর্তি ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন খুঁজে বের করার মতো উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

শুভেন্দুর মৃত্যুকামনা করে বিতর্কে হুমায়ুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজনীতির ন্যূনতম শিষ্টাচার ও সৌজন্যের সমস্ত সীমা অতিক্রম করলেন 'আমজনতা উন্নয়ন পার্টি'র প্রতিষ্ঠাতা তথা বিতর্কিত বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর অকালমৃত্যু কামনা করে বিস্ফোরক ও কুরুচিকর মন্তব্য করে বসলেন তিনি। রবিবার আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে সমস্ত রাজনৈতিক শালীনতা বিসর্জন দিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে চরম অভিশাপ বর্ষণ করেন হুমায়ুন। তিনি বলেন, শুভেন্দু যাতে দ্রুত এই ধরাধানাম থেকে বিদায় নেন, তার জন্য তিনি ওপরওয়ালার কাছে বিশেষ 'দোয়া' প্রার্থনা করবেন। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে চরম আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে এবং বিধায়কের বিরুদ্ধে বহরমপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ অর্থাত এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। প্রশাসনিক প্রধান কিংবা শাসকদলকে নিশানা করা হুমায়ুনের ক্ষেত্রে কোনো নতুন ঘটনা নয়। অতীতেও নিজ এলাকা রেজিনগর বা নওদায় মুখ্যমন্ত্রী পা রাখলে তাঁকে 'উচিত শিক্ষা' দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন তিনি। এমনকি পুলিশ প্রশাসনকে তোয়াক্কা না-করার হুঙ্কার দিয়ে একাধিকবার শিরোনামে এসেছেন। তবে রোববারের সাংবাদিক বৈঠকে ক্ষোভ উগরে দিতে গিয়ে তিনি যে ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন, তাকে নজিরবিহীন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দায়ের এফআইআর

মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ করে হুমায়ুন দাবি করেন, পদে বসার পর থেকেই শুভেন্দু নিজেকে সর্বেসর্বা ভাবছেন এবং রাজ্যে সংখ্যালঘুদের ওপর ক্রমাগত অত্যাচার চালানো হচ্ছে। বিধায়কের কথায়, 'ক্ষমতায় বসে উনি চরম অহংকারী হয়ে উঠেছেন। আল্লাহর কাছে দোয়া চাইব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওঁর যেন ওপরে যাওয়ার টিকিট কেটে দেওয়া হয়। অহঙ্কারের পতন নিশ্চিত, এই পৃথিবী ছেড়ে ওঁর যেতেই হবে।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **Bulti Bera** W/o Narayan Chandra Bera resident at Hariharpur, P.O.-Lokepith, P.S.-Sabang, Dist.-Paschim Medinipur, Pin-721144 hence by declare vide affidavit no.-18284, dt.-18.07.26 before the court of 1st class judicial Magistrate, Paschim Medinipur that I was legally married wife of **Tapas Pandit,** and used My name every where as **Bulti Pandit**. After death of my husband **Tapas Pandit**, I remarry with **Narayan Chandra Bera**. I want to use my name **Bulti Bera w/o Narayan Chandra Bera** and my minor son's name **Krishna Kanta Bera** in his all documents and minor son surname **Pandit** to **Bera**. **Krishna Kanta Bera S/o Narayan Chandra Bera** and **Krishna Kanta Pandit S/o Tapas Pandit** is one & same identical person i.e. my minor son.

আমি ক্রেতা শ্রীমতী শুভ্রা সিংহ, স্বামী- শ্রী দীলিপ সিংহ, আর.কে. ব্যানার্জ্জী সরনী, গ্রীন পার্ক, পোঃ- মানকুন্ডু, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী। আমরা বিক্রেতা ১) অসীম চন্দ্র খাঁ, ২) পিতা- কার্ত্তিক চন্দ্র খাঁ, শ্রীমত্যা হেনা সাহা, স্বামী- দীপক সাহা, ৩) শ্রীমতী মিতা খাঁ সাহা, স্বামী- ডাঃ মধুসূদন সাহা, ৪) শ্রীমত্যা রীতা সাহা, স্বামী- সমীর কুমার সাহা, ৫) শ্রীমত্যা পদ্মা সাহা, স্বামী- বুদ্ধদেব সাহা-র নিকট হইতে ৭২১৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে ০৯.০৬.২০২২ তারিখে শ্রী সঞ্জীব ব্যানার্জ্জী আমমোক্তার গ্রহীতা ডিস্ট্রিক্ট সাবরেজিস্ট্রি ১ হুগলী আমমোক্তার লইয়াছিলেন। উক্ত আমমোক্তার গ্রহীতার নিকট হইতে মানকুন্ডু মৌজার হাল ৮৯১ দাগে হাল-৭৫৭৪, ৭৫৭৫, ৭৫৭৬, ৭৫৭৭, ৭৫৭৮ খতিয়ানে আমি শুভ্রা সিংহ ১ কাঠা ৯ ছটাক ১১ বর্গফুট সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি। উক্ত আমমোক্তার নিয়ে যদি কারোর কোনও আপত্তি থাকে তাহা হইলে ৩০ দিনের মধ্যে খলিসানী (মানকুন্ডু) বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে সত্বর যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ইহা ঘোষনা করা হইতেছে যে, ১। রেখা রানী ঘোষ, স্বামী-মৃত সুধাংশু কুমার ঘোষ, ২। চিন্তা ঘোষ, পিতা-বটকৃষ্ণ ঘোষ, ৩। রাজলক্ষ্মী ঘোষ, স্বামী-শুভজিৎ পাত্র, এদের দ্বারা নিযুক্তীয় আমমোক্তার, শ্রী তরুন ঘোষ, পিতা-মৃত সুধাংশু কুমার ঘোষ, ধর্ম-হিন্দু, ভারতীয় নাগরিক, সকলের পেশা ব্যবসা, সাং-আর. কে. ব্যানার্জী সরনী, পোষ্ট-মানকুন্ডু, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১৩৯, পক্ষে ২০২১ সালের ০৯-এ আগস্ট, অতিরিক্ত জেলা সাবরেজিস্ট্রি অফিস চন্দননগর হইতে আমমোক্তার দলিলটি দলিল নং I-২৩০৫/ ২০২১, SL-২৪৭৫/ ২১ রেজিস্ট্রিকৃত হয়। পরবর্তীতে উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তিটি ইং ১৭/ ০৭/ ২০২৬ তারিখে ডিস্ট্রিক্ট সাবরেজিস্ট্রী অফিস চুঁচুড়া, (ডিএসআর-১) হইতে রেজিস্ট্রিকৃত দলিল মূলে বিক্রি হয়। নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তিটি বর্তমান ক্রেতা তাহার নামে রেকর্ড করার জন্য সিঙ্গুর (খলিসানী) বি.এল. অ্যান্ড. এল.আর.ও. অফিসে একটি মিউটেশন কেস ফাইল করার জন্য অবগত করা হচ্ছে। ইহাতে কারও কোনও অভিযোগ বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগামী এক মাসের মধ্যে উক্ত অফিসে উপযুক্ত প্রমাণাদি সহ আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য সম্পাদন হইবে।

তপশীল ঃ হাল দাগ নম্বর-১৩৯৭, হাল খতিয়ান নং-১৫০৯, জমির পরিমাপ-১০ কাঠা ০৩ ছটাক ০০বর্গফুট, মৌজা-মানকুন্ডু, থানা-ভদ্রেশ্বর।

আপনার বিশ্বাসভাজন
শ্রীজিতা পাল
অ্যাডভোকেট
জেলা জজ আদালত, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল অরিন্দম মহাপাত্র, পিতা- অশোক কুমার মহাপাত্র, নিম্নে বর্ণিত তফসিলভুক্ত সম্পত্তিটি সম্পূর্ণভাবে আমার মক্কেলের বৈধ মালিকানাধীন ও স্বত্বাধিকারী সম্পত্তি। উক্ত সম্পত্তিতে অন্য কোনো ব্যক্তির কোনো প্রকার বৈধ অধিকার, স্বত্ব বা মালিকানা নাই। বিগত এল.আর (LR) সেটেলমেন্ট রেকর্ডে অসাবধানতাবশত বা ভুলবশত মিহির টুডু পিতা - লক্ষণ টুডু, মিতালি টুডু, পিতা - লক্ষণ টুডু ও লক্ষী টুডু, স্বামী - লক্ষণ টুডু - এর নাম মন্তব্য কলামে "জোর দখল" হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উক্ত ব্যাক্তিগন কখনই এই সম্পত্তির মালিক ছিলেন না এবং বর্তমানেও তাহার কোনো প্রকার বাস্তব দখল বা স্বত্ব এই জমিতে নাই। উক্ত ভুল রেকর্ড সংশোধনের জন্য এবং খতিয়ান হইতে উক্ত অবৈধ "জোর দখল" লেখাটি বা নাম কর্তন করার জন্য আমার মক্কেল সংশ্লিষ্ট ভূমি রাজস্ব আদালতে (BL&LRO) মিস কেস (Misc Case) দায়ের করিয়াছি। অতএব, এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে এবং ভূমি প্রশাসনকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, উক্ত খতিয়ানের মন্তব্য কলাম হইতে উক্ত অবৈধ জোর দখল সংক্রান্ত মন্তব্যটি সম্পূর্ণভাবে কর্তন বা সংশোধন করা হউক। এই বিষয়ে কাহারও কোনো প্রকার বৈধ আপত্তি থাকিলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট বা সংশ্লিষ্ট আদালতে যোগাযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইলো। অন্যথায়, আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।

পশ্চিম মেদিনীপুর, কুইকোটা, জে. এল. নং: ১৬৯, খতিয়ান নং: ২৮৭০, দাগ নং: ২৮০, জমির পরিমাণ: ০.০৫ একর, জমির শ্রেণী: বাস্ত

Avijit Kar (Advocate)
Calcutta High Court & District Court

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন

সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র

সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,

সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি

প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,

নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম

অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ

শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

কৃষিজমিতে বেআইনি নির্মাণে বড় স্বস্তি, 'পোস্ট ফ্যাক্টো কনভার্সন' নিয়ে এল নবান্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অনুমতি ছাড়া কৃষিজমিতে বাড়ি বা কারখানা তৈরি করে যারা আইনি জটিলতায় ফেঁসেছিলেন, তাদের জন্য বড়সড় স্বস্তির খবর নিয়ে এল রাজ্য সরকার। সরকারি অনুমতির তোয়াক্কা না করে শালি বা কৃষিজমিতে গড়ে ওঠা হাজার হাজার নির্মাণকে আইনি স্বীকৃতি দিতে নবান্ন চালু করছে 'পোস্ট ফ্যাক্টো কনভার্সন' বা ভূতাপেক্ষ জমি রূপান্তর নীতি। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে একটি খসড়া নির্দেশিকা জারি করে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর। প্রশাসন সূত্রে খবর, ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত হওয়া এই ধরনের সমস্ত নির্মাণের ক্ষেত্রে এই বিশেষ ছাড় মিলবে। এতদিন নিয়ম মেনে আগে জমির চরিত্র বদল (বাস্তু) না করে বহুতল বা বাড়ি বানিয়ে ফেলার দরুণ সম্পত্তি কেনাবেচায় চরম সমস্যা হচ্ছিল। সরকারি খাতায় জমি 'কৃষি' হিসেবে থেকে যাওয়ায় পাওয়া যাচ্ছিল না ব্যাঙ্ক ঋণও। সরকারের এই নতুন পদক্ষেপে শহরতলি ও পঞ্চায়েত এলাকার লক্ষাধিক মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন। নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে সহজেই অনলাইনের মাধ্যমে জমির চরিত্র বদল করে আইনি জট কাটানো যাবে। যদিও কৃষিজমির ক্ষেত্রে নিয়মে নজিরবিহীন শিথিলতা আনা হলেও, পুকুর বা জলাশয় বোজানোর ক্ষেত্রে নবান্ন জিরো টলারেন্স নীতি বজায় রাখছে। প্রশাসন স্পষ্ট জানিয়েছে, জলাশয় বুজিয়ে কোনো নির্মাণ করা হলে তাকে কোনোভাবেই এই ছাড়ের আওতায় আনা হবে না। ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী, একমাত্র ১৯৮৫ সালের আগে কোনো পুকুর বোজানো হয়েছে, এমন অকাট্য প্রমাণ মিললে তবেই চরিত্র বদলের কথা ভাবা হবে, অন্যথায় নয়। খসড়া নির্দেশিকাটি প্রকাশের পর ১৫ দিনের মধ্যে জনমত ও ওয়াকিবহাল মহলের মতামত চাওয়া হয়েছে। সব ঠিক থাকলে আগামী অক্টোবর মাসের শুরুতেই এই সংক্রান্ত চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হতে পারে বলেই নবান্ন সূত্রে খবর। এর ফলে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি যেমন কমবে, তেমনই সরকারের ঘরেও বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় হবে।

হাওড়া-বালির নিকাশি ব্যবস্থা বদলাতে ৪৭০২ কোটির প্রকল্পে দিল্লির অনুমোদনের অপেক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বর্ষার জল নামতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়, হাওড়া ও বালির বিস্তীর্ণ এলাকায় এটাই বিগত দশকের পর দশকের চিত্র। কোথাও রাস্তা ডোবে, আবার কোথাও নর্দমা উপচে জল ঢোকে বসতিতে। দীর্ঘদিনের এই সমস্যা মেটাতে এবার প্রায় ৪৭০২ কোটি টাকার নিকাশি পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পের প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরি হয়ে গেছে বলেই সূত্রের খবর। রাজ্য মন্ত্রিসভার অনুমোদন দেওয়ার পরে চূড়ান্ত ছাড়পত্রের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের অর্থনৈতিক বিষয়ক দপ্তরে। এই প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় আসবে হাওড়া পুরনিগম ও বালি পুরসভা মিলিয়ে প্রায় ৬৭ বর্গকিলোমিটার এলাকা। এই প্রকল্পের খরচের প্রায় ৭০ শতাংশ ঋণ হিসেবে দেওয়ার কথা এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের। বাকি ৩০ শতাংশ বহন করবে রাজ্য সরকার। বিদেশি ঋণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অনুমোদন প্রয়োজন আছে বলেই এখন দিল্লির ছাড়পত্রের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাজ্য।

পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধীন কেএমডিএ প্রকল্পটির প্রাথমিক পরিকল্পনা তৈরি করেছে। পাশাপাশি বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরির কাজও চলছে। প্রশাসনের এক আধিকারিকের কথায়, হাওড়া পুরনিগম এবং বালি পুরসভা এলাকার সামগ্রিক পরিকাঠামোর কথা মাথায় রেখেই এই প্রকল্পটি সাজানো হয়েছে। এটি মোট ৬৭ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে কার্যকর হবে এবং খরচ ধরা হয়েছে ৪৭০২ কোটি টাকা।

এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য খোলা নর্দমার উপর নির্ভরতা কমানো। এই নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, নতুন করে ১৬টি নিকাশি পাম্পিং স্টেশন তৈরি হবে। পুরনো পাম্পিং স্টেশনগুলির জল বার করার ক্ষমতাও বাড়ানো হবে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ খালগুলিতে সংস্কার ও পলি তোলার কাজ হবে। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন সংলগ্ন নাজিরগঞ্জে একটি ক্যানাল পাম্পিং স্টেশন তৈরির প্রস্তাবও এই প্রকল্পে দেওয়া হয়েছে।

শুধু নর্দমা বা পাম্পিং স্টেশন নয়, জল ধরে রাখার পরিকাঠামোকেও প্রকল্পে যুক্ত করা হয়েছে। ভরাট বা জলধারণ ক্ষমতা হারানো স্থানীয় জলাশয় চিহ্নিত করে সেগুলি সংস্কারের পরিকল্পনা করা হবে। ফলে ভারী বৃষ্টির সময়ে নিকাশি ব্যবস্থার উপর চাপ কিছুটা কমানো যাবে বলে মনে করছে প্রশাসন। এই প্রসঙ্গে কেএমডিএ-র এক ইঞ্জিনিয়ার বলেন, এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এই দুই অঞ্চলের গোটা নিকাশি নেটওয়ার্কই ভূগর্ভস্থ বা ঢাকা ব্যবস্থার আওতায় চলে আসবে। প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঁচ বছরে নির্মাণপর্ব শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর পরে আরও দু'বছর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাখা হবে। অর্থাৎ, দিল্লির অনুমোদন পাওয়া গেলেই হাওড়া-বালির বর্ষাকালীন জলযন্ত্রণা মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের পথে এগিয়ে যেতে চাইছে রাজ্য।

সুতিতে উদ্ধার বিপুল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ, গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: **গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ উদ্ধার করল সুতি থানার পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে সুতির চাঁদেরমোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে প্রায় তিনশো বোতল কাশির সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়।**

রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাতে সন্দেহজনকভাবে এক যুবক একটি বাইক নিয়ে ঘোরাফেরা করার সময় পুলিশ তাকে আটকায়। এরপর তার বাইকে তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে আসে লুকিয়ে রাখা কাশির সিরাপের বোতলগুলি। ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় মিতুল শেখ নামে ওই যুবককে। তার বাড়ি সুতির গোপালগঞ্জ এলাকায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এলাকায় বেআইনিভাবে মাদক বিক্রির উদ্দেশ্যে বা সীমান্তে পাচারের জন্য এই বিপুল পরিমাণ কাশির সিরাপ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এর সঙ্গে আর কারা যুক্ত, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত করছে পুলিশ।

সবুজ সঙ্কেত পাওয়া গেলে ৩ মাসেই টেট পরীক্ষা নিতে প্রস্তুত প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকারের অনুমতি পাওয়া গেলে আগামী তিন মাসের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের টেট পরীক্ষার আয়োজন করতে প্রস্তুত পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। স্কুলশিক্ষা দপ্তরকে সম্প্রতি চিঠি দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে পর্ষদ। বিকাশ ভবন সূত্রে এই খবর জানা যাচ্ছে।

টেট আয়োজনের সম্ভাব্য সময় এবং প্রস্তুতি সম্পর্কে স্কুলশিক্ষা দপ্তর পর্ষদের কাছে জানতে চেয়েছিল। তার জবাবে পর্ষদ জানায়, পরীক্ষা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি তাদের আছে। রাজ্য সরকার অনুমোদন দিলেই তিন মাসের মধ্যে এই পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব।

রাজ্যে কর্মরত বহু শিক্ষক এখনও টেট পাশ করেননি। তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেওয়ার পর নতুন করে এই বিষয়টি সামনে আসে। ২০২৫ সালের একটি রায়ে শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্মরত শিক্ষকদের টেট উত্তীর্ণ হতে হবে। তবে যাঁদের অবসরের সময়সীমা পাঁচ বছর বা তার কম, তাঁদের ক্ষেত্রে ছাড়ের কথা বলা হয়েছিল। পরে সেই সময়সীমা ২০২৮ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

সূত্রের খবর, দেশে প্রায় ২০ লক্ষ কর্মরত শিক্ষক এখনও টেট উত্তীর্ণ নন। পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা ৯০ হাজারের বেশি। ফলে রাজ্যের বহু শিক্ষকের চাকরি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গে টেট নিয়ে বেশ কিছু আইনি জটিলতাও আছে। শিক্ষকদের একাংশের বক্তব্য, ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইন এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা পরিষদের নিয়ম কার্যকর হওয়ার আগে যাঁরা শিক্ষক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের নতুন করে টেটের আওতায় আনা উচিত নয়। রাজ্যে ২০১১ সালের জুলাই থেকে শিক্ষকতার যোগ্যতার ক্ষেত্রে টেট বাধ্যতামূলক করা হয়।

এই কারণে তার আগে নিযুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কীভাবে কার্যকর হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। যদিও বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে রায় পুনর্বিবেচনার আবেদনও করে। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনও কেন্দ্রের কাছে আইন সংশোধনের দাবি জানায়।

এর মধ্যেই স্কুলশিক্ষা দপ্তর প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাছে টেট-সহ বিভিন্ন পরীক্ষার প্রস্তুতি ও সম্ভাব্য সময়সীমা জানতে চায়। পর্ষদের জবাবেই স্পষ্ট হয়, সরকার অনুমোদন দিলে তিন মাসের মধ্যে প্রাথমিকের টেট পরীক্ষা নেওয়ার মতো প্রস্তুতি আছে তাদের।

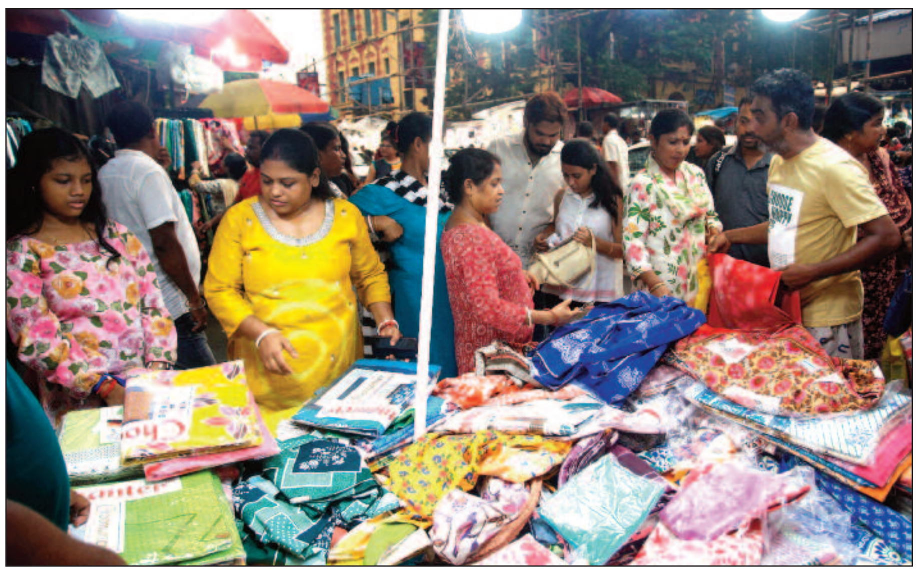

রবিবারে হাতিবাগানে পুজোর মার্কেটিংয়ে ভিড়। ছবি: অদিতি সাহা

সরকারি টাকায় মহাকাল মন্দির নয়, ১৭ একর জমিতে 'মহাকাল যোগকেন্দ্রের' ভাবনা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের উত্তরবঙ্গের মাটিগাড়ায় প্রস্তাবিত মহাকাল মন্দিরের প্রকল্প থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে রাজ্য সরকার। তার বদলে লদী টাউনশিপ এলাকায় নির্ধারিত প্রায় ১৭.৪১ একর জমিতে 'মহাকাল যোগকেন্দ্র' তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলেই নবান্ন সূত্রের খবর। অর্থাৎ আগের প্রকল্পের জমি থাকলেও তার চরিত্র বদল করা হচ্ছে। একই সঙ্গে দুর্গাঙ্গন প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গের মাটিগাড়ায় মহাকাল মন্দির নির্মাণের ঘোষণা করেছিলেন। ১৭.৪০ একর জমিতে সেই প্রকল্প হওয়ার কথা ছিল। নতুন সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ওই জমিতে মন্দির নির্মাণের প্রস্তাব আর এগোচ্ছে না। এক্ষেত্রে রাজ্যের যুক্তি, সরকারি অর্থে ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণের পথে তারা যেতে চায় না।

এই প্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের বক্তব্যেও সেই অবস্থানকে স্পষ্ট করল। তিনি বলেন, সরকার তার সরকারি তহবিলে কোনওভাবেই কোনও মন্দির-মসজিদ বানাতে পারে না। সেই জায়গা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, উত্তরবঙ্গে যে জমিতে মহাকাল মন্দির হওয়ার কথা ছিল, সেটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না।

তবে প্রকল্পটি পুরোপুরি বাতিল না করে তার রূপরেখা বদলানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। নবান্নের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, সেখানে যোগচর্চা ও আয়ুষ চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ভাবনা চিন্তা করছে সরকার। তাঁর কথায়, এই রাজ্যে যোগচর্চার দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। সেই ঐতিহ্যকে সামনে রেখে 'মহাকাল যোগকেন্দ্র' গড়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। আর সেই প্রস্তাবিত কেন্দ্রে শিবের মূর্তিও রাখার কথা ভাবা হচ্ছে। প্রশাসনের ব্যাখ্যা, যোগচর্চার সঙ্গে শিবের ঐতিহ্যগত সম্পর্ক রয়েছে। যদিও প্রকল্পের চূড়ান্ত রূপরেখা এখনও মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করছে। তবে এই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে রাজ্যের নতুন আয়ুষ দপ্তর। মন্ত্রিসভায় আলাদা আয়ুষ দপ্তর গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেই নবান্ন সূত্রের খবর। সেই দপ্তরের অধীনেই যোগকেন্দ্রটি তৈরি করা হতে পারে। প্রয়োজন হলে এইক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের সাহায্য নেওয়া হতে পারে। ফলে প্রকল্পের অর্থায়নে কেন্দ্রের অংশগ্রহণের সম্ভাবনাও থাকছে বলেই সূত্রের খবর।

যদিও দক্ষিণবঙ্গে রাজারহাট নিউটাউন এলাকাতে আগের সরকারের ঘোষিত দুর্গাঙ্গন প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মন্ত্রী আনন্দময় বর্মন কোনও মন্তব্য করেননি। ফলে মাটিগাড়ার প্রকল্পের রূপ বদলের পর দুর্গাঙ্গনের ক্ষেত্রেও একই নীতি নেওয়া হবে কি না, এখন তার দিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

সাগরদিঘিতে উদ্ধার বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: মুর্শিদাবাদ জেলায় বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে ফের সাফল্য পেল মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘি থানার পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে সাগরদিঘির মণিগ্রাম এলাকায় অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তির নাম রুহুল আমিন। তার বাড়ি স্থানীয় ডিহিপাড়া এলাকায়। শনিবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মণিগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ তল্লাশি অভিযান শুরু করে সাগরদিঘি থানার পুলিশ। অভিযান চলাকালীন এলাকায় এক ব্যক্তির সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করেন কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা। ওই ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি চালাতেই তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র। বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় ঘটনাস্থল থেকেই তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ধৃত রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে সাগরদিঘি থানার পুলিশ। এই অস্ত্র সে কোথা থেকে পেল এবং কী উদ্দেশ্যে তা সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিল, জানতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

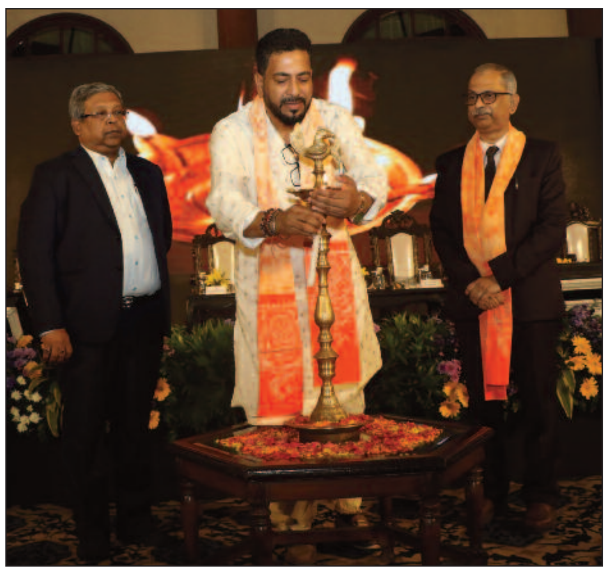

তাজ বেঙ্গলে অনুষ্ঠিত ট্যুরিজম ইনভেস্টার্স মিটের উদ্বোধন করলেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ।

'কেয়ার অফ এ জার্নি'তে দেবজ্যোতির সুরে 'দক্ষিণ খোলা জানলা'র আবেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী মাসের ২ তারিখ মুক্তি পাচ্ছে প্রতীক সরকার পরিচালিত ছবি 'কেয়ার অফ এ জার্নি'। এক শিশুর বাবার খোঁজে গ্রাম থেকে শহরে আসার গল্প এই ছবি। সঙ্গীত পরিচালনায় দেবজ্যোতি মিশ্র। অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'আলো পথে এ শহর' গানে শোনা যায় 'আমার দক্ষিণ খোলা জানলা'র আবেশ। গানটির মহিলা সংস্করণ গেয়েছেন রূপূর্ণা ভট্টাচার্য। রাজীব চক্রবর্তীর লেখায় রয়েছে দেবজ্যোতির সংযোজনও। পরাগ বরণ পাল গেয়েছেন অন্য গানগুলি। অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়ের কথায় উঠে এসেছে গ্রামজীবনের নানা মুহূর্ত। 'ও বন্ধু কোথায় গেলি' গানে লোকগানের ঢং, রূপঙ্কর ও সোনাক্ষী করের গানে রয়েছে ভালোবাসার ছোঁয়া। কথায় তন্ময় চ্যাটার্জি। ছবির প্রযোজক ময়ূখ দাস।

আমতলায় যানজট ও জঞ্জালমুক্তির লক্ষ্যে বিষ্ণুপুর থানার বিশেষ অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতলা: দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত যানজট এবং রাস্তার যত্রতত্র আবর্জনার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অবশেষে বড়সড় পদক্ষেপ নিল বিষ্ণুপুর থানা প্রশাসন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ততম সংযোগস্থল আমতলা ডায়মন্ড হারবার রোডে রবিবার সকাল থেকেই শুরু হয় বিশেষ যানজট নিয়ন্ত্রণ ও জঞ্জাল অপসারণের উচ্ছেদ অভিযান। আসন্ন দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে পথচলতি সাধারণ মানুষ ও নিত্যযাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে প্রশাসনের এই সক্রিয় ভূমিকায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

আমতলা ক্রসিং ও সন্নিহিত ডায়মন্ড হারবার রোডের তীব্র যানজট এবং অবৈধ দখলদারির সমস্যা বহু পুরনো। এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমে বারবার আলোকপাত করা সত্ত্বেও স্থায়ী সমাধানের পথ মিলছিল না। সম্প্রতি রাজ্যে প্রশাসনিক পালাবদলের পর ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ প্রশাসনের তরফে এই সমস্যা নিরসনে বিশেষ তৎপরতা গ্রহণ করা হয়। জেলা পুলিশ সুপার চন্দ্রশেখর বর্ধনের ঐকান্তিক উদ্যোগে এবং জেলাশাসক অবিনাশ কুমার তিওয়ারির উপস্থিতিতে স্থানীয় সমন্বয় অডিটোরিয়ামে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই বৈঠকেই মূলত আসন্ন উৎসবের মরশুমে আমতলার পথঘাট সম্পূর্ণ যানজটমুক্ত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সুশৃঙ্খল রাখার রূপরেখা চূড়ান্ত করা হয়।

প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে সরাসরি মাঠে নামার আগেই বিষ্ণুপুর থানার পক্ষ থেকে এলাকা জুড়ে মাইকিং করে পথচারী ও ব্যবসায়ীদের সচেতন করা হয়। যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই পথ দখলমুক্ত করা যায় এবং কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, সেই বার্তাই পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। এরপরই পূর্বপরিকল্পনা মাফিক রবিবার সকালে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে উচ্ছেদ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযানে নামে প্রশাসন।

এদিনের এই বিশেষ অভিযানে সরাসরি নেতৃত্ব দেন বিষ্ণুপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (আইসি) গৌতম কুমার মিত্র, ডিআইবি আধিকারিক সনৎ কুমার বেরা এবং আমতলা ট্রাফিক গার্ডের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (আইসি) গোপাল চন্দ্র দে। তাঁদের সঙ্গে ছিল বিশাল পুলিশবাহিনী ও ট্রাফিক কর্মীরা। পুলিশের এই উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হন এলাকার উৎসাহী সাধারণ মানুষ এবং একাধিক বিশিষ্ট সমাজসেবীও। রাস্তার দুই ধারে অবৈধভাবে রাখা সামগ্রী, ফুটপাথ দখল করে গড়ে ওঠা অস্থায়ী কাঠামো এবং জমে থাকা আবর্জনা দ্রুত সরিয়ে ফেলা হয়। যৌথ প্রচেষ্টায় রবিবারের এই সার্বিক উচ্ছেদ ও জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে এবং এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখতে আগামী দিনেও এই নজরদারি নিয়মিত বজায় থাকবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১০ আশ্বিন ১৪৩৩, সোমবার

প্রধানমন্ত্রীর ‘মন কি বাত’ দেশের অগ্রগতির এক অনন্য রোডম্যাপ

এক্স হ্যান্ডেলে বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান ‘মন কি বাত’-এর ১৩৮তম পর্ব শোনার পর নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ‘এক্স’ হ্যান্ডেলে বিশেষ বার্তা দেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার কলকাতায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য ও দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে তিনি এই অনুপ্রেরণামূলক পর্বটি শোনেন। এরপরই এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু ও দেশের অগ্রগতির রূপরেখা তুলে ধরেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পোস্টে উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী সীমান্তপাড়ের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অনমনীয় ‘জিরো টলারেন্স’ বা শূন্য-সহনশীলতা নীতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। ২০১৬ সালের ঐতিহাসিক সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ২০১৯ সালের বালাকোট এয়ার স্ট্রাইক থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক ‘অপারেশন সিন্ধুর’, সব ক্ষেত্রেই ‘নতুন ভারত’ স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যেকোনোও আপসহীন ও কঠোর পদক্ষেপ নিতে ভারত প্রস্তুত। এদিনের পর্বে বাংলার সুন্দরবনের লড়াকু নারীদের অবদানের কথা বিশেষভাবে উঠে আসায় গভীর আবেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, সুন্দরবনের প্রতিকূলতাকে জয় করে সেখানকার নারীরা যেভাবে উপকূলীয় ক্ষয় ও ঘূর্ণিঝড় রুখতে ম্যানগ্রোভ রোপণ অভিযান চালাচ্ছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এটি একদিকে যেমন প্রাকৃতিক ঢাল তৈরি করছে, অন্যদিকে নারীদের স্বনির্ভর করে তুলছে, যা দেশের ‘নারী শক্তি’ ও নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে প্রখ্যাত সমাজসেবক প্রয়াত অশোক সিংঘল-এর জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। দেশের সাংস্কৃতিক পুনরুত্থান এবং সমাজসেবায় অশোক সিংঘলের আজীবন আত্মত্যাগ আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে বলে পোস্টে জানান মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে, দেশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও উন্নয়নের রূপরেখা তৈরির জন্য আসন্ন জাতীয় আদমশুমারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে স্মরণ করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। এটি একটি অন্যতম জাতীয় দায়িত্ব এবং শুমারি প্রক্রিয়া সফল করতে দেশের প্রতিটি নাগরিককে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান নিজের এক্স পোস্টে বিশেষ গুরুত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী।

দলের পতাকা হাতে তোলাবাজি করলে গ্রেপ্তার করুন, পুলিশকে বার্তা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর থেকেই তোলাবাজি ও দলবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান বজায় রাখছে রাজ্য বিজেপি। এবার দলের নাম ভাঙিয়ে কারখানায় চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে চরম হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি স্পষ্ট জানান, ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো শ্রমিক সংগঠন নেই। ফলে কেউ যদি দলের পতাকা হাতে নিয়ে কিংবা আবির মেখে কারখানার গেটে তোলাবাজি করতে যায়, তবে পুলিশ যেন তাকে সরাসরি গ্রেপ্তার করে। এভাবেই রাজ্যে রাজ্য বিজেপির নামে যারা তোলাবাজি করছে, তাদের বিরুদ্ধে রাজ্য বিজেপি সভাপতি এই কড়া বার্তা দেন। তিনি অভিযোগ করেন, ডানকুনি ও তার সংলগ্ন বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চলে কিছু মানুষ হঠাৎ করে ‘৪ ঘণ্টার বিজেপি’ সেজে দলের পতাকা নিয়ে ঘুরছে এবং বিভিন্ন কারখানায় গিয়ে কুকীর্তি চালাচ্ছে। শমীক ভট্টাচার্য সাফ জানান, এই সব সমাজবিরোধী মানুষের সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির দূর-দূরান্তের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রশাসনের দায়িত্ব মনে করিয়ে দিয়ে রাজ্য সভাপতি বলেন, আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তোলাবাজি, হিংসা ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছি। ইতিপূর্বেও বহু মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন, দলের কোনো পুরনো বা প্রকৃত কর্মী যদি এই ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়েন, তবে দলগতভাবেও তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার চার মাস পরেও যে দল তোলাবাজির সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অনড়, আজ শমীকের এই মন্তব্যেই তা আরও একবার স্পষ্ট হল।

দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগের মেঘ কেটে আকাশে-বাতাসে শরতের আমেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেঘের ঘনঘটা সরিয়ে নীল আকাশে শুভ্র মেঘের আনাগোনা। পুজো আসার মুখেই আবহাওয়ার এই চিরচেনা রূপ পেতে চাতকের মতো অপেক্ষা করছিল বাংলা। অবশেষে সেই স্বস্তির বার্তা দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপের প্রভাবে গত কয়েক দিন ধরে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই চলেছে দফায় দফায় ভারী বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ার তাণ্ডব। ফলে উৎসবের প্রাক্কালে বেশ চিড় ধরেছিল বঙ্গবাসীর মেজাজে। তবে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, সেই চরম আশঙ্কার দিন আপাতত পার হয়েছে। রাজ্যের আকাশ থেকে সরছে কালমেঘ, ফের মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে রোদেলা আবহাওয়া। বর্ষার বিদায়বেলায় যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে শরতের নিজস্ব স্নিগ্ধ আগমনী অনুভূতির ছাপ।

আবহাওয়ার এই আকস্মিক পরিবর্তনের নেপথ্যে রয়েছে নিম্নচাপের গতিপথের পরিবর্তন। ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে শক্তি সঞ্চয় করে যে গভীর নিম্নচাপটি দাপট দেখাচ্ছিল, তা আগেই কিছুটা শক্তি হারিয়ে সাধারণ নিম্নচাপে রূপ নিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সেটি আরও উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হয়ে বর্তমানে মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় সীমানায় অবস্থান করছে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, রবিবার এই আবহাওয়া ব্যবস্থাটি আরও দুর্বল হয়ে স্রেফ একটি সাধারণ নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হয়। এর প্রভাবে ছত্তিশগড় এবং তার সংলগ্ন এলাকাগুলিতে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকলেও, পশ্চিমবঙ্গের ওপর এর আর কোনও সরাসরি প্রভাব পড়বে না। অর্থাৎ, টানা ভারী বর্ষণ বা আচমকা ঝড়ের দুর্যোগের যে আশঙ্কা কাঁপিয়ে তুলছিল দক্ষিণবঙ্গকে, তা পুরোপুরি কেটে গিয়েছে বলা চলে।

তবে দুর্যোগ থামার অর্থ এই নয় যে বর্ষা এখনই পুরো পাট গুটিয়ে পাততাড়ি গুটিয়েছে। হাওয়া অফিস স্পষ্ট করে দিয়েছে, দেশ থেকে বর্ষার মরশুম এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নেয়নি। ফলে আগামী প্রায় এক সপ্তাহ জুড়ে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত বিক্ষিপ্তভাবে চলতেই পারে। শহরের আকাশে সাময়িক রোদের দেখা মিললেও আচমকা এক-দু’ পশলা বৃষ্টি ভিজিয়ে দিতে পারে পথঘাট। তবে স্বস্তির খবর এটাই যে, অতি ভারী বৃষ্টি বা নতুন করে দুর্যোগ তৈরি হওয়ার কোনও ঝুঁকি নেই। জেলাগুলিতে আবহাওয়া পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সংকেত মিলতেই স্বস্তি ফিরেছে উপকূলীয় এলাকাগুলিতেও। উত্তাল সমুদ্র শান্ত হওয়ায় মৎস্যজীবীদের জন্য জারি করা নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে প্রশাসন। রবিবারের পর থেকে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনও আইনি বাধা থাকছে না।

বৃষ্টি থামার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করবে শহরের পারদও। হাওয়া অফিসের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, রবিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নথিভুক্ত হয়েছে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা মরশুমের স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে মাত্র ১ ডিগ্রি বেশি। অন্যদিকে, শনিবার টানা বৃষ্টির কারণে শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বেশ কিছুটা নেমে গিয়ে ৩০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছিল, যা স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ১.৯ ডিগ্রি কম। আবহাওয়া আধিকারিকদের আশা, আকাশ পরিষ্কার হতেই শহরের তাপমাত্রা দ্রুত স্বাভাবিক সীমায় ফিরে আসবে।

আতপুর ভ্রাতৃ সংঘের পুজোর থিম স্বর্ণমহলে সবচেয়ে বড় দুর্গা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজো। আর দুর্গাপুজো মানেই এখন থিমের লড়াই। ভাটপাড়া পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের আতপুর ভ্রাতৃসংঘ দর্শক টানতে প্রতি বছরই নিত্য নতুন শিল্পকলা তাঁরা তুলে ধরেন। ভ্রাতৃ সংঘের ৫১ তম বর্ষের থিম ‘স্বর্ণমহলে সবচেয়ে বড় দুর্গা’। পুজোর ট্যাগ লাইন, ‘এবার মাকে দেখতে চোখ নয়, মাথাটাও উঁচু করতে হবে। বাঁশ, প্লাই দিয়ে স্বর্ণমহলের আদলে মণ্ডপ সজ্জা ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। আতপুর ভ্রাতৃ সংঘের সভাপতি রজত মৈত্র জানান, এবারে তাঁদের পুজো ৫১ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। পুজোয় থাকছে সাবেকিয়ানার ছোঁয়া। মা নিজেই এখানে আসছেন। তাঁর দাবি, এবারে শিল্পাঞ্চলের বুকে তাঁদের প্রতিমাই সবচেয়ে বড় হবে। রজত বাবু আরও জানান, মণ্ডপের উচ্চতা হবে ৭৫ ফুট। প্রস্থ হবে ৮২ ফুট। বেদি-সহ প্রতিমার উচ্চতা ২১ ফুট। তাই দর্শকদের মাথা উঁচু করেই মা-কে দেখতে হবে। রজতের ধারণা, আলোর রোশনাই আর কাল্পনিক ভাবনার চাদরে মোড়া মণ্ডপ এবং প্রতিমা দেখতে দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়বে।

বাগুইআটিতে উদ্ধার ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ, গ্রেপ্তার চক্রের মাথা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে মাদকের কারবার রুখতে এবং নেশামুক্ত বাংলা গড়ার লক্ষ্যে প্রশাসনিক নজরদারি ও ধারাবাহিক পুলিশি অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। শনিবার বাগুইআটির একটি ওষুধের গুদামে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৩৪ হাজার বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া এই বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপের আনুমানিক বাজারমূল্য ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকারও বেশি। এই ঘটনার পেছনে একটি বড়সড় আন্তঃরাজ্য পাচার চক্র সক্রিয় রয়েছে বলে ধারণা তদন্তকারীদের।

পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন সূত্রে নির্দিষ্ট তথ্য পেয়ে শনিবার সকালে বাগুইআটি থানার একটি দল নারায়ণতলা পশ্চিমের একটি ওষুধের গুদামে আচমকা হানা দেয়। দীর্ঘদিন ধরেই ওষুধ ব্যবসার আড়ালে এখানে বেআইনিভাবে কাফ সিরাপ মজুত ও পাচার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। পুরো গুদামটি শিল করে দেওয়া হয়েছে এবং বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই বেআইনি চক্রের মূল পাণ্ডাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। উদ্ধার হওয়া কফ সিরাপগুলি কোথায় পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সমাজকে মাদকমুক্ত করতে সরকারের তরফে ইতিমধ্যেই জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। কয়েক দিন আগেই নিউটাউনের একটি বিশেষ কর্মসূচিতে লক্ষাধিক নিষিদ্ধ কাফ সিরাপের বোতলের ওপর বুলডোজার চালানো হয়েছিল। প্রশাসনিক সূত্রে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে কোনো মূল্যে যুবসমাজকে এই নেশার জাল থেকে রক্ষা করতে হবে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক ও রাজ্য মাদক নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর নির্দেশিকা অনুযায়ী, ডাক্তারের বৈধ প্রেসক্রিপশন ছাড়া কেমিস্টদের কোনোভাবেই নির্দিষ্ট ধরনের কাফ সিরাপ বিক্রি না করার কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে। বেআইনি এই ব্যবসার মূল জোগান বন্ধ করতে রাজ্যজুড়ে পুলিশের এই বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির জন্মদিন এবং তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে গোটা দেশ জুড়ে একমাসব্যাপী সেবা সংকল্প অভিযান চলছে। সেই সেবা সংকল্প অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আজ গারুলিয়ার পিনকল মোড়ে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং, দলের ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং, এসিপি ট্রাফিক (নর্থ) সজল মান্ডি, আতপুর ট্রাফিক গার্ডের আধিকারিক সুরেশ্বর মণ্ডল, নোয়াপাড়া থানার আইসি সৌম্য দত্ত, গারুলিয়া পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার-সহ অন্যান্যরা।

বণিক সভা এমসিসিআই-এর নতুন সভাপতি নির্বাচিত হলেন মণীশ ঝাঝরিয়া। সম্প্রতি কলকাতার তাজ বেঙ্গল হোটেলে আয়োজিত মারচেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ১২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০২৬-২৭ বর্ষের জন্য মণীশ ঝাঝরিয়া সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

ফের হামলার মুখে কুণাল, থানায় অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের হামলার মুখে বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে পরপর দু’দিন তাঁর ওপর আক্রমণের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল রাজ্য রাজনীতিতে। শনিবার হুগলির উত্তরপাড়ার পর রবিবার সকালে বেলেঘাটায় বিধায়কের গাড়ি ঘিরে হামলা চালানোর পাশাপাশি তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে কুণাল ঘোষের নিরাপত্তারক্ষীরা আগ্নেয়াস্ত্র বের করতে বাধ্য হন। এরপর দুষ্কৃতীদের হাত থেকে রক্ষা পেতে শেষমেশ নারকেলডাঙা থানায় ঢুকে প্রাণ বাঁচান বিধায়ক। এই পুরো ঘটনার পেছনে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তৃণমূলত্যাগী একদল দুষ্কৃতী জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। যদিও বিজেপি এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়ে শাসকদলের অন্তর্দ্বন্দ্বকেই দায়ী করেছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার সকালে বেলেঘাটার বাসভবন থেকে বের হয়ে ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে একটি পূর্বনির্ধারিত দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন বেলেঘাটার বিধায়ক। অভিযোগ, বাড়ি থেকে বেরনোর পরপরই কয়েকটি মোটরসাইকেলে করে কিছু দুষ্কৃতী রিভলভার উঁচিয়ে তাঁর গাড়ি ধাওয়া করতে শুরু করে। নারকেলডাঙার কাছে আচমকাই বাইকবাহিনী কুণাল ঘোষের গাড়ি ওভারটেক করে রাস্তা আটকে দাঁড়ায়। দক্ষিণ ভারতীয় অ্যাকশন সিনেমার কায়দায় হামলাকারীরা গাড়ির সামনের ও পেছনের কাচ লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে থাকে। এমনকী হাতুড়ি দিয়ে গাড়ির কাচ ভাঙার চেষ্টাও চালানো হয়। দুষ্কৃতীরা গাড়ির দরজা খুলে জামার কলার ধরে বাইরে টানার চেষ্টা করে বলে দাবি বিধায়কের। প্রাণ সংশয় দেখে কুণালবাবুর নিরাপত্তারক্ষীরা রিভলভার বের করতেই দুষ্কৃতীরা কিছুটা পিছু হটে। এই সুযোগে গাড়ি নিয়ে সটান নারকেলডাঙা থানায় পৌঁছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তৃণমূল বিধায়ক। এরপর নারকেলডাঙা থানার সামনে দাঁড়িয়ে কুণালবাবু ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ‘আমাকে যে কোনও দিন এরা মেরে ফেলতে পারে। আপনারা তৈরি থাকুন, দু’দিন পর হয়তো আমার গুলিবিদ্ধ দেহের ছবি তুলতে হবে। কিন্তু এভাবে হামলা চালিয়ে আমার কণ্ঠরোধ করা যাবে না।’ বিজেপির দিকে সরাসরি আঙুল তুলে তিনি যোগ করেন, ‘বিজেপি ও বিজেপি থেকে আসা কিছু লোক পরিকল্পিতভাবে এই আক্রমণ চালাচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকদের এভাবে ভয় দেখিয়ে থামানো যাবে না।’

উল্লেখ্য, এই ঘটনার ঠিক আগের দিন অর্থাৎ শনিবারও শ্রীরামপুরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভায় যাওয়ার পথে হুগলির উত্তরপাড়ায় কুণালবাবুর ওপর হামলা চালানো হয়েছিল। সেই সময় তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে রড ও পাথর দিয়ে আক্রমণ চালানো হয়, ছোড়া হয় ডিমও। সেই ঘটনার পর কুণালবাবু সটান ভবানী ভবনে গিয়ে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং উত্তরপাড়া থানায় ইমেলে অভিযোগ পাঠান। রবিবার কুণালবাবু দাবি করেন, শনিবারের হামলায় যুক্ত অভিযুক্তদের সঙ্গে বিজেপি বিধায়কের ছবি তিনি নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করে প্রমাণ দিয়ে দিয়েছেন।

অন্যদিকে বিজেপির তরফে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। দলের মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, ‘একজন জনপ্রতিনিধির ওপর এ ধরনের আক্রমণ কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। তবে এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির দূরদূরান্তেও কোনও যোগাযোগ নেই। এটা তৃণমূলের নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। নিজেদের ঝামেলা অন্যের ওপর চাপানোর চেষ্টা করছেন বিধায়ক।’ একই সুর শোনা গিয়েছে বিজেপি সাংসদ রাহুল সিনহার গলাতেও। ঘটনার পর নারকেলডাঙা থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

২৮-এর বদলে ৩০ দিনের রিচার্জ প্ল্যান আনছে টেলিকম সংস্থা

ভয়েস-এসএমএসেও নতুন বিকল্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রিপেড মোবাইল পরিষেবায় ২৮ দিনের বদলে ৩০ দিনের রিচার্জ প্ল্যান চালুর ব্যবস্থা কার্যকর হতে চলেছে। নতুন নিয়ম কার্যকর হলে ১২ মাসে ১৩ বার রিচার্জ করার বদলে বছরে ১২ বার রিচার্জ করেই পরিষেবা পাওয়া যাবে। বিজেপি সাংসদ রাঘব চাড্ডা রবিবার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। এদিন রাঘব চাড্ডা সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান, কেন্দ্র টেলিকম কনজিউমার প্রোটেকশন রেগুলেশন ২০২৬ চালু করছে। তাঁর দাবি, এর ফলে মোবাইল গ্রাহকদের সামনে রিচার্জের আরও বেশি বিকল্প থাকবে। এতদিন বেশ কিছু সংস্থার প্রিপেড প্ল্যানের মেয়াদ ছিল ২৮ দিন। ফলে ১২ মাসের হিসাব করলে এক বছরে ১৩ বার রিচার্জ করার প্রয়োজন হত। ৩০ দিনের প্ল্যান চালু হলে সেই অতিরিক্ত রিচার্জের প্রয়োজন থাকবে না। প্রতি মাসের সঙ্গে মিলিয়ে ৩০ দিনের পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ পাবেন গ্রাহকেরা।

এছাড়াও, যারা শুধু ডেটা ব্যবহার করেন না বা খুব কম করেন, তাঁদের জন্যও এবার নতুন ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। শুধু ফোন করা এবং এসএমএস পাঠানোর জন্য আলাদা ভয়েস ও এসএমএস প্ল্যান চালু করার কথা বলা হয়েছে। ফলে প্রয়োজন না থাকলে ওই গ্রাহককে ডেটার জন্য টাকা দিতে হবে না। এই সিদ্ধান্তে কম খরচে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিষেবা নেওয়ার সুযোগ পাবেন গ্রাহকেরা।

এক্ষেত্রে রাঘব চাড্ডার বক্তব্য, মোবাইল রিচার্জের বিভিন্ন প্ল্যান নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তিনি একাধিক অভিযোগ পেয়েছিলেন। এই বিষয়টি তিনি সংসদেও তুলেছিলেন। গত ১১ মার্চ সংসদে প্রশ্ন তুলে গ্রাহকদের জন্য আরও বেশি পছন্দ এবং সাশ্রয়ী রিচার্জের সুযোগ দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন বলে রবিবার জানান রাঘব চাড্ডা।

নতুন নিয়ম ঘোষণার পরে কেন্দ্রীয় সরকার এবং টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়াকে ধন্যবাদ জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, নতুন ব্যবস্থায় গ্রাহকেরা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী রিচার্জ প্ল্যান বেছে নেওয়ার আরও সুযোগ পাবেন।

সম্পাদকীয়

দিশেহারা, কোণঠাসা মমতা এখন কড়া নাড়ছেন সিপিএমের দরজাতেও

হ্যাঁ, এটাই শুধু বাকি ছিল, এবার সেটাও দেখে ফেলল বঙ্গবাসী। রঙ্গ ভরা বঙ্গ রাজনীতিতে এবার নয়া এপিসোড। সিপিআইএমের দরজায় কড়া নাড়ছেন কে? হ্যাঁ, তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। না, ভুল পড়ছেন না। নিজের তৈরি করা 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'-এর হাতে সব খুইয়ে আজ নিঃস্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সিপিএমেরই হাত ধরতে চলেছেন। কোন সিপিএম? যে সিপিএম বিরোধী রাজনীতির আঁতুরঘর থেকে তিনি উঠে এসেছেন, যে সিপিএমের ৩৪ বছরের শাসনের অবসান ঘটানো ছিল তাঁর রাজনীতির ব্র্যাণ্ড, একদা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে যে সিপিএমের মৃত্যু ঘন্টা বাজিয়েছিলেন তিনি, যে বাম জমানাকে সমূলে উৎখাত করতে তিনি কংগ্রেসের ঘর ভেঙে আশ্রয় নিয়েছিলেন বিজেপির ঘরে, সেই মমতাই আজ সিপিএমের দরজায়! কেন, সিম্পল। এবার যে বিজেপিকে হঠাতে হবে। তিন দশক পেরিয়ে এসে তাঁর বোধোদয় হল! সত্যিই তো বড় ভুল হয়ে গেছে! তাই এবার ভুল সংশোধন করতে নেমে পড়েছেন তিনি। একেই বলে বিলম্বিত বোধোদয়! একদা যে ইন্ডি জোট (না, পিণ্ডি জোট) নিয়ে নানারকম শর্ত দিতেন তিনি তাঁর দলের সবজান্তা মুখপাত্ররা, সে সব কী তবে ভুলে গেলেন বাংলার জননেত্রী? তিনি ভুলে গেলেও বাংলার মানুষ ভোলেনি। এমএ বেবি সিপিআইএমের দায়িত্ব পাওয়ার পর আপনার দল বলেছিল, সিপিএম তো ক্রমশ ছোট হচ্ছে, তাই 'ছোট' বা বেবি সাধারণ সম্পাদক নিয়োগ করেছে। নিয়তির কী পরিহাস! আজ সেই বেবির ফোনেই অক্সিজেন খুঁজছেন বাংলার জননেত্রী থেকে কালীঘাটের নেত্রী হয়ে যাওয়া মমতা। বাস্তবটা হল, কুর্সি খুইয়ে, দলের নাম খুইয়ে, প্রতীক খুইয়ে, সহকর্মীদের খুইয়ে দিশেহারা, কোণঠাসা একদা বাংলার অগ্নিকন্যা আজ ঢোঁরা সাপে পরিণত হয়েছেন। তাই নিজেকে প্রাসঙ্গিক রাখতে কখনও কংগ্রেস, কখনও সিপিএমকে ধরে অক্সিজেন খুঁজছেন। তা তিনি খুঁজুন, কোনও সমস্যা নেই, কিন্তু বাংলার মানুষ ওনার এই ধাপ্পাবাজি অনেক আগেই ধরে ফেলেছে। আর সেটা বুঝেই তিনি ও তাঁর দলকে ঢাকিশুদ্ধ বিসর্জন দিয়ে দিয়েছে। যেখান থেকে ফেরার আশা, নেহাতই দূরাশা।

অঙ্ক বড়, চ্যালেঞ্জও বড়

প্রতিশ্রুতি পূরণেই আসল সাফল্যের হিসাব

কণাদ দাশগুপ্ত

বাংলায় শিল্প আসছে, এই বাক্যটি শুনতে যতটা স্বস্তির, তার পরের প্রশ্নটি ততটাই কঠিন। কতটা আসছে, কতটা হচ্ছে, আর শেষ পর্যন্ত কতটা থাকবে বাংলার ঘরে? এই রাজ্য ঘোষণার অভাব কখনও দেখেনি। শিল্পের প্রতিশ্রুতি এসেছে, জমির কথা উঠেছে, শিলান্যাস হয়েছে, বহু ক্ষেত্রে তার পরে প্রকল্পের চাকা থেমেছে। তাই নিউ টাউনে আদানি গোষ্ঠীর ২,০০০ শয্যার হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের বিষয়টি নিছক উৎসবের বিষয় ছিলনা। এটি ছিল একই সঙ্গে একটি সুযোগ এবং সরকারের জবাবদিহির পরীক্ষা। কারণ হাসপাতালটি বাস্তবায়নের পথে, কিন্তু বিদ্যুৎকেন্দ্র, বন্দর, বিমানবন্দর বা রিং রোডের মতো কয়েকটি প্রস্তাব এখনও আগ্রহ, সমীক্ষা কিংবা আলোচনার স্তরে। সম্ভাবনাকে বাস্তবায়ন বলে চালিয়ে দেওয়ার পুরনো ভুল যেন এবার না হয়।

'আদানি আরোগ্য মন্দির' আপাতত সবচেয়ে দৃশ্যমান প্রকল্প। নিউ টাউনের অ্যাকশন এরিয়া-২-এ প্রায় ৫১ একর জমিতে ২,০০০ শয্যার হাসপাতালটি তৈরি হওয়ার কথা। বিনিয়োগ ২,৫০০ কোটি টাকার বেশি। সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১,০০০ শয্যা আর্থিক ভাবে দুর্বল রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য রাখার প্রস্তাব রয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে শিক্ষা, গবেষণা এবং চিকিৎসা-পর্যটনকেও যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। কলকাতার চিকিৎসা-পরিকাঠামোয় এমন বিনিয়োগের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু এখানেই হিসাবের খাতা খুলতে হবে। সরকারের হিসাবে জমির চরিত্র পরিবর্তন ও আনুষঙ্গিক ছাড় মিলিয়ে প্রায় ১,৯৬৭ কোটি টাকার রাজস্ব-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। আবার হাসপাতাল, স্বাস্থ্য পরিষেবা, কর্মসংস্থান, শিক্ষা-গবেষণা ও চিকিৎসা-পর্যটন মিলিয়ে বছরে ৪,০৮৫ কোটি টাকার বেশি 'মুদ্রায় পরিমাপযোগ্য সুবিধা'র পূর্বাভাস রয়েছে। দুটিই সরকারের হিসাব, বাস্তব প্রাপ্তি নয়। অতএব প্রশ্নটি সরল, ছাড় কত, বিনিময়ে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি কত? কর্মসংস্থানের সংখ্যা কত? সময়সীমা কী? প্রকল্প পিছোলে বা প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে সরকারের সুরক্ষা কোথায়? বড় বিনিয়োগের জন্য সুবিধা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার শর্তও জনসমক্ষে থাকা উচিত। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে পুরুলিয়ার সাঁওতালডিতে ১,৬০০ মেগাওয়াটের প্রকল্প নিয়ে আদানি গোষ্ঠীর আগ্রহের কথা সামনে এসেছে। কিন্তু এটিকে এখনও আদানির চূড়ান্ত প্রকল্প বলা যাবে না। জমি, বিনিয়োগ, বিদ্যুৎ কেনার কাঠামো ও অনুমোদনের একাধিক ধাপ বাকি। অর্থাৎ এটি সম্ভাবনা, বাস্তবায়ন নয়।

বন্দরের ছবিটিও একই। তাজপুরের গভীর সমুদ্রবন্দর থেকে সরে এসে এখন পূর্ব মেদিনীপুরের দাদনপাত্রবার সামনে এসেছে। আদানি গোষ্ঠী এলাকা সমীক্ষা করেছে এবং দরপত্র হলে অংশ নেওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। প্রায় ১,৭০০ একর জমির কথা উঠে এসেছে। কিন্তু এখনও বন্দর নির্মাণ শুরু হয়নি। একটি গভীর সমুদ্রবন্দর মানে শুধু জাহাজ নয়, রেল, রাস্তা, গুদাম, লজিস্টিক্স এবং শিল্পাঞ্চলের বিস্তার। তাই এখানে জমি, উপকূল, মৎস্যজীবী ও পরিবেশের প্রশ্নও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

কল্যাণীর গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরও এখনও সম্ভাবনা। দরপত্র হলে আদানি গোষ্ঠী অংশ নেবে বলে আগ্রহ জানিয়েছে। রাজ্য ইতিমধ্যে প্রায় ২,০০০ একর জমি নিয়ে নয়টি মৌজায় প্রাথমিক কাজ শুরু করেছে। বিস্তারিত প্রকল্প- প্রতিবেদন ও নির্মাণসূচি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ফলে এখানেও আগ্রহকে বিনিয়োগের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না।

উত্তরবঙ্গেও পর্যটন- পরিকাঠামো নিয়ে গোষ্ঠীর সমীক্ষার কথা সরকারি সূত্রে এসেছে। প্রকল্পের স্থান, ধরন বা বিনিয়োগ এখনও স্পষ্ট নয়। অর্থাৎ এখানেও একই নিয়ম প্রযোজ্য, সমীক্ষা মানেই প্রকল্প নয়। নিউ টাউনের জমিটি আগে ডেটা সেন্টারের জন্য নির্ধারিত ছিল, পরে হাসপাতালের দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই পরিবর্তনের কারণ এবং জমি ব্যবহারের অর্থনৈতিক যুক্তিও স্বচ্ছ হওয়া দরকার। কারণ সরকারি জমি বা সুবিধার চরিত্র বদলালে তার যুক্তি, শর্ত এবং জনস্বার্থের হিসাবও প্রকাশ্যে থাকা উচিত। রিং রোড নিয়েও আলোচনা আছে, কিন্তু আদানি গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এখনও নিশ্চিত নয়। ফলে সেটিকেও সম্ভাবনার তালিকাতেই রাখতে হবে।

আর আছে বাংলার স্মৃতি। রাইটার্স বিল্ডিং সংস্কারে আদানি গোষ্ঠীর আগ্রহের কথা সামনে এসেছে। সম্ভাব্য ব্যয় প্রায় ১২০ কোটি টাকা, কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার অর্থে কাজটি হতে পারে। কুমারটুলি ঘাটের পুনর্বিকাশও প্রস্তাবিত। রাইটার্স শুধু একটি ভবন নয়, বাংলার প্রশাসনিক ইতিহাসের জীবন্ত দলিল। কুমারটুলি শুধু একটি ঘাট নয়, কলকাতার নদী, শিল্প ও সংস্কৃতির স্মৃতি। এই প্রকল্পগুলিতে অর্থের পাশাপাশি ঐতিহ্যের প্রতি দায়ও জরুরি।

সব মিলিয়ে ছবিটি তাই তিন স্তরের। হাসপাতাল বাস্তবায়নের পথে নিশ্চিত প্রকল্প। দাদনপাত্রবার, কল্যাণী, সাঁওতালডি, প্রক্রিয়া বা সম্ভাবনার বিভিন্ন স্তরে। রিং রোডের মতো কিছু উদ্যোগ, আলোচনার পর্যায়ে। এই পার্থক্য না রাখলে বিনিয়োগের প্রকৃত ছবিই অস্পষ্ট হবে।

আর একটি বিষয় ভুললে চলবে না। বড় গোষ্ঠীর বিনিয়োগ তখনই বাংলার শিল্পায়নের ভিত্তি শক্ত করবে, যখন তার চারপাশে ছোট ও মাঝারি শিল্পের শৃঙ্খল তৈরি হবে। হাসপাতাল, বন্দর বা বিদ্যুৎকেন্দ্রের মূল প্রকল্পে কয়েক হাজার কোটি টাকা ঢুকলেই হবে না, স্থানীয় সরবরাহকারী, পরিষেবা, দক্ষ শ্রম এবং উদ্যোগপতিদের জন্যও দরজা খুলতে হবে। নইলে বড় বিনিয়োগ বাংলায় দাঁড়িয়েও বাংলার অর্থনীতির গভীরে পৌঁছবে না।

আর এখানেই সরকারের আসল পরীক্ষা। শিল্পপতি বিনিয়োগ করলে সরকারের দায় কমে না, বাড়ে। জমি যদি সরকার দেয়, করছাড় যদি সরকার দেয়, রাস্তা-রেল-বিদ্যুতের সহায়তা যদি সরকারকে দিতে হয়, তবে প্রতিটি সুবিধার বিনিময়ে বাংলার প্রাপ্তির হিসাব চাই। কত সরাসরি চাকরি? কত স্থানীয় কর্মসংস্থান? কত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প যুক্ত হবে? পরিবেশের ক্ষতি হলে দায় কার? নির্ধারিত সময়ে কাজ না হলে ছাড়ের কী হবে? এই প্রশ্নগুলি শিল্পবিরোধী নয়, বরং শিল্পকে জনস্বার্থের সঙ্গে যুক্ত রাখার ন্যূনতম শর্ত।

বাংলা শিল্প চায়। পুঁজি চায়। কাজ চায়। যে তরুণকে চাকরির জন্য অন্য রাজ্যে যেতে হয়, তার কাছে একটি কারখানা কেবল বিনিয়োগ নয়, ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। যে জেলায় প্রকল্প হবে, সেখানকার মানুষের কাছেও উন্নয়ন মানে শুধু কোটি টাকার ঘোষণা নয়, রাস্তা, হাসপাতাল, শিক্ষা, পরিবহণ এবং স্থায়ী জীবিকা। তাই বাংলার দরজা খুলুক। বড় শিল্প আসুক। আদানি আসুক, অন্য গোষ্ঠীও আসুক। কিন্তু দরজা খোলার সঙ্গে হিসাবের খাতাটিও খুলতে হবে। বাংলা আর শুধু শিলান্যাসের ছবি চায় না, চায় নির্মাণ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং দৃশ্যমান ফল। আদানি বাংলার দিকে তাকিয়েছেন,এটি খবর। এখন বাংলারও তাকিয়ে থাকা উচিত তাঁদের কাজের দিকে। কারণ শেষ প্রশ্নটি আদানি কত বিনিয়োগ করবেন, তা নয়। প্রশ্নটি হল, সেই বিনিয়োগের বিনিময়ে বাংলা কতটা পাবে।

যৌথ পরিবার এবং সনাতনী সংস্কৃতির অবক্ষয় রোধে কুটুম্ব প্রবোধনের ওপর জোর দিয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসবক সঙ্ঘ

সোমা মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় সভ্যতা, ইতিহাস, সংস্কৃতি, মূল্যবোধগুলিকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ পরিবার কুটুম্ব প্রবোধনের ওপর জোর দিয়েছে । কুটুম্ব প্রবোধন যার অর্থ হলো পারিবারিক জাগরণ বা পারিবারিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস-এর মতে পরিবার হলো সমাজের মূল ভিত্তি যেখানে সুস্থ সমাজ গঠনে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। বিশ্বায়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাবে ভারতীয় যৌথ পরিবার ও সনাতন সংস্কৃতির যে অবক্ষয় ঘটছে তা রুখতেই এই কর্মসূচির সূচনাআরএসএস-এর শতবর্ষ উদযাপনের লক্ষ্য হিসেবে এই বিষয়টিকে বিশেষ কর্মসূচির (পঞ্চ পরিবর্তন) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কুটুম্ব প্রবোধন-এ মূল ৬টি স্তম্ভর উল্লেখ করা হয়েছে ১. ভাষা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মাতৃভাষার চর্চা করা। ২. ভূষা স্বদেশী বা শালীন পোশাক পরিধানের অভ্যাস। ৩. ভজন ঈশ্বর আরাধডিনা বা আধ্যাত্মিক পরিবেশ বজায় রাখা।৪.ভোজন সপ্তাহে অন্তত একদিন পরিবারের সবাই মিলে একসঙ্গে বসে খাবার খাওয়া এবং গল্প করা। ৫. ভ্রমণ পরিবারের সঙ্গে মাঝে মাঝে কোথাও ঘুরতে যাওয়া এবং সময় কাটানো।

৬. ভবন বাড়িকে এমন এক আবহে রাখা যেখানে ভারতীয় সংস্কৃতি, অতিথি দেবো ভব এবং গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। সহজ কথায় সংঘ পরিবার তথা আরএসএস দেশব্যাপী সাধারণ প্রতিটি ঘরের পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করার একটি সামাজিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বলা হয় , যে পরিবার একসঙ্গে খায়, সে পরিবার ঐকতাবদ্ধ থাকে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) এখন 'পারিবারিক সময়'-এর এই ধারণাটিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছে। এই লক্ষ্যে তারা 'কুটুম্ব প্রবোধন' চালু করেছে।

আরএসএস কর্মীরা যখন অন্য শহরে যান তখন তাঁরা হোটেলের পরিবর্তে সহকর্মীদের বাড়িতে থাকেন। আরএসএস-এর মতে, এটি একে অপরের পরিবারকে জানার একটি সুযোগ। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করার লক্ষ্যেই কুটুম্ব প্রবোধন শুরু করা হয়েছে।রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের পঞ্চ পরিবর্তনের মধ্যে প্রধান একটি দিক হল রাষ্ট্রের উন্নয়নে পারিবারিক জ্ঞান বা কুটুম্ব প্রবোধন। পরিবারিক মূল্যবোধ ছাড়া অর্থনৈতিক অগ্রগতির কোনও অর্থ হয় না। সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারত পরিবার এবং সমাজের মধ্যে বিশেষ সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে চলে আসছে। পরিবার সমাজ এবং রাষ্ট্রের ভাবনায় কুটুম্ব প্রবোধন একান্ত প্রয়োজন। যৌথ পরিবার সংগঠিত পরিবার, নিরাপদ পরিবার এবং সমৃদ্ধ পরিবার হল সুখি পরিবার সুস্থ পরিবারের ভিত্তি। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে ভারতীয় দেশীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধের উপর চরম প্রভাব পড়েছে। সামাজিক মাধ্যমের নানা ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য, পরম্পরা, সংস্কৃতির মূলে বিদেশি শক্তি বারবার আঘাত করছে। দেশীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখতে সঙ্ঘ পারিবারিক মূল্যবোধের কথা বলেছে। উত্তর প্রজন্মের কাছে পরিবারবোধ, আত্মিকতাবোধকে ভালো করে বোঝানো একান্ত প্রয়োজন এটাই সঙ্ঘের মন্ত্র।

যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে ভারত এক সময় মহৎ ছিল। কিন্তু নগরায়ন, লর্ড মেকলের শিক্ষানীতি, সামাজিক মাধ্যম আমাদের সমাজকে ভিতর থেকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। পরিবার থেকে মানুষকে ক্রমে ক্রমে বিছিন্ন করেছে। দাম্পত্য জীবনের অশান্তি, বিচ্ছেদ, নিউক্লিয়ার জীবন, সিঙ্গেল মা, সিঙ্গেল বাবাদের সংখ্যা ব্যাপক বেড়েছে। মানুষের পারিবারিকবোধে যে একাত্ম ভাবনা ছিল তা ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ছে। আর তাই সঙঘ পারিবারিকবোধের উপর জোর দিয়েছে।

২০১৯ থেকে ২০২১ সালের এনএফএইচএস-৫-তে বলা হয়েছে একক পরিবারের অনুপাত ভারতে ৫৮.২ শতাংশ। দম্পতির মধ্যে জটিল উদ্বেগ, মানসিক চাপ, দ্বন্দ্ব, সন্তান পরিচালনা, শিশুদের নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বড় প্রভাব ফলেছে। লিভ ইন সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভাবে ব্যক্তি এবং পরিবারের জন্য ভয়াবহ রূপ নিয়েছে।

যার ফলে প্রকৃতি সুলভ আচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত সম্পর্ক তৈরি হয় এবং আমাদের জন্য যারা চিন্তা করে তাদের প্রতি চিন্তার অবসরকে ধ্বংস করে দেয়। আবার পরিবার না থাকলে একাকীত্ব, বিষণ্ণতা, উদ্বেগের প্রভাবও বেশি বেশি হয়। শিশু এবং বয়স্কদের মনে এবং শরীরে খুব প্রভাব পড়ে। নীতি-নৈতিকতার অভাব হয় পরিবারবোধ না থাকলে। তাই সঙ্ঘ মনে করে সমাজকে নির্মাণ করতে গেলে ব্যক্তি, পরিবার, দেশ এবং রাষ্ট্রে পারিবারিকবোধ একান্ত জরুরি।

শব্দছক ২৮১

রবি দাস

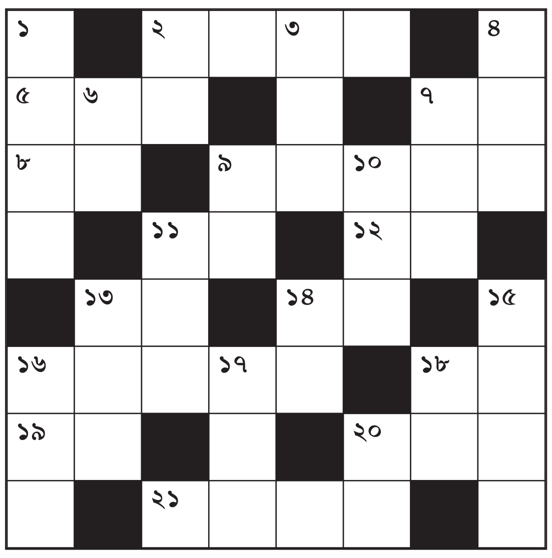

পাশাপাশি: ২. আপ্লুত ৫. ছয় ধাতুর সর্বশেষটি ৭. বার্ধক্য ৮. রাধা ৯. একসঙ্গে অনেকজনের বিবাহ অনুষ্ঠান ১১. সব ১২. পুস্তক ১৩. পাঞ্জাবের পাঁচ নদীর একটি ১৪. বেণু ১৬. কারুর নিজস্ব অবস্থান অঞ্চল ১৮. পিতা ১৯. আয় ২১. আফ্রিকার মরুভূমি ২১. পছন্দসই

ওপর-নিচ: ১. আশ্বিনের শুক্লপক্ষে নয় তিথি নিয়ে পালনীয় ব্রত ২. শেষ ৩. অলঙ্কার ৪. শুয়োর ৬. মহিলার মহিলা বান্ধবী ৭. কসাই দ্বারা নৃশংস জীবহত্যা ৯. অহঙ্কার ১০. অবশ ১১. সূর্য ১৩. গাধা ১৪. বক্র ১৫. অন্যায় ১৬. মুক্তি ১৭. গোপন করা ১৮. বাহবা ২০. পৃথিবীতে সমুদ্রের সংখ্যা

সমাধান ২৮০ — পাশাপাশি: ১. বায়স ৩. শাকাহারি ৪. কাজল ৫. পাতিকাক ৭, নদী ১০. কদু ১২. কাকভোর ১৪. তাম্বুরা ১৫. জলাঞ্জলি ১৬. নির্দোষ

ওপর-নিচ: ১. বাধাদান ২. সকাল ৩.ত শাকপাতা ৬. কায়িক ৮. দীপক ৯. করতালি ১১. দূরাভাষ ১৩. পারানি

আজকের দিন

- **১৯০৭ —** ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী ও শ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগত সিং-এর জন্মবার্ষিকী।
- **২০১৫ —** নাসা ঘোষণা করে যে, তাদের 'মার্স রিকনইসান্স অরবিটার' মঙ্গলে উষ্ণ ঋতুতে তরল জলের প্রবাহের জোরালো প্রমাণ পেয়েছে।

জন্মদিন

১৯২৯	*বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকরের জন্মদিন।*
১৯৪৪	*বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের জন্মদিন।*
১৯৮২	*বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রণবীর কাপুরের জন্মদিন।*

লতা মঙ্গেশকর

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

সমস্যাকে কখনও অভিশাপ ভাবতে নেই। সমস্যা আছে বলেই জীবন মধুময়। দুঃখেই সুখের সৌরভ, হারানোর ভয়েই পাওয়ার আনন্দ, রাতের আঁধারেই দিনের আলোর গৌরব।

কোট-আনকোট

এখন মন খুলে গীতাপাঠ করুন, গীতা বিতরণ করুন। হনুমান চালিশা পাঠ করুন, শাঁখ, মৃদঙ্গ, খঞ্জনি বাজান, হরেকৃষ্ণ বলুন। কোনও ভয় নেই। মৌসমও বদলে গিয়েছে, জমানাও বদলে গিয়েছে। টিকা, শিখা, ধুতি, তুলসির সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। গো মাতাকে রক্ষা করার সরকার ক্ষমতায়। একদম ভয় পাবেন না। সবাইকে এক থাকতে হবে।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বেলুড় মঠকে ধর্মীয় পর্যটনের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে: শঙ্কর ঘোষ

সোমা মুখোপাধ্যায়

শিলিগুড়ি: বেলুড় মঠের মতো ধর্মীয় জায়গাকে পর্যটনের আওতায় আনার পরিকল্পনা করবেন বলে শনিবার শিলিগুড়িতে জানালেন পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। ইতিমধ্যে বেলুড় মঠ দর্শন ও প্রেসিডেন্ট মহারাজের আশীর্বাদ নিয়ে গেছেন পর্যটন মন্ত্রী। হাওড়ার বেলুড়ের স্বামীজির পুণ্যভূমিকে বিশ্বের কাছে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলার আর্জি রয়েছে বেলুড়ের জনগণের। ঘিঞ্জি এলাকা, সরু রাস্তা, ভক্তদের থাকার মতো হোটেল ব্যবস্থা এই অঞ্চলে নেই বললেই চলে, মন্ত্রী অবশ্য এই সব নিয়ে আলোচনা করেছেন বলে জানান। বেলুড় মঠ থেকে নদী পথে দক্ষিণেশ্বর, আদ্যাপীঠ যাওয়ার ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখবেন তিনি। এছাড়াও বাংলার বারো মাসে তেরো পার্বণের ঐতিহ্যকে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করার কথা জানিয়েছেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। তিনি বলেন, বাংলায় 'বারো মাসে ১৩ পার্বন' এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাই প্রত্যেক মাসে অন্তত তিনটি জেলায় সেই জেলার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উৎসব করা হবে। পর্যটন দপ্তর থেকে সারা পশ্চিমবঙ্গে যে যে মেলাগুলো বিখ্যাত সেই মেলাগুলোকে প্রমোট করবে পর্যটন দপ্তর। ইতিমধ্যে ডিএম-দের বলা হয়েছে জায়গা চিহ্নিতকরণের কাজ করতে। যেখানে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ওপর জোর দিয়ে পর্যটকবান্ধব, পরিবেশবান্ধব পর্যটন গড়ে তোলা, তার জন্য পরিকাঠামো তৈরি করা এবং সেই ক্ষেত্রে লক্ষ্য প্রায় ১,০০০-এরও বেশি অ্যামেনিটি সেন্টার তৈরি করা। সেটা ট্যুরিস্ট স্পট ওরিয়েন্টেড অ্যামেনিটি সেন্টার এবং সেই ব্যাপারেও পর্যটনের মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থান তৈরি করা এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করাই পর্যটন বিভাগের মূল উদ্দেশ্য মন্ত্রীর কাছে। উত্তরবঙ্গ ও অন্যান্য জেলার পর্যটন পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন মেলা প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, 'রিভার রাফটিং, প্যারাগ্লাইডিং থেকে শুরু করে ট্রেকিং সমস্ত কিছুই আছে। ইচ্ছে আছে মেঘমা থেকে সান্দাকফু একটা ট্রেকিংয়ের ব্যবস্থা করা। সিটংয়ে একটা অরেঞ্জ ফেস্টিভ্যাল হবে, দার্জিলিংয়ে ও শিলিগুড়িতে একটা টি-ফেস্টিভ্যাল করার হবে। কোচবিহারের রাসমেলা, জলপাইগুড়িতে জল্পেশ মেলা এবং আলিপুরদুয়ারে বনমন্ত্রীর উদ্যোগে বাঘ ছাড়ার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। বন, পর্যটন এবং সহযোগী দপ্তরগুলো মিলে একটা বড় ট্যুরিস্ট সার্কিট গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।' এই উদ্যোগ ও পর্যটন দপ্তরের নতুন রোডম্যাপ রাজ্যের পর্যটন শিল্পে কর্মসংস্থান ও নতুন দিকের উন্মোচন হবে বলে জানিয়েছেন পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ।

পিড়াকাটায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একসঙ্গে তিনটি হাতির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: শালবনি থানার পিড়াকাটা এলাকায় একসঙ্গে ৩টি হাতির মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার সকালে পিড়াকাটা রেঞ্জের রঞ্জা বিটের হাড়তোড়া এলাকার ধান জমি থেকে দু'টি শাবক-সহ একটি পূর্ণ বয়স্ক হাতির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েই হাতি তিনটির মৃত্যু হয়েছে বলে মেদিনীপুর বন বিভাগের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। একসঙ্গে তিনটি হাতির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড় জমে যায়। ঘটনার প্রাথমিক তদন্তের পর বনবিভাগের ডিএফও জাস্টিন জোন্স জানান, 'বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েই তিনটি হাতির মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনের তুলনায় কম কর্মচারী নিয়েও আগামী দিনে হাতি মৃত্যু ঠেকানো এবং গ্রামবাসীদের ক্ষয়ক্ষতি ঠেকানোর ব্যাবস্থা করা হয়েছে।' বন বিভাগ সূত্রে জানানো হয়েছে, যে বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে হাতিগুলির মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। তবে সেই তারটি বৈধভাবে দেওয়া হয়েছিল, নাকি অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়েছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থলের ধানজমির উপর দিয়ে বৈদ্যুতিক তার ঝুলতে দেখা গিয়েছে। স্থানীয়দের অনুমান, ধানজমিতে চাষের কাজে পাম্প চালানোর জন্য ওই তার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে সেই সংযোগের বৈধতা এবং হাতিগুলি ঠিক কীভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হল তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। একসঙ্গে তিনটি হাতির মৃত্যুর ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, ধানজমির উপর দিয়ে নেওয়া ওই বিদ্যুৎ সংযোগের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথ ছিল কি-না। বনবিভাগ সেই বিষয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। গ্রামবাসীরাও জানান, 'বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েই তিনটি হাতির মৃত্যু হয়েছে। আশা করি প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।'

দুর্গাপুরে সরকারি রেশনের চাল-গম পাচারের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: সরকারি রেশন ব্যবস্থার চাল-গম বেআইনিভাবে পাচারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র সগরভাঙা কলোনি। রেশন সামগ্রী নিয়ে এলাকা ছাড়ার সময় চারজনকে আটকে দেওয়াকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার অন্তর্গত সগরভাঙা কলোনির জি-ব্লক মাঠ এলাকায়। অভিযোগ, গ্রাহকদের কাছ থেকে সরকারি রেশনের চাল-গম কিনে তা সাইকেল ও মোটরবাইকে করে ভিন জেলায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই সময় বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা তাঁদের আটকে দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোকওভেন থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পাড়ায় পাড়ায় সরকারি রেশন বণ্টন প্রকল্পের আওতায় রবিবার সগরভাঙা কলোনির জি-ব্লক মাঠে রেশন দেওয়ার কাজ চলছিল। অভিযোগ, রেশন পাওয়ার পর কয়েকজন গ্রাহকের কাছ থেকে চড়া দামে সেই চাল-গম কিনে নিচ্ছিল একদল ব্যক্তি। পরে সেগুলি সাইকেল ও মোটরবাইকে করে বীরভূমের জয়দেব ও ইলামবাজার এলাকায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল বলে অভিযোগ। এই সময় বিজেপি নেতা রূপম লাহার নেতৃত্বে বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা ওই ব্যক্তিদের আটক করেন বলে জানা যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোকওভেন থানার পুলিশ। পুলিশ রেশন ডিলার এবং আটক চারজনকে থানায় নিয়ে যায়। একইসঙ্গে বেশ কিছু সরকারি চাল ও গম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, রেশন ডিলারের অভিযোগ, এই বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই অভিযুক্তেরা হুমকি দেয়। ফলে দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে দাবি তাঁর। তবে গোটা ঘটনায় উঠছে একাধিক প্রশ্ন। সরকারি রেশন সামগ্রী যদি পাচারের উদ্দেশ্যে কেনাবেচা হয়ে থাকে, তাহলে এর সঙ্গে যুক্ত ক্রেতা-বিক্রেতা দুই পক্ষের বিরুদ্ধেই কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে? আবার বিনামূল্যে বা সরকারি ভর্তুকিতে পাওয়া রেশন সামগ্রী গ্রাহকদের একাংশ কেন পাচারকারীদের কাছে বিক্রি করছেন, সেই প্রশ্নও সামনে এসেছে।

প্লাবিত মানিককুণ্ড থেকে প্রসূতিকে উদ্ধার স্বয়ং চন্দ্রকোনা থানার ওসির

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোনা: মানিককুণ্ডু এলাকা বন্যার জলে প্লাবিত হয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। এই পরিস্থিতিতে জলমগ্ন এলাকা থেকে এক প্রসূতি মহিলাকে স্পিডবোটে করে উদ্ধার করল চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ। উদ্ধার অভিযানে দেখা গেল ব্যতিক্রমী ছবি। চন্দ্রকোনা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ওসি প্রত্যয় দাস নিজেই স্পিডবোট চালিয়ে প্লাবিত এলাকা থেকে প্রসূতি মহিলাকে নিরাপদে উদ্ধার করেন। বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ওসির এই সরাসরি উদ্ধারকাজে অংশগ্রহণ নজর কেড়েছে। বন্যার মতো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পুলিশের তৎপরতার পাশাপাশি ওসি প্রত্যয় দাসের এই মানবিক উদ্যোগ স্থানীয়দের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের মূলগ্রাম এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট, মহকুমা শাসক অনন্য জানা, ঘাটালের সমস্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং ঘাটাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। বন্যাকবলিত এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

পুজোয় টোটোয় সেলুন হয়ে উঠবে দুয়ারে সেলুন

মনোজ চক্রবর্তী

শ্যামপুর: যদি বলা হয় 'দুয়ারে সেলুন'-তা হলে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। আর এই সেলুনের পরিকাঠামো অন্তত তাই বলছে। এই অভিনব সেলুনের দেখা মিললো হাওড়ার শ্যামপুরের হোগলাসি মোড়ে। পুরোপুরি সেলুন এটি। অত্যাধুনিক চেয়ার থেকে শুরু করে ব্লিজ, ফেসিয়াল-সহ কেশ ও রূপ সজ্জার অভিনব আয়োজন ও রয়েছে এই সেলুনের। শুধু তাই নয়, কাস্টমারদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় এবং আরামদায়ক পরিমন্ডলে যাতে চুল-দাঁড়ি কাটা যায়, ব্লিজ, ফেসিয়াল করা যায়, তার জন্য রয়েছে হাই স্পীড পাখা। রয়েছে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা। আর সব কিছুই চলছে একটি ছোট সোলার প্যানেলের সাহায্যে। তবে কোনও স্থায়ী দোকানে চলছে না সেলুন। বরং একটি টোটোর উপর তৈরি হয়েছে এই সেলুন। এবার পুজোয় ফোন করলেই পৌঁছে যাবে খরিদ্দারের কাছে। বলা ভালো এটি ভ্রাম্যমাণ সেলুন। অনেকে আবার এটাকে 'দুয়ারে সেলুন'ও বলছেন। আর এই সেলুনকে ঘিরে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে নতুন প্রজন্মের মধ্যে। জানা গিয়েছে হোগলাসির বাসিন্দা যুবক মন্টু মান্না অর্থাভাবে দোকান ঘর ভাড়া না পেয়ে এই সেলুন তৈরি করেছেন। মন্টু বাবু জানান, 'শ্যামপুরের এই এলাকায় দোকান ভাড়ার জন্য সেলামি যেমন দিতে হয়, তেমনি মাসে তিন হাজার টাকা ভাড়া ও গুণতে হয়। আমার সে সামর্থ্য নেই। বাড়িতে স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে সংসার। তাই কিছু টাকা ঋণ নিয়ে কেনা টোটোর উপর এই সেলুন তৈরি করেছি।' উল্লেখ্য, টোটোর উপর সেলুন পুজোর মরসুমে যেমন হিট তেমনি পাড়ায় পাড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে এই আধুনিক সেলুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ
৯৮৩১৯১৯৭৯১
৯৩৩১০৫৯০৬০০

ধানচাষিদের পাশে সরকার

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় স্বস্তি আরামবাগের কৃষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কৃষকদের জন্য কাজ করতে বদ্ধপরিকর এবং প্রতিশ্রুতি পূরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাঁর ঘোষণাতেই তার বাস্তবতা দেখা গেল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্য সভামঞ্চ থেকে ঘোষণা করেন, 'কৃষকরা যত খুশি ধান দিন, আমরা সব কিনে নেব। ১০০ কুইন্টাল ধান দিলে অতিরিক্ত ২০ হাজার টাকা পাবেন।' মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় খুশি আরামবাগ মহকুমার কৃষকেরা। খাদ্য দপ্তর সূত্রে খবর, জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় থাকা প্রায় ছ'কোটি রেশন গ্রাহকের জন্য বছরে কতটা চাল প্রয়োজন, সেই হিসাবের ভিত্তিতেই আপাতত ধান কেনার লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, ওই গ্রাহকদের জন্য বছরে প্রয়োজন প্রায় ১৫ লক্ষ ৮৪ হাজার টন চাল। এবারের বাজেটে রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে, সরকারি উদ্যোগে কৃষকদের কাছ থেকে যে ধান কেনা হবে, তার জন্য ২০২৬-২৭ বিপণন মরশুমে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্য অনুযায়ী প্রতি কুইন্টাল সাধারণ ধানের দাম ২,৪৪১ টাকা এবং 'এ' গ্রেড ধানের দাম ২,৪৬১ টাকা। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, এই সহায়ক মূল্যের সঙ্গে কুইন্টাল-পিছু অতিরিক্ত ২০০ টাকা রাজ্য সহায়তা বা বোনাস দেওয়া হবে। পাশাপাশি, ১০০ কুইন্টাল ধান দিলে অতিরিক্ত ২০ হাজার টাকা চাষিকে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর চাষিরা যাতে কোনওভাবে ফোঁড়েদের দ্বারা প্রতারিত না হন, সেই বিষয়টি এলাকার বিধায়কেরা দেখাশোনা করবেন বলেও জানা গিয়েছে। সরকারের এই পদক্ষেপে খুশি আরামবাগের কৃষকেরা। আরামবাগের খালড় এলাকার চাষি সুব্রত ঘোষ বলেন, 'কৃষকদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে আমরা স্বাগত জানাই। ধান চাষিরা সবসময়ই বঞ্চিত থাকেন। সরকারের এই পদক্ষেপ চাষিদের জীবন বাঁচাবে। বিশেষ করে আরামবাগের চাষিরা ধান চাষের উপর নির্ভরশীল। তাঁদের সংসার চলে এই ধান চাষের উপর। তাই সরকারি সহায়ক মূল্য সঠিক পরিমাণে পেলে তাঁরা খুবই উপকৃত হবেন।' সব মিলিয়ে, কৃষকদের স্বার্থে সরকারের এই ঘোষণা আগামী দিনে ধান চাষিদের মুখে হাসি ফোটাবে বলেই মনে করছেন এলাকার কৃষকেরা।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

KMDA TENDER NOTICE

e-NIT No: 18/EE/ED-I/EM/KMDA/T-2 of 2026-27

Online Tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-I, EM Sector, KMDA, Block-L, Ground Floor, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from the eligible tenderers, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Annual Maintenance of Sub-station equipment, LT Panels including switching 'ON' & 'OFF' operation of Drinking Water Pumps and DG Set, outdoor lighting at New Administrative Building-II at Barasat, 24 Parganas (N)., Rs.40,16,154/-, Rs.80,323/-, 12 months from the date of firm order, **Last date & time of online Bid submission:** 12.10.2026, Time14:00 hrs. for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-578)**

www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T18353(3)/2026

Chairman on behalf of Board of Councillors, Raghunathpur Municipality is hereby inviting tender for various jobs at various wards under AMRUT2.0 scheme within Raghunathpur Municipality.

Sl.	Particulars	Date	Time
1	Date and Time of Publication	26.09.2026	05.00 P.M. onwards
2	Bid Submission Start Date & Time	01.10.2026	11.30 A.M. onwards
3	Bid Submission Close date & Time	27.10.2026	18.00 Hrs. onwards
4	Opening Date	30.10.2026	11.00 A.M. onwards

Tender Id-

2026_MAD_5075675_1 | 2026 MAD_5075260_1 | 2026_MAD_5075314_1,
2026_MAD_5075339_1, | 2026_MAD_5075598_1

For more details Please log on to **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**

Chairman
Raghunathpur Municipality

OFFICE OF THE BOLPUR MUNICIPALITY
BOLPUR:BIRBHUM

1) WBMAD/ULB/BM/PW/Municipal Fund/NIT-15/2026-2027
Memo No:-1695/PWD/BM/2026-2027, Dated-25.09.2026
Number of Work:-22 (Twelve) Sl. No. 1-22
Name of work: Different type of Civil & Electric works under Bolpur Municipality.
Last Date of Submission 27.10.2026 at 11:00 AM for details see Bolpur Municipality.
Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in

2) WBMAD/ULB/BM/PW/Municipal Fund/NIT-16/2026-2027
Memo No:-1697/PWD/BM/2026-2027, Dated-25.09.2026
Number of Work:-1 (One) Sl. No. 1
Name of work: Supply, Erection, fitting and fixing of 10 Mtr. High Mast with LED flood lights under Bolpur Municipality.
Last Date of Submission 29.10.2026 at 11:00 AM for details see Bolpur Municipality.
Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in

3) WBMAD/ULB/BM/PW/Municipal Fund/NIT-17/2026-2027
Memo No:-1698/PWD/BM/2026-2027, Dated-25.09.2026
Number of Work:-16 (Sixteen) Sl. No. 1-16
Name of work: Different type of Civil & Electric works under Bolpur Municipality.
Last Date of Submission 27.10.2026 at 11:00 AM for details see Bolpur Municipality.
Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Bolpur Municipality

OFFICE OF THE
BOLPUR MUNICIPALITY
BOLPUR:BIRBHUM

CORRIGENDUM NOTICE
Date Extension

Tender Reference Number:-
1)WBMAD/ULB/BM/PW/DMA/NIT-07/2026-2027 Memo No-1500/PWD/BM/2026-2027 DATE-09.09.2026
2)WBMAD/ULB/BM/PW/DMA/NIT-08/2026-2027, Memo No-1499/PWD/BM/2026-2027 DATE-09.09.2026
3)WBMAD/ULB/BM/PW/DMA/NIT-09/2026-2027, Memo No-1501/PWD/BM/2026-2027 DATE-09.09.2026
4)/ULB/BM/PW/DMA/NIT-10/2026-2027, Memo No-1502/PWD/BM/2026-2027 DATE-09.09.2026
5)WBMAD/ULB/BM/PW/DMA/NIT-11/2026-2027, Memo No-1503/PWD/BM/2026-2027 DATE-09.09.2026

Due to 1 Call Less than 3 Bidders submission for the above tender, the bid submission time has been extended by more days up to (06.10.2026) 11 AM.

Sd/-
Executive Officer
Bolpur Municipality

বি.এস. খলসিপারা কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

ঠিকানা : রুকুনপুর, পোঃ- রুকুনপুর, নদিয়া।
নিবন্ধন সংখ্যা (Regisration) : ৪৫২ তারিখ : ১৪.০৪.১৯৬৬
স্মারক সংখ্যা : ০১/ইলেক / এআরও **তারিখ : ২৮.০৯.২০২৬**

খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Voter List) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিঃ

সমবায় সমিতি সমুহের সহ-নিবন্ধক, নদীয়া রেঞ্জ তথা নদীয়া রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমুহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ৬১৫ তারিখ ২০.০৫.২০২৬ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমি শ্রী উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল, সমবায় পরিদর্শক তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার বি. এস. খলসিপারা সমবায় সমিতি লিঃ-এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাগণকে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন বিশেষ সাধারণ সভায় পরিচালক মন্ডলীর (Board of Directors) সদস্য নির্বাচন উপলক্ষে অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে নির্বাচন ক্ষেত্র (Constituency) ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা সংযোজিত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে। ঐ নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন/সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ তথ্যাদি সহ আবেদনকারী নিজে অথবা তাঁর দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত (Authorised) ব্যক্তি তা লিখিত ভাবে ইংরাজির ০১.১০.২০২৬ তারিখ হতে ০৭.১০.২০২৬ তারিখের মধ্যে সমিতির অফিসে যে কোন কাজের দিন সকাল ১১-০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৩-০ ঘটিকা'র মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইংরাজির ০৯.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২-০ ঘটিকা থেকে বিকেল ৩-০ ঘটিকার মধ্যে সহকারী রিটার্নিং অফিসার বি. এস. খলসিপারা সমবায় সমিতি লিঃ-এর দ্বারা সমিতি'র অফিস-গৃহে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে ঐদিন অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত হবে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) আগামী ইংরাজি ০৯.১০.২০২৬ তারিখে শুনানি শেষে সমিতি'র নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

তারিখ: ২৮.০৯.২০২৬

স্বা/- উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল
সরকারী রিটার্নিং অফিসার
খলসিপারা সমবায় সমিতি লিঃ

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া) প্রবিধানমালা, ২০১৬-এর প্রবিধান ৬-এর অধীনে)
ফ্লোরিন রিয়েলটর্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর পাওনাদারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য

প্রাসঙ্গিক বিবরণ

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	ফ্লোরিন রিয়েলটর্স প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটর নিগমিত হওয়ার তারিখ	২৭/০৬/২০১২
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর নিগমিত/নিবন্ধিত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং / লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U70109WB2012PTC183217
৫.	কর্পোরেট ডেটরের নিবন্ধিত কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ের (যদি থাকে) ঠিকানা	৪৭, যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০০৫
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ক্ষেত্রে ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (আদেশ প্রাপ্তির তারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬)
৭.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২২ মার্চ, ২০২৭ (সিআইআরপি শুরুর তারিখ অর্থাৎ ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে ১৮০ দিন)
৮.	অন্তর্বতীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল-এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	রাকেশ কুমার আগরওয়াল IBBI/IPA-001/IP-P-00443/2017-2018/10786
৯.	বোর্ডের কাছে নিবন্ধিত অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর ঠিকানা এবং ই-মেইল	২০ এনএস রোড, ১ম ফ্লোর, রুম নং ১৫, ব্লক এ, কলকাতা-৭০০০০১ ইমেইল : rakesh202@hotmail.com
১০	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত ঠিকানা এবং ই-মেইল	২০ এনএস রোড, ১ম ফ্লোর, রুম নং ১৫, ব্লক এ, কলকাতা ৭০০০০১ প্রসেস ইমেইল আইডি: florinrealtors@gmail.com
১১	দাবি পেশ করার শেষ তারিখ	৯ অক্টোবর, ২০২৬ (সিআইআরপি আদেশ প্রাপ্তির তারিখ অর্থাৎ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে ১৪ দিন)
১২	ধারা ২১-এর উপ-ধারা (৬এ)-এর ক্লজ (বি)-এর অধীনে পাওনাদারদের শ্রেণিবিভাগ, যদি থাকে, যা অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল কর্তৃক নিরূপিত হয়েছে	প্রযোজ্য নয়
১৩	একটি শ্রেণিতে পাওনাদারদের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য চিহ্নিত ইনসলভেন্সি প্রফেশনালদের নাম (প্রতিটি শ্রেণির জন্য তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) প্রাসঙ্গিক ফর্মগুলি এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিবরণ যেখানে উপলব্ধ	(ক) https://ibbi.gov.in/home/downloads (খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে :
১. ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল গত ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ফ্লোরিন রিয়েলটর্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর একটি কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া শুরু করার আদেশ দিয়েছে।
২. ফ্লোরিন রিয়েলটর্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর পাওনাদারদের এতদ্বারা আগামী ০৯.১০.২০২৫ তারিখে বা তার আগে শুধুমাত্র দফা নং ১০-এ উল্লেখিত যোগাযোগের ঠিকানায় অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর কাছে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।
৩. আর্থিক পাওনাদাররা শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দেবেন। অন্যান্য সমস্ত পাওনাদাররা সশরীরে, ডাকযোগে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দিতে পারেন।
দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

স্বা/-
রাকেশ কুমার আগরওয়াল
অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
IBBI/IPA-001/IP-P-00443/2017-2018/10786
AA1/10786/02/311226/108823. বৈধতার মেয়াদ ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত
নিবন্ধিত ঠিকানা : ২০ এনএস রোড, ১ম ফ্লোর, রুম নং ১৫, ব্লক এ, কলকাতা ৭০০০০১
তারিখ : ২৮-০৯-২০২৬ নিবন্ধিত ইমেইল আইডি : rakesh202@hotmail.com
স্থান : কলকাতা প্রসেস ইমেইল আইডি : florinrealtors@gmail.com

SBI

এসবিআই হোম লোন সেন্টার, বোলপুর (৬৪১৮৩)
ভেনাস প্লাজা, ৩য় ফ্লোর, শ্রীনিকেতন রোড
বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পিন-৭৩১২০৪, (পঃ বঃ)
ই-মেইল আইডি : sbi.64183@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার, বোলপুরের** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নীচে উল্লেখিত তারিখে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছিলেন এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-কে উক্ত পরিমাণ পরিশোধের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-এর বিপরীতে প্রদর্শিত তারিখ অনুযায়ী নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার, বোলপুরের** উক্ত পরিমাণ এবং এর উপর সুদের চার্জ সাপেক্ষে হবে।

সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা(গণ) / আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**দেবাশিস রুইদাস (প্রয়াত),** পিতা প্রয়াত অমৃতা রুইদাস, গ্রাম পান্ডবেশ্বর (কলেজ পাড়া), পোঃ এবং থানা- পান্ডবেশ্বর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন ৭১৩৩৪৬। তাঁর আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) ১) **শ্রীমতী দীপালি রুইদাস,** স্বামী প্রয়াত দেবাশিস রুইদাস ২) **শ্রীমতী মনি রুইদাস,** পিতা প্রয়াত দেবাশিস রুইদাস ৩) **শ্রীমতী মনীষা রুইদাস,** পিতা প্রয়াত দেবাশিস রুইদাস, সকলের ঠিকানা : গ্রাম পান্ডবেশ্বর (কলেজ পাড়া), পোঃ এবং থানা- পান্ডবেশ্বর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩৩৪৬	পশ্চিম বর্ধমান জেলার, পান্ডবেশ্বর (কলেজ পাড়া), পোঃ এবং থানা- পান্ডবেশ্বর, পিন- ৭১৩৩৪৬, এডিএসআর অফিস রানীগঞ্জ, চৌকি - দুর্গাপুরের অধীনে নিবন্ধিত, মৌজা- মহল, জে.এল. নং ১০, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং- ১৫৫, এল.আর. খতিয়ান নং ২৫৮৩-এ অবস্থিত, শ্রেণী বাস্তু, ২০১৮ সালের ১-৩২৭৭ নম্বর বিক্রয় দলিল অনুযায়ী ৪.১২ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি প্রয়াত দেবাশিস রুইদাসের নামে রয়েছে, পিতা প্রয়াত অমৃতা রুইদাস, গ্রাম - পান্ডবেশ্বর (কলেজ পাড়া), পোঃ এবং থানা- পান্ডবেশ্বর, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩৩৪৬। **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে** - খালি জমি। **দক্ষিণে** - রাস্তা। **পূর্বে** - কৃষ্ণা রুইদাসের খালি জমি। **পশ্চিমে** - অনিত সরকারের বাড়ি।	১) ১৭.০৭.২০২৬ ২) ২৪.০৯.২০২৬ ৩) ৯,৯৯,০৮৪.০০ টাকা (নয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার চুরাশি টাকা) যা ১৭.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী এবং এর উপর ১৮.০৭.২০২৬ তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি।
২.	**দীনেশ কুমার মাহাতো (প্রয়াত),** পিতা প্রয়াত রাম জালান মাহাতো, গ্রাম- হাটজন বাজার কলোনি (রামপ্রসাদ হাই স্কুলের কাছে), সিউড়ি, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১১০২। তাঁর **আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)** ১) **শ্রীমতী সুলেখা দেবী (স্ত্রী),** স্বামী প্রয়াত দীনেশ কুমার মাহাতো ২) **শ্রী বিক্রম মাহাতো (ছেলে),** পিতা প্রয়াত দীনেশ কুমার মাহাতো ৩) **শ্রী সানি কুমার মাহাতো (ছেলে),** পিতা প্রয়াত দীনেশ কুমার মাহাতো ৪) **শ্রীমতী সুরুচি কুমারী মাহাতো (মেয়ে),** পিতা প্রয়াত দীনেশ কুমার মাহাতো, সকলেই বাসিন্দা : গ্রাম- হাটজন বাজার কলোনি (রামপ্রসাদ হাই স্কুলের কাছে), সিউড়ি, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১১০২	বীরভূম জেলার, হাটজন বাজার কলোনি (রামপ্রসাদ হাই স্কুলের কাছে), পোঃ এবং থানা এবং এসআর অফিস এবং চৌকি - সিউড়ি, পিন- ৭৩১১০১, মৌজা- ফতেপুর, জে.এল. নং ৯৮, এল.আর খতিয়ান নং ৫৬৩ এবং ৫৬৪, প্লট নং ১৯/৩২৯, সিডি ভলিউম নং ১২, পৃষ্ঠা নং ৮৪ থেকে ৯৫-এর অন্তর্ভুক্ত **আই-৪৬৩৬/২০১৪** নম্বর দলিলের অধীনে **৩ ডেসিমেল পরিমাপের (শ্রী দীনেশ মাহাতো ১.৫০ ডেসিমেল এবং শ্রীমতী সুলেখা দেবী ১.৫০ ডেসিমেল)** জমি এবং ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটি শ্রীমতী সুলেখা দেবী (ঋণগ্রহীতা),** স্বামী শ্রী দীনেশ কুমার মাহাতো এবং **শ্রী দীনেশ কুমার মাহাতো (প্রয়াত ঋণগ্রহীতা),** পিতা প্রয়াত রাম জালান মাহাতো, গ্রাম হাটজন বাজার কলোনি (রামপ্রসাদ হাই স্কুলের কাছে), সিউড়ি, জেলা বীরভূম, পিন- ৭৩১১০২-এর নামে রয়েছে। **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে** - জিপি রোড। **দক্ষিণে** - শুকদেবের বাড়ি। **পূর্বে** - বাবলুর জমি। **পশ্চিমে** - জিপি রোড।	১) ২৯.০৬.২০২৬ ২) ২৫.০৯.২০২৬ ৩) ১৫,৮৩,৮৩০.০০ টাকা (পনেরো লক্ষ তিরাশি হাজার আটশো ত্রিশ টাকা) যা ২৯.০৬.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী এবং এর উপর ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি।

তারিখ : ২৪.০৯.২০২৬ এবং ২৫.০৯.২০২৬
স্থান : পান্ডবেশ্বর, সিউড়ি

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আনন্দ সংবাদ -আনন্দ সংবাদ- আনন্দ সংবাদ

হস্তশিল্প ও তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য, বৈচিত্র্য ও সৃজনশীলতাকে সকলের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে **ডেভেলপমেন্ট কমিশনার (হ্যান্ডলুম), বস্ত্র মন্ত্রক, ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বস্ত্র অধিকর্তা, ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে, উপ-অধিকর্তা, বস্ত্র (হস্ততাঁত) প্রেসিডেন্সি বিভাগ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া ও নদীয়া জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায়**

স্টেট হ্যান্ডলুম এক্সপো, হাতকরঘা মেলা ২০২৬

আগামী ২৯-শে সেপ্টেম্বর থেকে ১২-ই অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত সেন্ট্রাল পার্ক-ভাষা উদ্যান, কল্যাণী, নদীয়াতে আয়োজিত হয়েছে।
শুভ উদ্বোধন ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টায়।
প্রতিদিন দুপুর ২টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত মেলা চলবে।
মেলায় প্রবেশ অবাধ।
আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ।

Memo No: 161/DICO/N/Advt.26, Date: 27.09.2026

হিন্দমোটরে ইলেকট্রিক ভেহিকেল কারখানা নির্মাণের প্রস্তাব হিন্দুস্তান মোটরসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এখন শুধু ‘হিন্দুস্তান মোটরস’ নামটাই রয়ে গিয়েছে। বিঘের পর বিঘে পড়ে আছে অন্ধকারে। যে রাস্তায় গাড়ি তৈরি করে পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হত, সেই রাস্তা এখন খানাখন্দে ভরা, জ্বলে না কোনও আলো। হিন্দমোটরে বছর কয়েক আগেও এলাকার চেহারা ছিল একেবারে অন্যরকম। ছিল কারখানা! ভালোভাবে চলত স্কুল, নিয়মিত পুজো হত মন্দিরে। আলোয় ঝলমল করত গোটা এলাকা। বিড়লাদের লিজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর জমি এখন রাজ্যের হাতে। এবার সেই হিন্দমোটরকে ঘিকে আশায় বুক বাঁধছেন এলাকার মানুষ। সূত্রের খবর, হিন্দুস্তান মোটরসের পরিত্যক্ত জমিতে ইলেকট্রিক ভেহিকেল কারখানা তৈরির প্রস্তাব দিয়েছে হিন্দুস্তান মোটরস। রাজ্য বিজেপির ফেসবুক পেজে বিষয়টি জানানো হয়েছে। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পেজে পোস্ট করেছেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ও। ৭০০ একর জমিতে তৈরি হত অ্যাম্বাসাডর, উত্তরপাড়ায় প্রায় ৭০০ একর জমির উপরে দেশের প্রথম গাড়ি কারখানা তৈরি হয়েছিল। কয়েক হাজার শ্রমিক এই কারখানায় কাজ করতেন। উত্তরপাড়া ও কোন্নগরের মাঝে এই কারখানার জন্যই তৈরি হয়েছিল হিন্দমোটর রেল স্টেশন। হিন্দুস্তান মোটরস কারখানায় তৈরি হওয়া অ্যাম্বাস্যাডর গাড়ি দেশে-বিদেশে সমাদৃত ছিল। প্রতিযোগিতার বাজারে টিকতে পারেনি গাড়িটি। আধুনিকীকরণ না হওয়ায় ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে অ্যাম্বাসাডর। ধুঁকতে ধুঁকতে ২০১৪ সালে হিন্দুস্তান মোটরস কারখানার ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়। যে কারখানাকে কেন্দ্র করে এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থা বদলে গিয়েছিল, সেই কারখানা বন্ধ হওয়ায় শ্রমিকদের কাজ হারানোর পাশাপাশি এলাকার ব্যবসা বাণিজ্যেও প্রভাব পড়ে। কালো অন্ধকার নেমে আসে গোটা এলাকায়। হিন্দুস্তান মোটরসের জমির ৩০০ একর জমি আগেই আবাসন প্রকল্পের জন্য একটি সংস্থাকে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া টিটাগড় ওয়াগনের কারখানাকে দেওয়া হয়েছে আরও ৪০ একর। সেখানে তৈরি হয় মেট্রোর রেক। সূত্রের খবর, বাকি পড়ে থাকা জমিতে ইলেকট্রিক ভেহিকেল বা বৈদ্যুতিক গাড়ি তৈরির প্রস্তাব দিয়েছে হিন্দুস্তান মোটরস। এই খবর সামনে আসতেই খুশি এলাকার বাসিন্দারা। যাঁরা হিন্দমোটরে কাজ করতেন, তাঁরা বলছেন, ‘কারখানা শুরু হলে খুব খুশি হব। আবার নতুন ছেলেরা কাজ পাবে। এলাকার উন্নয়ন হবে।’ বিজেপি নেতা পঙ্কজ রায় বলেন, ‘রাজ্য সরকার হিন্দুস্তান মোটরসের কাছে ডিপিআর চেয়েছে। প্রজেক্ট রিপোর্ট জমা করতে বলা হয়েছে। আমাদের সরকার আসার ৪-৫ মাসের মধ্যে বিড়লারা ফিরে আসছে।’ বিজেপির মুখপাত্র প্রণয় রায় বলেন, ‘বর্তমানে রাজ্যের হাতে হিন্দমোটরের জমি আছে। মেট্রোর কোচ তৈরির কারখানাও আরও বড় করা হতে পারে। যত দ্রুত সম্ভব শিল্প হবে। এতটা অব্যবহৃত জায়গা পড়ে আছে।’

মতুয়াদের সিএএ-তে আবেদন করার বার্তা শান্তনু ঠাকুরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: মতুয়াদের উদ্দেশ্যে সিএএ অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও ভারত সরকারকে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। উত্তর ২৪ পরগনা বনগাঁ নীলদর্পণ প্রেক্ষাগৃহে বনগাঁ জেলা মতুয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংঘাদীপতি তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। তিনি মতুয়াদের উদ্দেশ্যে সিএএ-তে আবেদন করার বার্তা দেন। ভারতীয় নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত হবার জন্য সিএএ-তে আবেদন করে এই কর্মকাণ্ডে ভারত সরকারকে সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও ভারত সরকারকে সহযোগিতার জন্য সিএএ-তে আবেদন করার বার্তা দেন তিনি। এবং শান্তনু ঠাকুর বলেন, ‘অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ খুব ভালো কাজ করছে। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর আগমনের জন্য ঠাকুরনগর ও ওড়াকান্দি আলাদা মাত্রা পেয়েছে। আগামী দিনে ঠাকুরনগরের সমৃদ্ধির জন্য মতুয়া মহাসংঘের সঙ্গে সকল মতুয়াকে জুড়ে থাকতে অনুরোধ করছি।’ পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শান্তনু ঠাকুর জানিয়েছেন, ‘আমরা মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে বর্তমান সরকারের কাছে নানা দাবি দাওয়া নিয়ে আবেদন জানিয়েছি। আশা রাখছি আগামীতে আমাদের দাবি পূরণ হবে।’

রামমোহন রায়ের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা বিধায়ক বিমান ঘোষের

স্মরণ সমাজ সংস্কারের আদর্শ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সমাজ সংস্কারক, নবজাগরণের অগ্রদূত এবং বাংলার সমাজ ও চিন্তাজগতের অন্যতম পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়ের প্রয়াণ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল রবিবার। এই বিশেষ দিনে মহান সমাজ সংস্কারকের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি রাধানগর-সহ তাঁর স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন স্থানে শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে তাঁর সমাজ সংস্কারের আদর্শকে স্মরণ করা হয়। এদিন রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়ে গিয়ে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বিধায়ক বিমান ঘোষ। পাশাপাশি রাধানগরের আমবাগানে অবস্থিত রামমোহন মেমোরিয়ালেও তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান তিনি। মহান সমাজ সংস্কারকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি তাঁর জীবন, কর্ম এবং সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথাও স্মরণ করেন বিধায়ক। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ভারতীয় সমাজের বহু প্রচলিত কুসংস্কার ও সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর। সমাজ সংস্কারের পাশাপাশি নারীশিক্ষার প্রসার, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং যুক্তিবাদী চিন্তাধারার বিকাশে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত ও আধুনিক চিন্তাভাবনায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাধারা পরবর্তী প্রজন্মের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, ‘রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শ ও চিন্তাধারা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। সমাজের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর দেখানো পথ আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। নারীশিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ভারতীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘রাধানগরের মাটিতে জন্ম নেওয়া রাজা রামমোহন রায় শুধু বাংলার নয়, গোটা দেশের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নাম। তাঁর কর্ম ও আদর্শ নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন। তাঁর চিন্তাভাবনাকে সামনে রেখে একটি যুক্তিবাদী, শিক্ষিত ও কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ে তোলাই হবে তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা।’ এদিনের কর্মসূচিকে ঘিরে রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয় এবং রাধানগরের রামমোহন মেমোরিয়াল চত্বরে শ্রদ্ধা নিবেদনের পরিবেশ তৈরি হয়। মহান সমাজ সংস্কারকের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান বিধায়ক। পাশাপাশি রাজা রামমোহন রায়ের জীবন ও কর্মের নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়। সবমিলিয়ে রাজা রামমোহন রায়ের প্রয়াণ দিবসে তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ফের উঠে আসে সমাজ সংস্কার ও নবজাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা। তাঁর দেখানো পথে সমাজকে আরও সচেতন, শিক্ষিত ও কুসংস্কারমুক্ত করার বার্তাই এদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়।

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের হামিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চাপাবনি গ্রাম। মাটির ঘর ভেঙে, জল ঢুকে চরম দুর্ভোগে বহু পরিবার। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির হাতে ত্রিপল তুলে দিলেন পাত্রসায়ের মন্ডল-২ বিজেপির প্রেসিডেন্ট অনুপ ঘোষ। তিনি জানান, অসহায় পরিবারগুলি যাতে কোনও সমস্যায় না পড়ে, তার সব ব্যবস্থা করা হবে। এদিন গ্রামে গিয়ে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলি পরিদর্শন করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েকদিনের টানা বর্ষণে গ্রামের বহু কাঁচা বাড়ির চাল ফুটো হয়ে গেছে, দেওয়াল ধসে পড়েছে। অনেকে ঘরছাড়া হয়ে স্কুলবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। মাঠ-ঘাট, পুকুর, রাস্তা সব জলের তলায়। এ বিষয়ে অনুপ ঘোষ বলেন, ‘বিগত টানা বৃষ্টির ফলে বহু মানুষের কাঁচা মাটির বাড়ি ভেঙে পড়েছে। যাদের বাড়ি একেবারে বসবাসের অযোগ্য, তাদের স্কুলে রাখার ব্যবস্থা করতে স্থানীয় নেতৃত্বকে বলেছি। যাদের ঘরে জল পড়ছে, তাদের ত্রিপল দেওয়া হল। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় প্রতিটি কাঁচা বাড়ির সার্ভে হয়েছে, প্রত্যেকেই পাকা বাড়ি পাবেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সার্ভেতে বাড়ি হয়ে গেছে দেখাচ্ছে, অথচ বাস্তবে বাড়ি নেই। আগের সরকারের আমলে সেই টাকা কোথায় গেল, তা খতিয়ে দেখা হবে। সোমবার বিডিও-কে বিষয়টি জানাব।’

অন্যদিকে, এক ক্ষতিগ্রস্ত বৃদ্ধা জানান, ঘরের অবস্থা গোটাটাই খারাপ, জল পড়ে। আজ শুধু ত্রিপল দিয়ে গেছে। ভয় হচ্ছে কখন ঘর ভেঙে পড়ে। গ্রামের যুবকদের অভিযোগ, পুকুরের পাড়ের গার্ডওয়াল ভেঙে যাওয়ায় প্রতি বছর সামান্য বৃষ্টিতেই বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। এবার নিয়ে তিনবার বান এল গ্রামে। স্থায়ী গার্ডওয়াল ও পাকা বাড়ির দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

হোটেল ব্যবসায়ীকে পাঁচ লক্ষ টাকা তোলা-হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নিহত তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারের এলাকাতেই এবারে এক হোটেল ব্যবসায়ীকে পাঁচ লক্ষ টাকা তোলা আদায়ের চাপ দিয়ে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠলো একদল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। পুলিশ ওই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , ইংরেজবাজার শহরের ঝলঝলিয়া এলাকার বাসিন্দা অভিযোকারী ব্যবসায়ী মিথিলেশ সাহা। মালদা টাউন স্টেশন সংলগ্ন ঝলঝলিয়া এলাকার রাজ্য সড়কের ধারেই তাঁর একটি হোটেল রয়েছে।

মিথিলেশ সাহা বলেন, ইংরেজবাজার থানার ঝলঝলিয়া স্টেশন রোডে একটি হোটেল রয়েছে। সেই হোটেলে গত সোমবার একদল দুষ্কৃতী রাতের অন্ধকারে মুখে কাপড় বেঁধে হোটেলে ঢুকে তার কাছে ৫ লক্ষ টাকা দাবি করে। সেই টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে গালিগালাজ শুরু করে। এমনকি গুলি করে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। এরপর গত বুধবার এবং শুক্রবার দফায় দফায় রাস্তা ঘাটে যে কোন জায়গায় প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে হুমকি দিচ্ছে দুষ্কৃতীদের দল। ভয়ে ওই ব্যবসায়ী ইংরেজবাজার থানায় দু’বার অভিযোগ জানান। এরপর কোনও ব্যবস্থা না হওয়ায় গত শনিবার পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কের পরিবেশ তৈরী হয়েছে। এমনকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর প্রাণ বাঁচানোর আবেদন করেছেন ওই ব্যবসায়ী ও তাঁর স্ত্রীর। ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্যো বিধানসভার মুখ্য সচেতক অম্লান ভাদুরী বলেন, ‘এরকম ঘটনা ঘটলে পুলিশ তদন্ত করবে। যদি দোষী হয় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে। তবে যাদের কথা শোনা যাচ্ছে তারা দুই পক্ষই তৃণমূল। বাস্তবে কি আছে তদন্ত করে দেখতে হবে। সেটা পুলিশ দেখবে ব্যবস্থা নেবে আইন অনুযায়ী।’ জেলা তৃণমূল নেতা বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, ‘সব ঘটনায় রাজনীতিকে সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছে বিজেপি। একজন ব্যবসায়ী দুষ্কৃতীদের হুমকিতে আতঙ্কিত। আমরা চাই পুলিশের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিক।’ মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক বলেন, ‘আর কয়েকদিন পর দুর্গাপুজো। পুজোর মরশুমে ব্যবসায়ীদের বেচাকেনা চাপ বাড়ে। বাইরে থেকেও অনেক পর্যটকেরা হোটেলে এসে ওঠেন। এক্ষেত্রে আমাদের দাবি পুলিশ যাতে বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়।’ মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

একদা মাও-তাণ্ডবে জর্জরিত বাগডুবি গ্রামকে দত্তক নিল পুলিশ

প্রীতিলতা বন্দোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলমহল বারিকুল থানার বাগডুবি গ্রাম দত্তক নিল বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। শনিবার গ্রামের ছেলে রাজ্যের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর উপস্থিতিতে এই দত্তক নিলেন জেলা পুলিশ সুপার পিভিজি সতীশ। এই দত্তক নেওয়া উপলক্ষ্যে বাগডুবি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শনিবার এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল বাঁকুড়া জেলা পুলিশ তাঁদের সেবা সংকল্প অভিযানের অঙ্গ হিসেবে। শনিবার ২৬ সেপ্টেম্বর বাংলার পথিকৃৎ পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে এই গ্রামকেই বাঁকুড়া জেলা পুলিশ দত্তক নেয়।

উল্লেখ্য, বারিকুল থানা ও গ্রাম পঞ্চায়েতের জঙ্গল ঘেরা অত্যন্ত প্রত্যন্ত একটি গ্রাম বাগডুবি। জঙ্গলমহল এলাকার অনুন্নয়নকে হাতিয়ার করে এই গ্রাম-সহ বারিকুল একসময় মাওবাদীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছিল। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, এই বাগডুবি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ২০০৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর রাতে মাওবাদীদের সঙ্গে সিআরপিএফ-এর ব্যাপক গুলি বিনিময় হয়। এই সংঘর্ষে বিনোদ রাই নামে একজন সিআরপিএফ জওয়ান শহীদ হয়েছিলেন। সেই দিনগুলিও আতঙ্কে আজও তারা শিউরে ওঠেন। এই এলাকা তখন এই বারিকুল ছিল দুর্গম এলাকা। এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে সারাক্ষণ আতঙ্ক ছিল। রাতদিন শুধু গোলাগুলির শব্দ, চিৎকার, হুমকি, কান্না আর ভারী বুটের আওয়াজ। আজ দিন পাল্টেছে। এই গ্রাম দত্তক নেওয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী তথা রানীবাঁধ বিধানসভার বিধায়ক সর্বোপরি এই বাগডুবি গ্রামের বাসিন্দা ক্ষুদিরাম টুডু, খাতড়া মহকুমা শাসক তাপস ভট্টাচার্য, রানিবাঁধের বিডিও পার্থসারথি কীর্তনীয়া, বারিকুল থানার আইসি-সহ বিশিষ্ট অতিথি বৃন্দ। জেলা পুলিশ সুপার পিভিজি সতীশ পাশুমার্থি জানান, ‘এই গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই দত্তক গ্রহণ।’ পুলিশ সুপার আরও বলেন, ‘গ্রামের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি যুবকদের পুলিশ ও সেনাবাহিনীর নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তাছাড়া কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলির সুবিধা যাতে গ্রামবাসীরা পায় সেদিকে পুলিশের ধারাবাহিক নজর থাকবে।’ গ্রামবাসীদের বক্তব্য, গত ২০১১ সালে রাজ্যে সরকার বদলের পর অনেক মাওবাদী নেতানেত্রী আত্মসমর্পণ করেন। এতে এলাকা অনেকটাই শান্ত হয়েছে এবং আতঙ্ক কেটেছে। তবে এলাকার উন্নয়ন তেমন হয়নি। জঙ্গলমহল হাসছে তা ঠিক নয়। এবার ২০২৬ সালের সরকার পরিবর্তন হওয়ায় এলাকা স্বস্তিতে আছে। এলাকারই ছেলেকে মন্ত্রী করা হয়েছে উন্নয়নের লক্ষ্যে। মন্ত্রী এলাকার সব কিছুই চেনেন ও জানেন। এতে তারা খুশি। পুলিশ আধিকারিকদের বক্তব্য, বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল এলাকার রানিবাঁধ ব্লকের অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া গ্রাম বাগডুবি। বারিকুল পঞ্চায়েতের এই গ্রামে রয়েছে ১০৭টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের পরিবার। এই গ্রাম ও গ্রামবাসীদের উন্নয়নে নজর রাখতেই এই দত্তক নেওয়া হল। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, বর্ষায় রাস্তার বেহাল অবস্থার জন্য অসুস্থ রোগীদের নিয়ে যাতায়াতে সমস্যা হয়। পড়ুয়াদের জঙ্গলপথে স্কুলে যেতে হয়। গরমে দেখা দেয় পানীয় জলের চরম সংকট। অনেক দূর থেকে পানীয় জল মাথায় করে বয়ে আসতে হয়। মোবাইল নেটওয়ার্ক না থাকায় সমস্যায় পড়েন গ্রামবাসী।

পুলিশ গ্রামটিকে দত্তক নেওয়াতে গ্রামবাসীরা উন্নয়নের কিছুটা আশার আলো দেখছেন। অন্যদিকে মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর দাবি, পুলিশ ও প্রশাসনের সমীক্ষায় পিছিয়ে থাকা গ্রাম হিসেবেই বাগডুবিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। গ্রামটিকে মডেল হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা থাকবে।

চন্দ্রকোনায় রামমোহন রায়ের তিরোধান দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: চন্দ্রকোনায় স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সংঘের উদ্যোগে পালিত হল ভারতের নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের তিরোধান দিবস। এদিন রাজা রামমোহন রায়ের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মধ্য দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রকোনার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই, স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সংঘের সভাপতি সমীর কুমার ঘোষ, সঞ্জিত মিদ্যা, শিবশংকর ঘোষাল, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল-সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সংঘের সভাপতি সমীর কুমার ঘোষ বলেন, ‘রাজা রামমোহন রায়ের চরণে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি ও শত কোটি প্রণাম। সতীদাহ প্রথা বিলোপ এবং নারী ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এমন একজন মহান সমাজ সংস্কারককে আমরা যেন বর্তমান সময়ে স্মরণ করতে ভুলে যাচ্ছি।’

তিনি আরও দাবি করেন, রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে খানাকুলে তাঁর বাস্তুভিটেতে সরকারি উদ্যোগে একটি ‘রাজা রামমোহন উন্নয়ন পর্ষদ’ গঠন করা হোক। এর মাধ্যমে তাঁর স্মৃতি ও সমাজ সংস্কারের ইতিহাস আরও সুসংরক্ষিত হবে বলে জানান তিনি।

দুর্গাপুরে ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চের রাজ্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা, সংগঠনের সদস্য সংগ্রহ এবং কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নানা অভিযোগ নিয়ে আলোচনা হল ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চের রাজ্য সম্মেলনে। রবিবার দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার অন্তর্গত সাধুডাঙার দামোদর রিক্রিয়েশন ক্লাবের হলে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি স্বপন কুমার নন্দী, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কল্যাণ দুবে-সহ সংগঠনের স্থানীয় নেতৃত্ব এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত শ্রমিকরা। সম্মেলন ঘিরে শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা এবং সংগঠনের সদস্য সংগ্রহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, শ্রমিকদের কাছ থেকে ৫০০ টাকা করে সদস্যপদ সংগ্রহ করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিকদের ‘গেট পাস’ কেড়ে নেওয়ার অভিযোগও সম্মেলনে উঠে আসে। এই ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে আগামী দিনে সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্দোলন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কল্যাণ দুবে। অন্যদিকে, সম্মেলন প্রসঙ্গে ভারতীয় মজদুর সংঘের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সাধারণ সম্পাদক মৃন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘ভারতের সবচেয়ে বড় শ্রমিক সংগঠন হল বিএমএস।’ তাঁর এই মন্তব্যকে ঘিরেও শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার প্রসঙ্গ সামনে আসে। সম্মেলনের মধ্য দিয়ে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরার পাশাপাশি আগামী দিনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার বার্তাও দেওয়া হয়।

পাখির চোখ ২০৩৬ অলিম্পিক

বালুরঘাটে প্রথম নর্থ বেঙ্গল লেভেল সাঁতার প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: উত্তরবঙ্গের ক্রীড়া জগতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। দক্ষিণ দিনাজপুর সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বালুরঘাটে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ‘নর্থ বেঙ্গল লেভেল সাঁতার প্রতিযোগিতা ২০২৬’। রবিবার বালুরঘাট পৌরসভা পরিচালিত সুইমিং পুলে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে সাঁতারু ও ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা ও উৎসবের আবহ লক্ষ্য করা যায়। আয়োজকদের সূত্রে জানা গেছে, এই প্রতিযোগিতায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি একাধিক নামী ক্লাবের সাঁতারুরা অংশ নেন। ছেলে ও মেয়েদের বিভিন্ন বয়সভিত্তিক বিভাগে মোট ৪৩টি ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে প্রায় ৮০ জন প্রতিযোগী নিজেদের ক্রীড়াশৈলী ও দক্ষতা প্রদর্শন করেন। কড়া প্রতিযোগিতার মধ্যেও উদীয়মান সাঁতারুদের নৈপুণ্য উপস্থিত দর্শকদের নজর কাড়ে।

দক্ষিণ দিনাজপুর সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের কর্তারা জানান, উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক এলাকার লুকানো সাঁতার প্রতিভাদের আবিষ্কার করে তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের বড় মঞ্চে তুলে আনাই এই আয়োজনের প্রধান উদ্দেশ্য। বিশেষ করে ২০৩৬ সালের অলিম্পিককে সামনে রেখে এখন থেকেই জেলা ও উত্তরবঙ্গ থেকে ভবিষ্যৎ অলিম্পিয়ান গড়ে তোলার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নামা হয়েছে। ছোট বয়স থেকেই সঠিক প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এই খেলাটিকে আরও জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথমবারের এই সফল আয়োজনে আয়োজক সমিতি অত্যন্ত আশাবাদী। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাঁতারুদের বিপুল সাড়া পাওয়ায় তারা আগামী দিনে এই প্রতিযোগিতাকে আরও বড় পরিসরে আয়োজন করার পরিকল্পনা করছেন। তাঁদের বিশ্বাস, এই মঞ্চ থেকে উঠে আসা সাঁতারুরাই আগামী দিনে উত্তরবঙ্গ তথা দেশের সাঁতার জগতে নিজেদের নাম উজ্জ্বল করবে।

সরকার বদলে পূজাপার্বণ বৃদ্ধি, স্বস্তিতে বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাজ্যে সরকার বদল হওয়ায় জেলার মৃৎশিল্পীরা অনেকটাই স্বস্তি পেয়েছেন। পুরো আগষ্ট ধরে খামখেয়ালী থাকলেও সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে আবহাওয়া প্রতিকূল থাকায় জেলার মৃৎশিল্পীরা ভীষণ মুশকিএ পড়ে গেছেন। নতুন সরকার আসার পর তাদের বিশ্বকর্মা থেকে মাটির প্রদীপ তৈরির বরাত বেড়েছে। তার ওপর তো দুর্গা প্রতিমার ধরা বরাত রয়েছে। কিন্তু আকাশের মুখ ভার থাকায় বিড়ম্বনায় পড়তে হয়ে ছিল তাদের। তবুও এই প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও এবার তাদের আয় অনেকটাই বেড়েছে। এতে উৎসাহ ফিরে পেয়েছেন তারা। এমনটাই বক্তব্য জেলার মৃৎশিল্পী বা কুম্ভকারদের। গত মাস দেড়েক ধরে ভীষণ ব্যস্ত ছিল কুমোরপাড়াগুলি। সেই ব্যস্ততা এখনও কাটেনি। কারন লক্ষ্মী, কালি, কার্তিক, জগদ্ধাত্রী প্রায় সব দেবদেবীর মূর্তি গড়ার বরাত কিছুটা হলেও বেড়েছে। তাদের বক্তব্য, রাজ্যে সরকার বদল হওয়ার পর মনসা, ভাদু,গণেশ ও বিশ্বকর্মা সহ বিভিন্ন পূজাতে মানুষের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বেড়েছে। এমনকি পূজা সংখ্যাও বেড়েছে। এতে প্রতিমা ও পূজার জন্য প্রয়োজনীয় মাটির সামগ্রী প্রদীপ, ধুনুচি, ভোগ ও ধূনো পোড়ানোর সরা বা মালসা, ছোট ভাঁড় ও হাঁড়ির চাহিদা অনেকটাই বেড়েছে।

সরকার বদলের পর থেকেই এটা ঘটেছে বলে তাদের দাবি। বাঙালি মানেই বারো মাসে তেরো পার্বণ। বর্তমান সরকারের সমর্থনে পরবের জোয়ার এসেছে। বর্তমান সময়ে সেবা প্রকল্প প্রসারে আর্শিবাদের প্রদীপ জ্বালানোর মত সরকারি ও মোদিজীর জন্মদিনে আর্শিবাদের প্রদীপ জ্বালানোর মত দলীয় কর্মসূচিতে প্রচুর প্রদীপ তৈরির বরাতের পাশাপাশি বাজারেও বিক্রি হয়েছে জেলা জুড়ে। এতে জেলার প্রায় প্রতিটি মৃৎশিল্পী পরিবার উপকৃত হয়েছেন। আঁচুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা মধু কুম্ভকার, সনাতন মাজি ও নন্দদুলাল কুম্ভকার বলেন, আর্শিবাদের প্রদীপ জ্বালানো প্রকল্পে জেলার প্রায় প্রতিটি থানা, বিডিও অফিসের পাশাপাশি বিশেষ জায়গা বা পর্যটন কেন্দ্রে প্রচুর পরিমানে মাটির প্রদীপ জ্বালানো হয়েছিল। তাদের আশা জেলায় দুর্গা,কালী ও জগদ্ধাত্রীর মত বড় এবং সরস্বতীর মত ছোট পূজার সংখ্যা বাড়তে পারে। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, মুকুটমনিপুর জলাধারের পাড়ে ও জলের ওপর ভাসমান নৌকায় লক্ষাধিক প্রদীপ জ্বালানো হয়েছিল। জেলার কোনো কোনো বিডিও অফিস ও থানায় গড়ে ৩০-৪০ হাজার করে প্রদীপ জ্বালানো হয়ে ছিল বলেও খবর।

শালতোড়ার মৃৎশিল্পীদের বক্তব্য এখন তাদেরই সময়। বিভিন্ন পূজা তো আছে।এসময় অনেক লোকাচার আছে যেখানে মাটির হাঁড়ি কলসির পাশাপাশি প্রদীপের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। দীপাবলি, ১৪ বাতি লোকাচারে প্রচুর মাটির প্রদীপ বিক্রি হয়। প্রতিটি দেবদেবীর পূজাতে মানত রেখে মাটি প্রদীপ নিবেদন করা ও মন্দির আলোয় সাজানো হয়। এছাড়া রাতের শিয়াল শকুনি উৎসব রয়েছে সামনে। এসময় প্রচুর কাঁচা মাটির শিয়াল শকুনি ও মাটি প্রদীপ বিক্রি হয়। করম পরবেও এবার প্রদীপ এবং সরা বা বিক্রি হয়েছে। নতুন সরকার আসার পর থেকেই পূজা পার্বন ও লোকাচারগুলি উদ্দীপনা পেয়েছে। এতে তারা খুশি। তাদের বক্তব্য, শালতোড়া অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের মেরুদন্ড বিগত সরকার ভেঙে দিয়ে ছিল পাথর খাদান ও পাথরভাঙা কল বন্ধ করে দিয়ে। এই এলাকার ২৫০-২৬০টি কল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল ৩৫-৪০ হাজার শ্রমিক। তাদের অধিকাংশই মাটির সামগ্রী তৈরি ও দিনমজুরের কাজ করে সংসার চালাচ্ছেন। রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ায় মাটির কাজের চাহিদা বাড়ায় সকলে অনেকটাই স্বস্তি পেয়েছেন।

উগ্রপন্থীদের গুলি বর্ষণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩

ইম্ফল, ২৭ সেপ্টেম্বর: মণিপুরের সেনাপতি জেলায় শনিবার সন্দেহভাজন উগ্রপন্থীদের চালানো গুলিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩ হয়েছে। এই ঘটনায় গুরুতর আহত দুই সাধারণ নাগরিকের মধ্যে একজন রবিবার ভোরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, মৃতের নাম আশিহো সানি (৪৯)। রবিবার ভোর প্রায় তিনটে নাগাদ একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য সেনাপতি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

উল্লেখ্য, শনিবার দুপুরে সেনাপতি এলাকার কালেনজাং গ্রামে আয়োজিত এক গুলিবর্ষণের ঘটনায় দু'জন নাগা নাগরিকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছিল। নিহতদের পরিচয় পাওয়া গেছে; তাঁরা হলেন চাওওয়াইনামাই গ্রামের বাসিন্দা রকি এবং লাই শিরাফি গ্রামের বাসিন্দা কুমার। একই ঘটনায় আহত আদানি ম্যানিওর (৩৩) হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

ঘটনার খবর পেয়েই পুলিশ এবং নিরাপত্তারক্ষীদের বিশেষ টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। সমগ্র ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। কিছু রিপোর্টে সশস্ত্র কুকি গোষ্ঠীগুলির জড়িত থাকার কথা বলা হলেও, এই দাবির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল (ইউএনসি) দ্বারা রাজ্যের জাতীয় মহাসড়কগুলিতে দীর্ঘ চার মাস ধরে চলা অর্থনৈতিক অবরোধ স্থগিত করার ঘোষণার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে।

অন্য একটি পৃথক ঘটনায়, এর দু'দিন আগে কামজং জেলার পিলং গ্রামে ভারত-মিয়ানমার সীমান্তের কাছে চারজন তাংখুল নাগা নাগরিকের হামলায় মৃত্যু হয়েছিল। চলতি সেপ্টেম্বর মাসে মণিপুরের তামেংলং, কাংপোকপি, নোনি এবং কামজং জেলায় পৃথক পৃথক গুলিবর্ষণের ঘটনায় অন্তত ১৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে।

মণিপুরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক বার্তায় তিনি দাবি করেন, চলতি বছরে রাজ্যে এ পর্যন্ত ৬০ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

গুয়াহাটিতে সিজেপির কয়েকজন নেতাকে হেপাজতে নিল পুলিশ

গুয়াহাটি, ২৭ সেপ্টেম্বর: অসমের দিশপুরে সচিবালয়ের কাছে 'কাকরোচ জনতা পার্টি'র (সিজেপি) প্রথম আঞ্চলিক স্বেচ্ছাসেবক বৈঠক শুরু হওয়ার ঠিক আগেই রবিবার সিজেপির সহ-আহ্বায়ক আশুতোষ রাঙ্কা এবং সংগঠনের বেশ কয়েকজন নেতা ও কর্মীকে হেপাজতে নেয় অসম পুলিশ।

সিজেপি নেতারা জানিয়েছেন, আশুতোষ রাঙ্কা, অঙ্কিত ভরদ্বাজ এবং প্রেম আকাশ সহ সংগঠনের শীর্ষ নেতাদের পাশাপাশি অসমের একাধিক স্বেচ্ছাসেবককে পুলিশ হেপাজতে নিয়ে কোনও অজ্ঞাত স্থানে স্থানান্তরিত করেছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, রবিবার সকাল থেকেই পুলিশ অনুষ্ঠানস্থলে যাওয়ার রাস্তা অবরুদ্ধ করে রেখেছিল, যার ফলে পাহাড়ের ওপর নির্ধারিত সভাস্থলে স্বেচ্ছাসেবকরা পৌঁছতে পারেননি। সংগঠনের দাবি অনুযায়ী, সমগ্র অঞ্চল থেকে প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ জন স্বেচ্ছাসেবককে সেখানে একত্রিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

উল্লেখ্য, রাইজোর দলের প্রধান তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ের সঙ্গে শনিবার গুয়াহাটিতে সিজেপি নেতা আশুতোষ রাঙ্কা- অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের একটি বৈঠক হয়। উক্ত বৈঠকে অসমের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি এবং রাজ্যে সিজেপি-র সাংগঠনিক কার্যক্রম বাড়ানোর নানা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। পুলিশি হেপাজতে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আশুতোষ রাঙ্কা অভিযোগ তোলেন যে, রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলির করুণ দশা নিয়ে তাঁদের প্রচার অভিযান জনসমক্ষে চলে আসবে, এই আশঙ্কাতেই অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্দেশে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

একাধিক দেশের বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এস জয়শঙ্করের

নিউইয়র্ক ও নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর: ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর শনিবার (স্থানীয় সময়) ৮১তম রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) অধিবেশন চলাকালীন কানাডা, মেক্সিকো ও ভেনিজুয়েলার বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠক করেছেন। জয়শঙ্কর এক্সে পোস্ট করে ছবি-সহ এই তথ্য শেয়ার করেন।

ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর জানান, তিনি কানাডার বিদেশমন্ত্রী অনিতা আনন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। দুই পক্ষই নিজেদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও উচ্চপর্যায়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত। জয়শঙ্কর মেক্সিকোর বিদেশমন্ত্রী রবার্তো ভেলাস্কো আলভারেজের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের বিষয়েও জানিয়েছেন। তিনি আরও জানান, রাষ্ট্রসংঘের সদর দফতরে ভেনিজুয়েলার বিদেশমন্ত্রী ফেলিক্স প্লাসেনসিয়া গঞ্জালেসের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ভালো একটি বৈঠক হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে জ্বালানি ক্ষেত্রে সম্পর্ক দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। জয়শঙ্কর বলেন, 'দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার অন্যান্য ক্ষেত্রের পাশাপাশি আমাদের জ্বালানি ক্ষেত্রের সম্পর্কও দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। আমরা বর্তমান আঞ্চলিক নানা বিষয়েও আলোচনা করেছি।'

উল্লেখ্য, এর আগে জয়শঙ্কর ৮১-তম রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ভারত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে (এআই) গ্লোবাল সাউথের সঙ্গে তাদের অংশীদারিত্বের কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করে। মানব ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা-সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে এআই এক বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করছে। তিনি প্রযুক্তির গণতন্ত্রকরণ এবং সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন।

ইজরায়েলের তরুণীকে অপহরণ, ৩ বছর পর খতম হামাস যোদ্ধা

তেল আভিভ, ২৭ সেপ্টেম্বর: শত্রুর শেষ রাখতে নেই। এই প্রতিরক্ষা নীতি যে নিছক কথার কথা নয় তা আরও একবার প্রমাণ করল ইজরায়েল। ৭ অক্টোবরের হামলায় ইজরায়েলের এক তরুণীকে অপহরণ করে নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল এক হামাস কমান্ডারকে। ৩ বছর পর গাজায় অভিযান চালিয়ে তাকে খতম করল ইজরায়েল সেনা ও শিন বেত। জানানো হয়েছে, মধ্য গাজার নুসেইরাত এলাকায় অভিযান চালিয়ে খতম করা হয়েছে শাহের নিদাল সাকর নামে ওই হামাস যোদ্ধাকে।

ইজরায়েলের সেনাবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, সাকর নামে ওই জঙ্গি হামাসের জেহাদি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে ভয়ংকর হামলায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল এই সন্ত্রাসী। নোভা মিউজিক ফেস্টিভ্যালে নোয়া আরঘামানি এবং আভিনতান ওরকেকে অপহরণ করে সাকর। সেই ঘটনার ভিডিও ফুটেজও সামনে আসে। যেখানে দেখা যায়, সাকর মোটরবাইকে করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে আরঘামানিকে। অবশেষে ইজরায়েলের হাতে খতম হল এই জঙ্গি।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে ভয়ংকর হামলায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল এই সন্ত্রাসী। নোভা মিউজিক ফেস্টিভ্যালে নোয়া আরঘামানি এবং আভিনতান ওরকেকে অপহরণ করে সাকর। ইজরায়েল সেনার তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, যুদ্ধ চলাকালীন হামাসকে অস্ত্র সরবরাহে জড়িত ছিল সাকর। সাম্প্রতিক সময়েও ইজরায়েল সেনা ও বেসামরিক নাগরিকদের উপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল এরা। হামাস ও ইসলামি জেহাদের সামরিক শাখায় জঙ্গিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছিল ওই সন্ত্রাসী। তবে ইজরায়েলের ওপর বড়সড় কোনও হামলা ঘটার আগে এই সন্ত্রাসীকে খতম করল সেখানকার সেনা।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের মাটিতে ভয়ংকর হামলা চালিয়েছিল হামাস জঙ্গিরা। একাধিক টার্গেটের পাশাপাশি হামাসের অন্যতম লক্ষ্য ছিল নোভা উৎসব। সেখানে বহু মানুষকে নির্বিচারে হত্যার পাশাপাশি কয়েকশো মানুষকে অপহরণ করা হয়। তাঁদের মধ্যেই একজন ছিলেন আরঘামানি। দেখা যায় তাঁকে বাইকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে হামাস যোদ্ধারা। বাইকটি চালাচ্ছিল সাকর নামের এই সন্ত্রাসী। ৩ বছর পর হলেও অবশেষে তাঁকে খতম করল ইজরায়েল সেনা।

ময়দান

চার বছরের আক্ষেপ মুছে এশিয়াডে রুপো তিলোত্তমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: চার বছর আগেও নামটা ভারতীয় শুটিং মহলে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিল। বয়স তখন মাত্র ১৪। বেঙ্গালুরুপ্রবাসী বাঙালি কিশোরী তিলোত্তমা সেন বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে জোড়া পদক জিতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে বড় মঞ্চে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে আরও বড় সাফল্য। পরের বছর এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে নজরকাড়া পারফরম্যান্সের পর বিশ্বকাপে রুপোও এসেছিল তাঁর ঝুলিতে। প্যারিস অলিম্পিকের কোটা অর্জন করে সেই সময়ই ভারতীয় শুটিংয়ে নিজের জায়গা আরও পোক্ত করেছিলেন তিলোত্তমা।

স্বাভাবিক ভাবেই ২০২৩ সালের এশিয়ান গেমসে তাঁর জায়গা পাওয়া নিয়ে প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাতীয় শুটিং ফেডারেশনের দল নির্বাচনের নীতির কারণে হাংঝৌয়ের বিমানে উঠতে পারেননি তিনি। জাতীয় ট্রায়ালে ভালো ফল করেও এশিয়াডের মঞ্চ থেকে দূরে থাকতে হয়েছিল তাঁকে। সেই না-পাওয়ার যন্ত্রণা এতদিন মনে ছিল। অবশেষে জাপানের নাগোয়ায় সেই আক্ষেপই মুছে ফেললেন তিলোত্তমা।

এশিয়ান গেমসে অভিষেকেই পদক। ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনের দলগত ইভেন্টে রুপো জিতেছে ভারত। ১৭৬৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করা সেই দলে তিলোত্তমার সঙ্গে ছিলেন অসি চৌকসি এবং ভিদার্ষা কোচালুমকাল। প্রথম এশিয়াডেই পদক জিতে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত বাংলার মেয়ে। নাগোয়া থেকে হোয়াটসঅ্যাপ কলে নিজের পুরনো আক্ষেপের কথাও জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, আগের এশিয়ান গেমসের জন্য জাতীয় ট্রায়ালে তিনি তৃতীয় হয়েছিলেন। কিন্তু একজন শুটারকে দু'টি ইভেন্টে সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তের কারণে দলে জায়গা হয়নি তাঁর। সেই কষ্ট এতদিন রয়ে গিয়েছিল। এবার রুপোর পদক হাতে নিয়ে সেই আক্ষেপ অনেকটাই মুছে গিয়েছে।

তবে দলগত ইভেন্টের সাফল্যের পাশাপাশি ব্যক্তিগত ইভেন্টে অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া হওয়ার আক্ষেপও রয়েছে তিলোত্তমার। একটা সময় পর্যন্ত পদকের দৌড়ে এগিয়েই ছিলেন তিনি। কিন্তু স্ট্যান্ডিং পজিশনের তৃতীয় সিরিজে ৯.৭ এবং পঞ্চম সিরিজে ৯.৪ স্কোর তাঁকে পিছিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত মাত্র ০.৮ পয়েন্টের ব্যবধানে ব্রোঞ্জ জয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়।

নিজের সেই পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করে তিলোত্তমা জানিয়েছেন, এখনও পুরো বিষয়টি তাঁর কাছে পরিষ্কার নয়। তাঁর মনে হয়েছে, ফাইনালে হয়তো একটু বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলেছিলেন। তবে সেই ভুল থেকেই শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের ফাইনালের জন্য আরও ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার সংকল্পও করেছেন তিনি।

এশিয়ান গেমসে শুটিংয়ে ভারতের হয়ে সর্বকনিষ্ঠ পদকজয়ী হওয়ার নজিরও গড়েছেন তিলোত্তমা। ফলে রুপোর এই পদকের গুরুত্ব তাঁর কাছে আরও বেশি। একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ইভেন্টের হতাশার মধ্যেও ইতিবাচক দিক খুঁজে নিচ্ছেন তিনি। প্রথম এশিয়াড থেকে অন্তত একটি পদক নিয়ে ফিরছেন এই ভাবনাই তাঁকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে।

তিলোত্তমার চোখ এখন আরও বড় লক্ষ্যে। ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক। প্যারিসের জন্য কোটা অর্জন করেও শেষ পর্যন্ত অলিম্পিকে যেতে পারেননি। তাই আগামী তিন বছর নিজেকে সেই লক্ষ্যের জন্য তৈরি করতে চান তিনি। লক্ষ্য একটাই অলিম্পিকের মঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা।

জন্ম ও বেড়ে ওঠা বেঙ্গালুরুতে হলেও তিলোত্তমার শিকড় বাংলায়। নদিয়ার চাকদহ তাঁর পৈতৃক ঠিকানা। বাবা সুজিত সেন এখনও পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত সেখানে যাতায়াত করেন। তাই দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তিলোত্তমার প্রতিটি সাফল্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকছে বাংলারও আবেগ। এশিয়াডের রুপো হয়তো তাঁর পথচলার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, কিন্তু তিলোত্তমার লক্ষ্য যে আরও অনেক দূর লস অ্যাঞ্জেলেসের অলিম্পিক মঞ্চে ভারতের পতাকা তুলে ধরা।

কুলদীপের চার উইকেটে ৩০০-র আগেই থামল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কুলদীপ যাদবকে নিয়ে গত কয়েক মাসে ছবিটা খুব একটা সুখের ছিল না। দলে ছিলেন, কিন্তু প্রথম একাদশে জায়গা হচ্ছিল না। একের পর এক স্কোয়াডে নাম থাকলেও মাঠে নামার সুযোগ মিলছিল না। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে দলের সঙ্গে থেকেও দু'টি ম্যাচের একটিতেও খেলার সুযোগ পাননি। এরপর এশিয়া কাপ ও এশিয়ান গেমসের দলেও জায়গা হয়নি। আফগানিস্তান সিরিজ থেকেও বাদ পড়েছিলেন তিনি। ফলে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন ভারতের বাঁহাতি চায়নাম্যান স্পিনার। অবশেষে সেই সুযোগ যখন এল, তখন নিজের জাত চিনিয়ে দিতে সময় নিলেন না কুলদীপ। তিরুঅনন্তপুরমে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তাঁর ঘূর্ণিতেই ভারতীয় বোলিং আক্রমণ পেল বড় সাফল্য। একাই চারটি উইকেট তুলে নিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, তাঁকে একাদশে রাখার মতো যুক্তি এখনও যথেষ্ট রয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসও থেমে গেল ৩০০ রানের আগেই।

প্রায় আড়াই বছর পর তিরুঅনন্তপুরমে আন্তর্জাতিক ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা ছিল চোখে পড়ার মতো। ম্যাচের আগেই শহরজুড়ে তৈরি হয়েছিল ক্রিকেটের আবহ। মাঠের বাইরে সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ে রোহিত শর্মার ৫০ ফুটের বিশাল কাট আউট। 'অল কেরালা রোহিত শর্মা ফ্যানস অ্যাসোসিয়েশনে'র উদ্যোগে তৈরি সেই কাট আউট বুঝিয়ে দেয়, কেরালায় 'হিটম্যানে'র জনপ্রিয়তা কতটা। বিরাট কোহলিকে ঘিরেও সমর্থকদের উৎসাহ ছিল তুঙ্গে। তাঁর সামনে ছিল একাধিক ব্যক্তিগত রেকর্ড স্পর্শ করার সুযোগ।

এমন আবহেই টস জিতে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। তিরুঅনন্তপুরমের পিচ নিয়ে খুব বেশি অভিযোগ ছিল না। বরং রাতের দিকে ফ্লাডলাইট জ্বলার পর ব্যাটিং কিছুটা সহজ হতে পারে, এই হিসাবেই রান তাড়া করার পরিকল্পনা নেয় ভারত।

দক্ষিণ আফ্রিকায় পরের বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপ। তার আগে দলের সম্ভাব্য কম্বিনেশন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে ভারত। বিভিন্ন ক্রিকেটারকে সুযোগ দিয়ে তাঁদের কার্যকারিতা যাচাই করা হচ্ছে। বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবেশে পেসারদের বাড়তি গতি ও ধার প্রয়োজন হবে। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতীয় পেস আক্রমণে সেই আগ্রাসনের অভাবই বেশি চোখে পড়ল।

গুর্নুর ব্রার ১০ ওভারে ৬০ রান দিয়ে ফেললেন, কিন্তু পেলেন না কোনও উইকেট। নীতীশ কুমার রেড্ডির কাছ থেকেও প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স পাওয়া গেল না। হার্দিক পাণ্ডিয়ার বিকল্প হিসেবে যাঁকে তৈরি করার চেষ্টা চলছে, তাঁর বোলিংয়ে এদিন সেই ধার বা নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়নি। ফলে চাপ তৈরি করার দায়িত্ব অনেকটাই চলে যায় অন্য বোলারদের ওপর।

সেখানেই তুলনামূলক ভাবে কার্যকর ছিলেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উইকেট তুলে নিয়ে তিনি ভারতকে ম্যাচে ফিরিয়ে রাখেন। তবে দিনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে কুলদীপ।

এক সপ্তাহ পরেই মহারণ

ব্রাজিল-উরুগুয়ের জন্য নতুন রূপে যুবভারতী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর মাত্র এক সপ্তাহের অপেক্ষা। তারপরই কলকাতার মাটিতে হতে চলেছে ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম বড় পরীক্ষা। বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে ভারত। তার কয়েক দিন পর একই মাঠে আরও এক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে সুনীল ছেত্রী-পরবর্তী ভারতীয় দল। ফুটবলপ্রেমীদের কাছে তাই এই আন্তর্জাতিক উইন্ডো নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যের।ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে বড় দলের বিরুদ্ধে খেলার নজির অবশ্য নতুন নয়। একটা সময়ে এশিয়ান গেমস, অলিম্পিকের মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিয়মিত দেখা যেত ভারতকে। ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়ার মতো ইউরোপের শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে খেলেছেন ভারতীয় ফুটবলের পূর্বসূরিরা। এশিয়ান গেমসেও ইরান, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে ভারত। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব ফুটবলের প্রথম সারির দলগুলির বিরুদ্ধে ভারতের মাঠে নামার সুযোগ খুব একটা আসেনি। সেই জায়গা থেকেই এবারের সূচি আলাদা। গত শুক্রবার বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে সদ্য বিশ্বকাপ খেলে আসা পানামার বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করেছে ভারত। সেই ম্যাচের রেশ কাটতে না-কাটতেই এবার সামনে ব্রাজিল। আগামী সপ্তাহে যুবভারতীতে খালিদ জামিলের দলকে সামলাতে হবে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ফুটবল দলের আক্রমণভাগ।

ভলিবলের 'শাহেনশাহ' পবনকুমার পাটোদিয়া সম্মানিত

ADASAHEB PHALKI
CON AW RI FILMS

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় প্রথম আয়োজিত 'দাদাসাহেব ফালকে আইকন অ্যাওয়ার্ড ফিল্মস' ২০২৬-এ 'দশকের ক্রীড়া ও অন্তর্ভুক্তির আইকন' সম্মান পেলেন পবনকুমার পাটোদিয়া। কলকাতা থান্ডারবোল্টসের চেয়ারম্যান ও প্রধান মালিক পাটোদিয়ার নেতৃত্বে দলটি ২০২২-এ প্রাইম ভলিবল লিগের প্রথম মরসুমেই চ্যাম্পিয়ন হয়। স্পেশাল অলিম্পিক্স ভারত-এর জাতীয় সহ-সভাপতি পাটোদিয়া বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও আদিবাসী ক্রীড়াবিদদের নিয়েও কাজ করছেন।

ভারতের জন্য স্বর্ণজয়

20th Asian Games

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কোরের হাবিলদার অঙ্কিত জাগলান ২০তম এশিয়ান গেমসের ফাইনালে ইরানকে ৪০-৩৪ ব্যবধানে হারিয়ে পুরুষদের কাবাডিতে ভারতের স্বর্ণপদক জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

একজন 'লেফট-কর্নার ডিফেন্ডার' হিসেবে হাবিলদার অঙ্কিত এই শিরোপা জয়ের অভিযানে অবদান রেখেছেন, যার মাধ্যমে ভারতীয় দল এশিয়ান গেমসের পুরুষ কাবাডিতে রেকর্ড নবমবারের মতো শিরোপা জয় করল। তাঁর অদম্য মনোবল ও লড়াইয়ের মানসিকতা ভারতীয় সেনাবাহিনীর দৃঢ় সংকল্পেরই প্রতিফলন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

সোমবার • ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ • পেজ ৮

আসছে মা...

চলছে প্রস্তুতি
কুমোরটুলি পট্টয়াপাড়া

ছবি: অদিতি সাহা

চলছে প্রস্তুতি
কলেজ স্কোয়্যার সর্বজনীন

হল্যান্ডে হইচই দুর্গাপূজা দশ বছরে পা, উৎসবে মা

আরাধনার প্রস্তুতিপর্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১৭ সালে শুরু হওয়া হল্যান্ড-এ-হৈচৈ দুর্গাপূজা এবার দশম বর্ষে। নির্ঘণ্ট মেনে ১৬ অক্টোবর মহাপঞ্চমী থেকে ২০ অক্টোবর মহানবমী-বিজয়া দশমী পর্যন্ত চলবে পাঁচচালা প্রতিমার এই আরাধনা ।দশ বছর উদ্ যাপনে মণ্ডপ সাজছে ক্ষ্মডাউন দ্য মেমোরি লেনক্ষ্ম থিমে;প্রতিমার পথে থাকবে গত এক দশকের স্মরণীয় মুহূর্তের ছবি। এবারের চমক;ব্যান্ড লক্ষ্মীছাড়া ও স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান বং শর্ট। প্রতি সন্ধ্যায় থাকবে প্রবাসী শিল্পীদের নাটক, নাচ ও গান।

খাদ্যরসিকদের জন্যও রয়েছে বিশেষ আয়োজন; এবারের ভোজনপর্বে পাঁচ যুগের স্বাদ;পাল-সেনের দরবারি ইলিশ, সুলতানি আমলের কষা মাংস, নবাবি বাগদা চিংড়ি, ঔপনিবেশিক আমলের ভোগের খিচুড়ি ও আধুনিক কলেজ স্ট্রিট ফিশ ফ্রাই। সঙ্গে খাবার, পোশাক, গহনা, পূজাবার্ষিকী ও বইয়ের স্টল জমিয়ে তুলবে আড্ডা।

এই দুর্গোৎসব শুধু পূজা নয়, নেদারল্যান্ডসের বাঙালিদের এক মিলনমেলা;ভক্তি, সংস্কৃতি, খাবার ও আড্ডায় গড়ে ওঠা আজীবনের বন্ধন। হৈচৈ বাঙালি সমিতি হলেও এই আনন্দ সবার জন্য, আর তা থেকেই ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে হৈচৈ পরিবার।

পুজোয় সেরা রুফটপ ক্যাফেতে বাঙালি স্বাদের ছোঁয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজো মানেই ঠাকুর দেখা, আড্ডা আর জমিয়ে খাওয়াদাওয়া। উৎসবের সেই আমেজে নতুন স্বাদের আয়োজন নিয়ে হাজির সেরা রুফটপ ক্যাফে। কন্টিনেন্টাল খাবার এই ক্যাফের মূল আকর্ষণ। তবে পুজোর কয়েক দিন বাঙালির রসনাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকছে বিশেষ বাঙালি মেনুও। ফলে প্যান্ডেল ঘোরার ফাঁকে একদিকে যেমন মিলবে কন্টিনেন্টাল পদ, তেমনই উপভোগ করা যাবে বাঙালি খাবারের স্বাদ। রুফটপের মনোরম পরিবেশে খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে আড্ডা জমিয়ে তোলার সুযোগও থাকছে। ডিরেক্টর কমলিনি পল জানান, পুজোর আনন্দকে আরও উপভোগ্য করে তুলতেই এই বিশেষ আয়োজন।

প্রাচীন রাজাদের থেকে আজকের ক্লাব-পুজোর ঘরানা

বেবি চক্রবর্তী

শারদীয়ার আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, কাশফুলের দোলা, ঢাকের আওয়াজ আর ধূপের গন্ধ;বাঙালির কাছে দুর্গাপুজো শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এ যেন বাঙালির জীবনেরই এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। পুজো এলেই বদলে যায় শহর, বদলে যায় পাড়া, বদলে যায় মানুষের মন। নতুন জামাকাপড়, প্যান্ডেল, আলোর সাজ, মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা দর্শন, অষ্টমীর অঞ্জলি, নবমীর ভোগ, দশমীর সিঁদুরখেলা ও বিসর্জনের বিষাদ;সব মিলিয়ে দুর্গাপুজো আজ এক বিশাল সামাজিক উৎসব। কিন্তু এই পুজোর চেহারা সবসময় এমন ছিল না। আজ যেখানে পাড়ার ক্লাব, আবাসনের কমিটি কিংবা স্থানীয় সংগঠন পুজোর মূল উদ্যোক্তা, সেখানে একসময় দুর্গাপুজো ছিল মূলত রাজা, জমিদার ও বিত্তশালী পরিবারের আভিজাত্যের প্রকাশ। রাজবাড়ির বিশাল দালান, অতিথিশালা, ঢাকের বাদ্য, বলি, ভোগ, আতিথেয়তা এবং দূরদূরান্ত থেকে আসা মানুষের ভিড়ে জমে উঠত সেই পুজো। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ থাকলেও পুজোর নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ছিল নির্দিষ্ট পরিবারের হাতে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ছবির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। রাজাদের পুজো ধীরে ধীরে মানুষের পুজো হয়েছে। জমিদারবাড়ির উঠোন পেরিয়ে দুর্গা এসেছেন বারোয়ারি মণ্ডপে। আর আজকের দিনে সেই বারোয়ারি বা সার্বজনীন পুজো আরও এক ধাপ এগিয়ে হয়ে উঠেছে ক্লাবকেন্দ্রিক উৎসব। এই পরিবর্তন কেবল পুজোর আয়োজনের পরিবর্তন নয়; এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দীর্ঘ বিবর্তন।

রাজা-জমিদারের পুজো আভিজাত্যের যুগ

বাংলায় দুর্গাপুজোর ইতিহাস বহু পুরনো। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে রাজপরিবার, জমিদার ও অভিজাত পরিবার দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছে। বিশেষ করে বাংলার জমিদারবাড়ির দুর্গাপুজো একসময় ছিল সামাজিক মর্যাদা প্রদর্শনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। তখন পুজো মানেই ছিল বাড়ির পুজো। বিশাল ঠাকুরদালান তৈরি করে সেখানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা হতো। পুজোর কয়েক দিন বাড়িতে থাকতেন আত্মীয়স্বজন, অতিথি এবং দূরদূরান্তের মানুষ। রান্নাঘরে চলত বিপুল আয়োজন। বাড়ির কর্মচারী, পুরোহিত, ঢাকি, কুমোর, ফুলওয়ালা;অসংখ্য মানুষের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল এই পুজো। রাজবাড়ি বা জমিদারবাড়ির পুজোর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল আতিথেয়তা। পুজোর সময় দরিদ্র মানুষকে দান, ভোজন এবং নানা ধরনের সাহায্য করা হতো। ফলে পুজো ছিল একদিকে ধর্মীয় আচার, অন্যদিকে সামাজিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদর্শনের ক্ষেত্র। তবে এই পুজো ছিল মূলত পারিবারিক। সাধারণ মানুষ দর্শক হিসেবে অংশ নিতে পারলেও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বা পুজোর মালিকানা তাদের ছিল না। অর্থাৎ পুজো ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত হতে পারে, কিন্তু সেটি ছিল কারও না কারও ব্যক্তিগত পুজো।

পুজো এবং জমিদারি সংস্কৃতি

দুর্গাপুজোর সঙ্গে জমিদারি সংস্কৃতির সম্পর্ক ছিল গভীর। জমিদাররা শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই পুজো করতেন না; পুজো ছিল তাঁদের সামাজিক অবস্থান প্রতিষ্ঠারও একটি মাধ্যম। একটি বড় পুজো আয়োজন করার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন ছিল। প্রতিমা, পুরোহিত, ঢাক, ফুল, ফল, ভোগ, অতিথি আপ্যায়ন, আলো, সাজসজ্জা;সব মিলিয়ে খরচ ছিল অনেক। ফলে বড় পুজো করা অনেকটা আর্থিক সামর্থ্যের প্রদর্শনও ছিল। পুজোর সময় জমিদারবাড়ির দরজা সাধারণ মানুষের জন্য খুলে যেত। প্রজারা আসতেন, প্রসাদ পেতেন, অনেক সময় ভোজে অংশ নিতেন। কিন্তু সামাজিক কাঠামোর দিক থেকে মালিকানা ও কর্তৃত্ব থেকে যেত জমিদার পরিবারের হাতেই। এখানেই আজকের সার্বজনীন পুজোর সঙ্গে সেই সময়ের পুজোর প্রধান পার্থক্য। আজকের পুজোতে অর্থ সংগ্রহ হয় বহু মানুষের কাছ থেকে, সিদ্ধান্ত নেন কমিটির সদস্যরা এবং উৎসবের মূল চরিত্র হয়ে ওঠেন সাধারণ মানুষ।

বারোয়ারি পুজোর সূচনা

বাংলার দুর্গাপুজোর ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলির একটি হলো বারোয়ারি পুজোর আবির্ভাব। ‘বারোয়ারি’ শব্দটির সঙ্গে ‘বারো’ জনের ধারণা জড়িয়ে থাকলেও পরবর্তীকালে শব্দটি মূলত ব্যক্তিগত পরিবারের পরিবর্তে সমষ্টিগত উদ্যোগে আয়োজিত পুজোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই পরিবর্তনের পিছনে ছিল সমাজের পরিবর্তিত চেহারা। শহর ও মফস্সল এলাকায় নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ঘটছিল। শিক্ষার প্রসার, ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধি, নগরায়ণ এবং নতুন সামাজিক সম্পর্ক মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনছিল। ফলে ধর্মীয় উৎসবও ধীরে ধীরে পারিবারিক পরিসর থেকে বেরিয়ে বৃহত্তর সামাজিক পরিসরে প্রবেশ করতে শুরু করে। বারোয়ারি পুজোর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল;এটি কোনো একটি পরিবারের একার নয়। একাধিক মানুষ মিলে অর্থ ও শ্রম দিয়ে পুজো আয়োজন করতেন। ফলে পুজো হয়ে উঠল আরও বেশি অংশগ্রহণমূলক।

সর্বজনীন পুজোর ধারণা

বারোয়ারি পুজোর পরবর্তী পর্যায়ে আসে সর্বজনীন পুজো। নামের মধ্যেই রয়েছে এর দর্শন; সকলের জন্য। সার্বজনীন পুজো মূলত এমন একটি সামাজিক পরিসর তৈরি করে যেখানে ধর্মীয় পরিচয়ের পাশাপাশি মানুষকে নাগরিক ও সামাজিক পরিচয়ে একত্রিত করা হয়। পুজোর মণ্ডপ হয়ে ওঠে পাড়ার মিলনস্থল। কেউ চাঁদা দেন, কেউ মণ্ডপ তৈরিতে সাহায্য করেন, কেউ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন, কেউ স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেন। পুজো তাই কেবল পুরোহিত বা উদ্যোক্তার বিষয় থাকে না; তা হয়ে ওঠে গোটা এলাকার মানুষের সম্মিলিত উৎসব। এই পরিবর্তনের মধ্যে গণতান্ত্রিক সামাজিক চেতনারও বিকাশ ঘটেছিল। পুজো পরিচালনার জন্য কমিটি তৈরি হলো, সভাপতি-সম্পাদক নির্বাচিত হলেন, হিসাব রাখা হলো, সভা হলো, বাজেট তৈরি হলো। অর্থাৎ ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে যুক্ত হলো সংগঠন পরিচালনার আধুনিক পদ্ধতি।

স্বাধীনতা আন্দোলন ও সর্বজনীন পুজো

বাঙালির সামাজিক ইতিহাসে দুর্গাপুজো কখনও শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার ছিল না। বিভিন্ন সময়ে পুজোর মণ্ডপ সামাজিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগের ক্ষেত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ করে ঔপনিবেশিক সময়ে যখন প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নানা বিধিনিষেধ ছিল, তখন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মানুষের মধ্যে যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। পুজোর আয়োজনকে ঘিরে মানুষ একত্রিত হতেন, আলোচনা করতেন এবং সাংস্কৃতিক চেতনা গড়ে উঠত। পরবর্তীকালে স্বাধীনতার পরে সার্বজনীন পুজো আরও ব্যাপক সামাজিক রূপ পায়। পাড়ার মানুষ নিজেদের উদ্যোগে পুজো করতে শুরু করেন। নতুন শহর, নতুন আবাসন, নতুন মহল্লা;সব জায়গাতেই পুজো গড়ে উঠতে থাকে।

রাজবাড়ির ঠাকুরদালান থেকে ক্লাবের মণ্ডপ

এখানেই আসে আজকের সময়ের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন। একসময় দুর্গাপুজোর কেন্দ্র ছিল ঠাকুরদালান। এখন বহু ক্ষেত্রে কেন্দ্র হয়ে উঠেছে ক্লাবের মাঠ বা পাড়ার খোলা জায়গা। একসময় পুজোর প্রধান ব্যক্তি ছিলেন রাজা বা জমিদার। এখন সেই জায়গায় দেখা যায় ক্লাবের সভাপতি, সম্পাদক, পুজো কমিটির সদস্য কিংবা স্থানীয় উদ্যোক্তাদের। এই পরিবর্তন আসলে সমাজের ক্ষমতার কাঠামোর পরিবর্তনের প্রতীক। রাজতন্ত্র ও জমিদারি ব্যবস্থার পতনের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো অভিজাত পরিবারের একচ্ছত্র সামাজিক ক্ষমতাও কমেছে। তার জায়গায় উঠে এসেছে মধ্যবিত্ত সমাজ, পাড়ার সংগঠন এবং ক্লাব সংস্কৃতি। বিশেষ করে কলকাতা ও শহরতলির পাড়ায় ক্লাব শুধু খেলাধুলার জায়গা নয়। সারা বছর ফুটবল, ক্রিকেট, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রক্তদান শিবির, সমাজসেবা এবং নানা সামাজিক কাজের পাশাপাশি দুর্গাপুজো ক্লাবের সবচেয়ে বড় বার্ষিক কর্মকাণ্ড হয়ে উঠেছে।

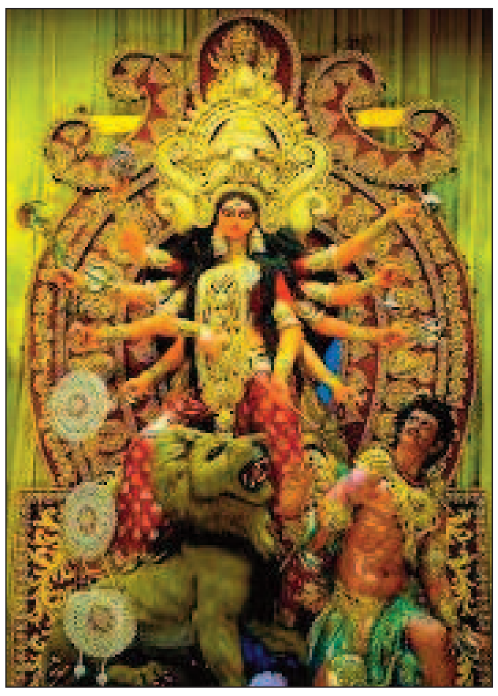

ক্লাবের পুজো পাড়ার নতুন সামাজিক কেন্দ্র

আজকের দিনে একটি পাড়ার ক্লাবের দুর্গাপুজো অনেক সময় গোটা এলাকার সামাজিক পরিচয়ের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। পুজোর কয়েক মাস আগে থেকেই শুরু হয় প্রস্তুতি। কমিটি গঠন, বাজেট তৈরি, চাঁদা সংগ্রহ, শিল্পী নির্বাচন,সময়ের জমিদারবাড়ির পুজোতে যে কাজগুলি করতেন পরিবারের কর্মচারী ও ব্যবস্থাপকরা, আজ তার অনেকটাই সামলান পাড়ার তরুণরা। রাত জেগে মণ্ডপ পাহারা দেওয়া থেকে শুরু করে প্রতিমার অর্ডার, মণ্ডপের পরিকল্পনা, আলোর ব্যবস্থা; সব মিলিয়ে বিশাল কর্মযজ্ঞ। একসময়ের জমিদারবাড়ির পুজোতে যে কাজগুলি করতেন পরিবারের কর্মচারী ও ব্যবস্থাপকরা, আজ তার অনেকটাই সামলান পাড়ার তরুণরা। রাত জেগে মণ্ডপ পাহারা দেওয়া থেকে শুরু করে দর্শনার্থীদের নিয়ন্ত্রণ, ভিড় সামলানো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা;সবেতেই তাঁদের ভূমিকা থাকে। ফলে ক্লাবের পুজো শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; এটি এক ধরনের সামাজিক ব্যবস্থাপনারে রাজা বা জমিদার নিজের সম্পদ থেকে পুজোর খরচ বহন করতেন। বারোয়ারি পুজোয় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়ার প্রচলন বাড়ল। আজকের দিনে চাঁদার পাশাপাশি কর্পোরপ নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত শিল্পী, কারিগর, বাঁশশ্রমিক, আলোকশিল্পী, ডেকোরেটর, মৃৎশিল্পী, ফুল বিক্রেতা, পোশাক ব্যবসায়ী, প্রশিক্ষণও।

চাঁদা থেকে কর্পোরেট স্পনসর

পুজোর অর্থনৈতিক কাঠামোও বদলে গেছে ।আগে রাজা বা জমিদার নিজের সম্পদ থেকে পুজোর খরচ বহন করতেন। বারোয়ারি পুজোয় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়ার প্রচলন বাড়ল। আজকের দিনে চাঁদার পাশাপাশি কর্পোরেট স্পনসরশিপ, বিজ্ঞাপন এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক সহযোগিতা পুজোর অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফলে দুর্গাপুজো এখন একটি বড় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়েছে। মণ্ডপ নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত শিল্পী, কারিগর, বাঁশশ্রমিক, আলোকশিল্পী, ডেকোরেটর, মৃৎশিল্পী, ফুল বিক্রেতা, পোশাক ব্যবসায়ী, খাবারের দোকান;অসংখ্য মানুষের উপার্জন নির্ভর করে পুজোর মরশুমের ওপর। অর্থাৎ পুজো আজ শুধু সংস্কৃতি নয়, অর্থনীতিরও একটি বড় চালিকাশক্তি।

সাবেকি পুজো বনাম থিমের পুজো

রাজবাড়ির পুজোর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সাবেকিয়ানা। একই কাঠামো, একই রীতি, একই ধরনের প্রতিমা;প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা ঐতিহ্যই ছিল তার প্রাণ। আজকের সার্বজনীন পুজোয় সেই ঐতিহ্যের পাশাপাশি এসেছে থিম। কখনও মণ্ডপে ফুটে ওঠে গ্রামবাংলার ছবি, কখনও পরিবেশের সংকট, কখনও লোকশিল্প, কখনও কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা। প্রতিমাতেও আসে নানা শিল্পভাবনা। শিল্পীরা মাটি, কাঠ, বাঁশ, কাপড়, ধাতু, কাগজ, পুনর্ব্যবহৃত সামগ্রী;বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে নতুন নতুন রূপ তৈরি করেন। এর ফলে দুর্গাপুজো একদিকে ধর্মীয় উৎসব, অন্যদিকে সমকালীন শিল্পের বিশাল প্রদর্শনীতে পরিণত হয়েছে।

প্রতিযোগিতা পুজোর নতুন বাস্তবতা

আজকের ক্লাবকেন্দ্রিক পুজোর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিযোগিতা। কোন পুজোর মণ্ডপ বেশি সুন্দর, কার প্রতিমা বেশি অভিনব, কার আলোকসজ্জা বেশি আকর্ষণীয়;এই নিয়ে মানুষের আগ্রহ প্রবল। বিভিন্ন পুরস্কারও পুজোর এই প্রতিযোগিতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে ক্লাবগুলির মধ্যে সৃষ্টিশীলতার প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে। এর ইতিবাচক দিক যেমন আছে, তেমনই প্রশ্নও রয়েছে। অতিরিক্ত ব্যয়, পরিবেশের ওপর চাপ, যানজট এবং বাণিজ্যিকীকরণ নিয়ে বিতর্কও তৈরি হয়। কখনও কখনও পুজোর মূল ধর্মীয় ও সামাজিক উদ্দেশ্য আড়ালে চলে গিয়ে প্রদর্শনই প্রধান হয়ে ওঠে। তবু এই প্রতিযোগিতার ফলে যে শিল্পচর্চা ও কারিগরি দক্ষতার বিকাশ হয়েছে, সেটিও অস্বীকার করার উপায় নেই।

নারী ও তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ

পুরনো রাজবাড়ির পুজো ছিল মূলত নির্দিষ্ট পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত। আজকের সার্বজনীন পুজোতে নারীদের এবং তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ অনেক বেশি দৃশ্যমান। পুজো কমিটির বিভিন্ন কাজে নারীরা যুক্ত হচ্ছেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভোগ বিতরণ, স্বেচ্ছাসেবার কাজ, মণ্ডপ পরিচালনা, প্রতিমা দর্শনার্থীদের ব্যবস্থাপনা;সব ক্ষেত্রেই তাঁদের উপস্থিতি বাড়ছে। তরুণদের ক্ষেত্রেও পুজো একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অভিজ্ঞতা। প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পুজোর খবর ছড়ানো, অনলাইন প্রতিযোগিতা, ডিজিটাল পেমেন্টে চাঁদা সংগ্রহ; সবই আজকের পুজোর অংশ নয়, সমাজসেবারও ক্ষেত্র হয়ে উঠছে। অনেক ক্লাব রক্তদান শিবির, বস্ত্র বিতরণ, দরিদ্রদের সাহায্য, স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

পুজো এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা

আজকের সার্বজনীন পুজো শুধু আনন্দের নয়, সমাজসেবারও ক্ষেত্র হয়ে উঠছে। অনেক ক্লাব রক্তদান শিবির, বস্ত্র বিতরণ, দরিদ্রদের সাহায্য, স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এখানেও দেখা যায় পুজোর বিবর্তন। রাজবাড়ির পুজোতে দান-ধ্যানের বিষয়টি ছিল পৃষ্ঠপোষকের দয়ার সঙ্গে যুক্ত; আধুনিক সার্বজনীন পুজোয় সমাজসেবা অনেক বেশি সংগঠিত ও সমষ্টিগত রূপ পেয়েছে। পুজো কমিটি তাই এখন শুধু পুজো পরিচালনা করে না; অনেক ক্ষেত্রে তারা পাড়ার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবেও কাজ করে।

ধর্মের সীমানা ছাড়িয়ে উৎসব

দুর্গাপুজোর আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলো এর সামাজিক পরিসর। আজ বহু মানুষ ধর্মীয় আচার পালন না করেও পুজোর আনন্দে অংশ নেন। মণ্ডপে যান, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করেন, নতুন পোশাক পরেন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। দুর্গাপুজো তাই অনেকের কাছে ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি বাঙালি সংস্কৃতি ও সামাজিকতার উৎসব। পুজোর মণ্ডপে নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতি বাঙালির সামাজিক সহাবস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ছবি তুলে ধরে। পুজোর অর্থনীতি ও আয়োজনের সঙ্গেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক তৈরি হয়।

প্রযুক্তির যুগে দুর্গাপুজো

একসময় পুজোর খবর জানাতে পাড়ায় পাড়ায় পোস্টার লাগানো হতো। এখন পুজোর নিজস্ব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পেজ, ভিডিও, লাইভ সম্প্রচার, ডিজিটাল পোস্টার এবং অনলাইন প্রচার থাকে। অনেক পুজো কমিটি ডিজিটাল মাধ্যমে চাঁদা সংগ্রহ করে। দর্শনার্থীরা আগে থেকেই মণ্ডপের ছবি ও থিম দেখে পরিকল্পনা করেন কোথায় যাবেন। ফলে পুজোর অভিজ্ঞতা এখন আর শুধু মণ্ডপের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। পুজো ছড়িয়ে পড়েছে ডিজিটাল জগতেও।

রাজাদের পুজো কি হারিয়ে গেছে?

এত পরিবর্তনের পরেও রাজবাড়ি বা বনেদি পরিবারের পুজো একেবারে হারিয়ে যায়নি। বাংলার বহু প্রাচীন পরিবার এখনও ঐতিহ্য মেনে দুর্গাপুজো করে। কোথাও কয়েকশো বছরের পুরনো রীতি এখনও পালন করা হয়। এই পুজোগুলির গুরুত্ব আজ অন্যরকম। এগুলি আর কেবল ক্ষমতার প্রদর্শন নয়; বরং ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্মারক। পুরনো ঠাকুরদালান, সাবেকি প্রতিমা, প্রাচীন আচার, পারিবারিক রীতি; সব মিলিয়ে এই পুজোগুলি বাংলার সাংস্কৃতিক স্মৃতির জীবন্ত দলিল।

ক্লাবের পুজো কি নতুন জমিদারি?

মজার বিষয় হলো, রাজা-জমিদারের পুজোর অবসানের পর ক্লাবকেন্দ্রিক পুজোও কখনও কখনও নতুন ধরনের ক্ষমতার কেন্দ্র তৈরি করেছে। পুজো কমিটি অনেক পাড়ায় প্রভাবশালী সামাজিক সংগঠন হয়ে উঠেছে। কে কমিটিতে থাকবেন, কে পুজোর দায়িত্ব নেবেন, কত টাকা বাজেট হবে, কী থিম হবে;এসব সিদ্ধান্ত অনেক সময় পাড়ার সামাজিক সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলে। তাই বলা যায়, রাজাদের পুজো থেকে ক্লাবের পুজোয় মালিকানার চরিত্র বদলেছে ঠিকই, কিন্তু পুজোকে ঘিরে সামাজিক নেতৃত্বের গুরুত্ব এখনও রয়ে গেছে। পার্থক্য হলো; আগে ক্ষমতা ছিল বংশগত, এখন তা অনেক বেশি সংগঠনভিত্তিক ও সামাজিক।

পুজোর আসল শক্তি কোথায়?

দুর্গাপুজোর সবচেয়ে বড় শক্তি সম্ভবত এর অভিযোজন ক্ষমতা। সময় বদলেছে, সমাজ বদলেছে, অর্থনীতি বদলেছে, মানুষের জীবনযাত্রা বদলেছে;কিন্তু পুজো নিজেকে সেই পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। রাজবাড়ির পুজো ছিল এক যুগের প্রতীক। বারোয়ারি পুজো ছিল সামাজিক সংহতির নতুন অধ্যায়। সার্বজনীন পুজো গণঅংশগ্রহণের বিস্তার ঘটিয়েছে। আর ক্লাবের পুজো আধুনিক নগর সমাজের সংগঠন, শিল্প, বিনোদন ও সামাজিকতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এই ধারাবাহিকতা দেখলে বোঝা যায়, পুজোর রূপ বদলেছে, কিন্তু তার মূল আকর্ষণ;মানুষকে একত্রিত করা; বদলায়নি।

রাজা থেকে জনগণ, জনগণ থেকে ক্লাব

প্রাচীন পুজোর দিকে তাকালে দেখা যায়, দেবী ছিলেন রাজা বা জমিদারের পরিবারের আরাধ্য। ধীরে ধীরে সেই দেবী হয়ে উঠলেন পাড়ার সবার দেবী। আর আজকের দিনে সেই পাড়ার মানুষই নিজেদের সংগঠন তৈরি করে পুজোর আয়োজন করেন। অর্থাৎ দুর্গাপুজোর ইতিহাসকে এক অর্থে বলা যায়;ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে মানুষের কেন্দ্রে চলে আসার ইতিহাস। আগে রাজা বলতেন, পুজো হবে। পরে কয়েকজন বললেন, আমরা মিলে পুজো করব। এখন পাড়ার মানুষ বলে, আমাদের পুজো। এই ‘আমাদের’ শব্দটির মধ্যেই সার্বজনীন পুজোর আসল তাৎপর্য।

ভবিষ্যতের পুজো

আগামী দিনে দুর্গাপুজো আরও বদলাবে। পরিবেশবান্ধব প্রতিমা, প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ সাশ্রয়িকও আরও বাড়বে। একই সঙ্গে মানুষ ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টাও করবে। একদিকে আধুনিক থীমের আলোকসজ্জা, ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা; এসব আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সম্ভবত পুজোর বাণিজ্যিক দিকও আরও বাড়বে। একই সঙ্গে মানুষ ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টাও করবে। একদিকে আধুনিক থিম, অন্যদিকে সাবেকি পুজোর প্রতি আকর্ষণ;দুই ধারাই পাশাপাশি চলবে। কারণ বাঙালি একই সঙ্গে ঐতিহ্যপ্রেমী এবং নতুনের সন্ধানী। প্রাচীন রাজবাড়ির পুজো থেকে আজকের ক্লাবের পুজো;এই দীর্ঘ পথচলা আসলে বাংলার সমাজের পরিবর্তনের ইতিহাস। রাজা ও জমিদারের একচ্ছত্র পৃষ্ঠপোষকতার যুগ পেরিয়ে দুর্গাপুজো এসেছে সাধারণ মানুষের হাতে। ঠাকুরদালান থেকে মাঠে, পারিবারিক আঙিনা থেকে পাড়ার মণ্ডপে, ব্যক্তিগত অর্থ থেকে গণচাঁদায়, সাবেকি আচার থেকে থিমের শিল্পে;প্রতিটি পরিবর্তন সময়ের সঙ্গে সমাজের বদলে যাওয়া মানসিকতার পরিচয় বহন করে। তবু এই পরিবর্তনের মধ্যেও কিছু জিনিস অপরিবর্তিত। আজও ষষ্ঠীর বোধনে মন কেমন করে। আজও সপ্তমীর সকালে ঢাকের শব্দ পাড়াকে জাগিয়ে তোলে। অষ্টমীর অঞ্জলিতে মানুষ পাশাপাশি দাঁড়ায়। নবমীর রাতে আলোয় ভেসে যায় শহর। আর দশমীর বিসর্জনে, এত আনন্দের পরেও, চোখের কোণে জমে ওঠে একটুখানি জল। রাজা নেই, জমিদার নেই, নেই সেই পুরনো ক্ষমতার কাঠামো। এসেছে ক্লাব, কমিটি, স্পনসর, থিম, ডিজিটাল প্রচার আর লক্ষ মানুষের ভিড়। কিন্তু দেবী এখনও আসেন মানুষের ঘরে, মানুষের মনে। তাই দুর্গাপুজোর ইতিহাস শুধু ‘রাজাদের পুজো থেকে ক্লাবের পুজো’ হয়ে যাওয়ার ইতিহাস নয়। এটি আসলে বাঙালির সমাজের এক দীর্ঘ যাত্রা;অভিজাতের একক অধিকার থেকে সাধারণ মানুষের সম্মিলিত উৎসবে পৌঁছনোর গল্প। একসময় রাজা পুজো করতেন, প্রজারা দেখতেন। আজ মানুষ নিজেরাই পুজো করে, নিজেরাই উৎসব বানায়, নিজেরাই তার অংশীদার হয় ।ডএই কারণেই আজকের সার্বজনীন দুর্গাপুজো কেবল দেবীর আরাধনা নয়; এটি বাঙালির সামাজিক অস্তিত্বেরও এক মহা-উৎসব। রাজবাড়ির সেই পুরনো ঢাকের আওয়াজ আর আজকের ক্লাবের মাইকের শব্দের মধ্যে সময়ের দূরত্ব যতই থাকুক, দুটির সুর যেন একই কথা বলে — !